উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৮৩৫.৭৮ (+৭৭৬.০১)
নিফটি : ২৩,৯৯৫.৯৫ (+২২৮.৫০)

সংবর্ধিত ধর্মেন্দ্র, গর্জন বিরোধীদের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৪° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন

১০ বছর পর দাম থাকবে না টাকার ৭

দূরত্বের চাপ নিতে নারাজ নীরজ ১২

শিলিগুড়ি ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 28 July 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 71

কার্বনের কবর

দার্জিলিংয়ের চা বাগানে ‘রূপকথা’ শ্রেয়-স্পর্শর

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : পাহাড়ের গায়ে তখন মেঘেদের লুকোচুরি। রোহিণী পেরোতেই নাকে ভেসে এল কাঁচা চা পাতার গন্ধ। দূরেই নীলচে আভা মেখে মায়া বাড়াচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়। একঝলকে দেখে মনে হচ্ছে, শৈলরানি যেন আজও আগের মতোই সুন্দর। অথচ এই সৌন্দর্যের অন্তরালে বহু বছর ধরে যে এক নীরব অসুখ বাসা বেঁধেছে, সে খবর ক'জন রাখেন!

অনিয়মিত বৃষ্টি, ক্রমশ বেড়ে চলা তাপমাত্রা আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটানা চাষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পাহাড়ের মাটি। ধুঁকছে বিশ্বের অন্যতম সেরা চায়ের ঠিকানা। সেই সময়েই যেন আশার নতুন অধ্যায় লিখতে এগিয়ে এসেছেন শিলিগুড়ির দুই তরুণ, শ্রেয় আগরওয়াল ও স্পর্শ আগরওয়াল। তাঁদের হাত ধরে শুরু হয়েছে এমন এক পরিবেশ-বিপ্লব, যা শুধু দার্জিলিংয়ের চা বাগানকে নতুন জীবন দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে না, উত্তরবঙ্গের মাটি থেকেই বিশ্বকে দেখাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক অভিনব পথ।

ছোটবেলায় যে ছেলেগুলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ কম্পিউটারের পর্দায় ‘এজ অফ এম্পায়ারস’ খেলত, আজ তারাই বাস্তবের মাটিতে এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ছে। আর তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খোদ মাইক্রোসফট!

২০২৩ সালের কথা। নিজেদের ১৫৫ বছরের পুরোনো পারিবারিক চা বাগান ‘সেলিম হিল’-এর দুর্দশা দেখে মন কেঁদেছিল দুই ভাইয়ের। শ্রেয় ইঞ্জিনিয়ার। আর স্পর্শ অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছেন জলবায়ু আইন নিয়ে। দুজনে মিলে তৈরি করলেন ‘অল্ট কার্বন’। লক্ষ্য একটাই, ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাস থেকে ৫০ লক্ষ টন বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড চিরতরে সরিয়ে ফেলা।

কিন্তু কীভাবে হচ্ছে এই অসাধ্য সাধন? ম্যাজিকটা কিন্তু লুকিয়ে আছে পাথরেই।

বিজ্ঞানের ভাষায় এই পদ্ধতির নাম ‘এনহ্যান্সড রক ওয়েদারিং’। পদ্ধতিটি খুব সোজা। ব্যাসল্ট শিলাকে খুব মিহি করে গুঁড়ো করা হয়। তারপর সেই ছাইরঙা গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় চা বাগান আর চাষের জমিতে। বৃষ্টির জলে মিশে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন এই পাথরের গুঁড়োর ওপর পড়ে, তখন এক অদ্ভুত রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। বাতাসে থাকা ক্ষতিকারক কার্বন ডাইঅক্সাইড তরল হয়ে নদীর জলে মিশে যায়। এরপর সোজা চলে যায় সমুদ্রে। আর সেখানে হাজার হাজার বছরের জন্য সুরক্ষিতভাবে বন্দি হয়ে যায়।

অন্যদিকে, মাটিতে মিশে থাকা পাথরের গুঁড়ো থেকে বেরিয়ে আসে ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম। জাদুর মতো ফিরে আসে রুক্ষ মাটির স্বাস্থ্য। বাড়ে জল ধরে রাখার ক্ষমতা। অল্ট কার্বন এই জাদুকরি মিশ্রণের নাম দিয়েছে ‘হরি মাটি’।

এরপর দশের পাতায়

কার্বন রিমুভাল ক্রেডিট কী?

বড় কোম্পানি যেমন মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, গুগল- এরা ডেটা সেন্টার চালানোর জন্য প্রচুর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে অনেক কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয়। তাই তারা এমন সংস্থাকে টাকা দেয়, যারা বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 সরিয়ে ফেলতে পারে।

১ টন CO_2 সরানো = ১টি কার্বন রিমুভাল ক্রেডিট

অল্ট কার্বন কীভাবে CO_2 সরায়?

এরা দার্জিলিংসহ বিভিন্ন এলাকায় চা-বাগানের জমিতে গুঁড়ো করা ব্যাসল্ট পাথর ছড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি হলে ওই পাথর বাতাসের CO_2-এর সঙ্গে ধীরে ধীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। ফলে কার্বন মাটিতে বা জলে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে যায়।

একদিনের ঝটিকা সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। এই অল্প সময়ে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে। এখানে দাঁড়িয়েই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু।

পরিযায়ীদের আমন্ত্রণ

আমি তোমাদেরই লোক। শিলিগুড়িতে এসে যেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : সূত্রধর

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৭ জুলাই : ভিনরাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার জলপাইগুড়িতে সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রাজ্যে বিপুল শিল্পায়ন হচ্ছে। প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। এর সঙ্গে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প শুরু হয়েছে। এবার পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে আসুন। যাঁদের পুরোনো জব কার্ড আছে তাঁরাই শুধু কাজ পাবেন, এটা ভাববেন না। নতুন করেও জব কার্ড তৈরির জন্য নাম লিখিয়ে নিন।’

এদিন জেলা শাসকের অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমূলকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ একর করে আইসক্রিম তৈরির কারখানা চালু করার জন্য জমি দেওয়া হচ্ছে। প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সবেমাত্র আমরা ক্ষমতায় এসেছি। সময় দিন। এমএসএমই থেকে অন্য কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। আগামী দুই মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বন্ধ ২৫টি চা বাগানের মধ্যে ১০-১২টি বাগান খুলতে চলেছে। তাছাড়া কৃষকদের জমি থাকলেই সুবিধা পাবেন।’

- আমূলকে আইসক্রিম কারখানা চালু করার জন্য উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ১৫ একর করে জমি
- দুই মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ১০-১২টি চা বাগান খুলতে চলেছে
- তৃণমূল সরকারের কাজগুলির মান যাচাইয়ের নির্দেশ

জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির জল্পেশে পুজো দেওয়ার পর সেখানে দলীয় কর্মীদের সংবর্ধনা নেন শুভেন্দু। সেখান থেকে তিনি চলে আসেন শিলিগুড়িতে। উত্তরকন্যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, সেচ দপ্তর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন। সূত্রের খবর, তৃণমূল সরকারের শেষদিকে বরাদ্দ হওয়া বা চালু হওয়া বেশ কিছু কাজ এখনও চলছে। কিছু কাজ সদ্য শেষ হয়েছে। এই কাজগুলির মান যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। *এরপর দশের পাতায়*

বহুপ্রতীক্ষিত সেই উড়ালপুলে শুরু যান চলাচল।

ফ্লাইওভারের কৃতিত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : রাজ্যের পূর্বতন সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে শুধু যুদ্ধ করেই সময় কাটিয়েছে। ফলে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার (আরওবি) নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। বর্তমান সরকার সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে এই ফ্লাইওভার চালু করে দিল। সোমবার বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এভাবেই পূর্বতন রাজ্য সরকারকে দুষলেন। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে পূর্বতন রাজ্য সরকার কিছুই করেনি বলে মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেছেন, ‘উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে আমরা দু'হাত ভরে দেব।’

শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘আমাদের আমলেই এই ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হয়েছে। নির্বাচনি বিধিনিষেধ জারি হয়ে যাওয়ায় সেই সময় উদ্বোধন করা যায়নি।’ তাঁর মতে, ‘জটিলতা যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেটা রেল তৈরি করেছে। রেলের অস্বাভাবিক ঢিলেমির জন্যই এই ফ্লাইওভারের কাজ সময়মতো শেষ হয়নি।’ মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত তথ্য জেনে তার পরেই মন্তব্য করা উচিত ছিল বলে গৌতম দাবি করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাক না পেয়েও অভিমানী গৌতম বলেছেন, ‘আমন্ত্রণপত্র দেওয়া দূরে থাক, একটা ফোন করেও অনুষ্ঠানে যেতে বলেনি।’ পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে আমি অবগত ছিলাম না। গৌতমবাবু মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।’

ডাক না পেয়ে অভিমানী গৌতম

২০১৭ সালে বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথমে এই প্রকল্পের জন্য ৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় আরও প্রায় ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই কাজ ধীরগতিতে চলছিল। গৌতম দেব ২০২২ সালে পুরনিগমের মেয়র হওয়ার পরে এই ফ্লাইওভারের কাজ দ্রুত শেষ করতে উদ্যোগী হন।

এরপর দশের পাতায়

বিশ্বাসভঙ্গে ফের ক্ষুব্ধ ককরোচরা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : স্বস্তির হাওয়া ৭২ ঘণ্টাও পার হল না। আবার তরুণসমাজের মুখ কালো। বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুলছে জেন জেড। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধরপাকড়ের ঘটনা সামনে আসতে ক্ষুব্ধ ককরোচ জনতা পার্টি। টানা ৩৬ দিনের আন্দোলন তুলে নিয়ে এখন কেন্দ্রের আশ্বাস এবং বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখছেন আন্দোলনকারীরা।

আশ্বাস ছিল, আন্দোলনে শামিল কারও বিরুদ্ধে আইনি বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না। ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকে ওই কথা দিয়েছিলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিং। সেই কথা মানা হচ্ছে না অভিযোগে মঙ্গলবার থেকে ফের দেশজোড়া বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিল ককরোচ পার্টির নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, বাংলা, বিহার, অসম সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ঘটনা ঘটছে।

আজকের মধ্যে জবাব না পেলে ফের আন্দোলন

প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ককরোচ নেতারা। দলের অন্যতম মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানিয়েছেন, সরকারের আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা সৎ বিশ্বাসে আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আমরা দেখছি পুলিশি পদক্ষেপ না করার চুক্তির শর্ত পুরোপুরি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বিহার ও বাংলায় শতশত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের লজিস্টিকস দিয়ে সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পুলিশের নজরদারি ও হেনস্তা চলছে।’

এরপর দশের পাতায়

বেসরকারি হাতে সরকারি লজও

লজ, রিসর্ট, রেস্তোরাঁ সহ পর্যটন দপ্তরের একাধিক সম্পত্তির বেসরকারিকরণ, আধা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। আয় বৃদ্ধিতেই এই পথে হাঁটা, জানালেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বেসরকারিকরণের পথে হাঁটতে চলেছে।

আইটিআইগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে তারা প্রথম ধাপে জানিয়েছিল। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের অধীনে থাকা লজ, রেস্তোরাঁ, বার সহ বিভিন্ন সম্পত্তির বড় অংশ এবার পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে লিজের ভিত্তিতে সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কোন এলাকায় কী ধরনের সম্পত্তি এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, তার তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে বলে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টির বা পর্যটন সম্পত্তির বড় অংশও বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সূত্রের খবর, পর্যটনমন্ত্রী তিনটি হোটেল শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক আলোচনা সেরে ফেলেছেন। মন্ত্রী সোমবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টিতে পর্যটন দপ্তরের কার্যালয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্করের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে জেলা শাসককে নিয়ে তিনি মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টি ঘুরে দেখেন। পরিকাঠামোর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা হয়।

মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টি পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

শংকর বলেন, ‘পিপিপি মডেলের মাধ্যমে কাজ চালালে আমাদের আয় অনেকটাই বাড়বে। বেশিরভাগ ট্যুরিজম প্রপার্টি আমরা ধাপে ধাপে পিপিপি মডেলে করে দিচ্ছি। যা নিয়ে আলোচনা চলছে। খাপছাড়াভাবে না করে সবকিছু যাতে নিবিড়ভাবে করা যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য।’ এই ব্যবস্থায় যাতে পুজোর আগেই কাজ শুরু করা

এরপর দশের পাতায়

ডায়াবিটিস ও রক্তচাপ নিরাময়ে ভেষজে নজর

কোচবিহারের স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি অফিসে ইনসুলিন গাছ লাগাচ্ছেন আধিকারিকরা। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ জুলাই : বর্তমান সময়ে ঘরে ঘরে ডায়াবিটিস ও রক্তচাপের সমস্যা। চিকিৎসকের কাছে গেলে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় গুচ্ছের ওষুধ। রোগ নিরাময়ে ওষুধ অবশ্যই জরুরি, কিন্তু অপরিহার্য নয়। প্রাকৃতিক উপায়েও বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তাই কেবল ওষুধ নয়, ডায়াবিটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভেষজ উদ্ভিদের উপর জোর দিচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে ইনসুলিন ও গাইনুরা গাছ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইনসুলিন ও গাইনুরা গাছ ডায়াবিটিস ও রক্তচাপ নিরাময়ে খুবই উপকারী। একদিকে গাছ দুটির পাতা খেয়ে যেমন রোগী সুস্থ হবেন, তেমন সুস্থ ব্যক্তিরা এগুলি খেয়ে রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবেন। কোচবিহারের নাটাবাড়িতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের চারা ও পণ্য তৈরি করেন। তাঁদের দিয়ে ওই গাছগুলির চারা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার সকালে মহিলারা সাগরদিঘি চত্বরে গাছগুলি বিক্রি করেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগ গাছগুলির গুণাগুণ নিয়ে সচেতনতার কাজ করছে। ওই বিভাগের চিকিৎসক বাসবকান্তি দিন্দার কথায়, 'ইনসুলিন ও গাইনুরা গাছের একটি করে পাতা দিনে দু'বার করে খেলে ডায়াবিটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া স্টিভিয়া বা মিষ্টি তুলসী নামে একটি গাছ রয়েছে। যার পাতা শুকিয়ে চায়ের মতো খেলে ডায়াবিটিস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।'

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে রোগ নিরাময়ে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার চলে আসছে। বিভিন্ন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আদতে গাছের উপকরণ থেকেই তৈরি হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শচীন্দ্রনাথ সরকার নিজেও ইনসুলিন ও গাইনুরা গাছের পাতা খেয়ে উপকার পেয়েছেন বলে জানালেন। তিনি বলেন, 'ডায়াবিটিস ও রক্তচাপের জন্য আমি ৩ বছর ওষুধ খেয়েছি। এরপর ওই দুটি ভেষজ গাছের পাতা খেতে শুরু করি। গত এক বছর আমার আর ওষুধের প্রয়োজন হচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই পরীক্ষা করাই। সব স্বাভাবিক রয়েছে। ডায়াবিটিস ও রক্তচাপের মতো অসুখ যে গাছের পাতা দিয়ে সারানো সম্ভব, তার উদাহরণ আমি নিজে। তাই আমরা চাইছি আরও বেশি করে প্রচার করতে যাতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়।'

> ইনসুলিন ও গাইনুরা গাছের একটি করে পাতা দিনে দু'বার করে খেলে ডায়াবিটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া স্টিভিয়া বা মিষ্টি তুলসী নামে একটি গাছ রয়েছে। যার পাতা শুকিয়ে চায়ের মতো খেলে ডায়াবিটিস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
> বাসবকান্তি দিন্দা
> চিকিৎসক

পাতা কেনা বন্ধ বটলিফের

চরম সংকটে উত্তরের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি

বন্ধ চোপড়ার এক বটলিফ কারখানা। সোমবার।

নাগরাকাটা ও চোপড়া, ২৭ জুলাই : সোমবার থেকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা কেনা বন্ধ করে দিল উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি। তাদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন আগেই জানিয়েছিল কাঁচা পাতা বিক্রির সময় ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ (এনএবিএল) স্বীকৃত পরীক্ষাগারের টেস্টিং রিপোর্ট না দেখাতে না পারলে তারা কাঁচা পাতা কিনবে না। তাৎক্ষণিক ওই পরীক্ষার কোনও সুবিধা না থাকায় উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। ফলে বটলিফ ফ্যাক্টরির পাশাপাশি বন্ধ থাকল তাঁদের বাগানের কাজও। কতদিন এই অচলাবস্থা চলবে তা জানা নেই সংশ্লিষ্ট মহলের কারও। এদিকে, বটলিফ ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে টানাপোড়েনও তৈরি হয়েছে গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে এদিন তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)। সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'বটলিফ ফ্যাক্টরির এই হঠকারী সিদ্ধান্তে উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষির জীবনে চরম অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। দ্রুত সমাধান জরুরি। আশা করছি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহ দেখবেন।' নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটির বক্তব্য, 'এই সিদ্ধান্তে আমরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবুও বাধ্য হয়ে এটা করতে হয়েছে। কেউই চায় না উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ চা শিল্পে এমন জটিলতা তৈরি হোক।' টি বোর্ডকে শামিল করে রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র চা চাষি, ক্রেতা বহুজাতিক সংস্থা ও প্যাকেটিয়ারদের নিয়ে আলোচনায় বসুক, চাইছেন তিনি।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে টেস্টিং রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা পাতা না কেনার মূলে রয়েছে মোনোক্রোটোফস নামে এক ধরনের নিষিদ্ধ রাসায়নিকের উপস্থিতি। তাদের মূল ক্রেতা একাধিক বহুজাতিক সংস্থাগুলি সহ প্যাকেটিয়াররা তৈরি চায়ের নমুনা পরীক্ষায় ওই রাসায়নিকের উপস্থিতি মেলার কথা চিঠি দিয়ে সম্প্রতি তাদের জানায়। এরপরই বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি তাদের কাঁচা পাতার জোগানদার ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে কড়া অবস্থান নেয়।

স্বাভাবিকভাবেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ উত্তর দিনাজপুরের বিশেষ করে চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। এই ব্লকেই মোট বটলিফ কারখানা ৩৪টি। সোমবার অধিকাংশ চাষিই পাতা তোলেননি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) স্থানীয় টি বোর্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে অবিলম্বে বৈঠকের দাবি জানিয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে প্রত্যুষ সিংহ বলেন, 'বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির একতরফা সিদ্ধান্ত হঠকারী ও অযৌক্তিক। সচেতনতার দায় শুধু চাষিদের নয়, কারখানাগুলিরও। তারা নিয়মিত সচেতনতামূলক শিবির করতে পারত। এখন ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা পাতা না কেনার দাবি বাস্তবসম্মত নয়, কারণ উত্তরবঙ্গে এমন পরীক্ষার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই।' চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলেন, 'বটলিফ ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ এমআরএল ইস্যুকে সামনে এনে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল জানান, বটলিফ কারখানার হঠকারী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এদিন সংগঠনের বৈঠক ডাকা হয়। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে শিলিগুড়িতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রয়েছে। কোনওরকম সমাধান না মিললে বুধবার থেকে চোপড়া সহ গোটা জেলাজুড়ে মাইকিং করা হবে। আগামী ৩১ জুলাই নবান্নে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাজ্যের কৃষি দপ্তরের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানেও সমাধানসূত্র না মিললে চাষিরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান তিনি।

কাল শুরু স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষ ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি শহরে। সহযোগিতায় সোশ্যাল স্পোর্টিং ফাউন্ডেশন কলকাতা ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া (ইস্টার্ন রিজিয়ন)। এছাড়াও মিডিয়া পার্টনার উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ২৯ জুলাই সকাল ১১টায় দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিংকর হলে ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তিনদিনের এই উৎসবে ভারত, ইরান, বুলগেরিয়া সহ পাঁচটি দেশের মোট ১১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। ২৯ ও ৩০ জুলাই এবং ১ অগাস্ট সকাল ১০টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দর্শকরা চলচ্চিত্রগুলি দেখার সুযোগ পাবেন।

ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক।

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির উদ্যোগে গত বছর এপ্রিল মাসে প্রথমবার ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজিত হয়েছিল। সোমবার এনিয়ে শহরের বিধান রোড এলাকায় একটি হোটেলে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির তরফে সাংবাদিক বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ, সভাপতি সঞ্জীবন দত্ত রায় সহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনের অনুষ্ঠানে ১৮ থেকে ২০টি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাধুলোর প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে কুইজের প্রশ্ন হবে খেলাধুলোভিত্তিক। সেইসঙ্গে তিনদিন ধরে খেলাধুলোভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন তো রয়েছেই।

ফেস্টিভালের শেষদিন অর্থাৎ ১ অগাস্ট পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। শেষদিনের অনুষ্ঠানেও মন্ত্রী শংকর ঘোষ উপস্থিত থাকবেন বলে খবর। সেই অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। চারজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকেও সম্মান জানানো হবে। সেই তালিকায় অবসরপ্রাপ্ত অ্যাথলিট বিশ্বজিৎ ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খোখো খেলোয়াড় অনুকূল সরকার, অল ইন্ডিয়া এসএসবি ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন রণদীপ দাস ও অবসরপ্রাপ্ত ভলিবল খেলোয়াড় সৌম্যদীপ ব্রহ্মচারীর নাম রয়েছে।

কান কামড়ে ছিঁড়লেন প্রতিবেশী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৭ জুলাই : মাইক টাইসন বনাম ইভানডর হোলিফিল্ডের সেই ঐতিহাসিক ম্যাচের কথা মনে আছে? মুষ্টিযুদ্ধের যে মঞ্চে হোলিফিল্ডের কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিলেন টাইসন?

বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামেও এবার এমন নজির দেখা গেল। ছাগল ঢোকাকে কেন্দ্র করে যেখানে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ে খোয়া গেল একজনের কান!

এরপর কাপের মধ্যে করে সেই ছেঁড়া কান রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় ইএনটি সার্জনরা তা জুড়েও দেন! অস্ত্রোপচারটি কোনও বেসরকারি হাসপাতালের নয়, বরং সরকারি হাসপাতালের।

সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ রায়গঞ্জ থানার বামনগ্রাম সংলগ্ন নারায়ণপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। কোহিনুর বেগম নামে এক মহিলার বাড়ির সামনে তাঁর একটি ছাগল বাঁধা

ছবি : এআই

জুড়ল হাসপাতাল

ছিল। আচমকা সেটি দড়ির ফাঁস খুলে প্রতিবেশী কুলসুম খাতুনের বাড়িতে চলে যায়। এরপর ছাগলটি তাঁর ধান খেয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

এরপরেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। প্রতিবেশী বধূ কুলসুম খাতুন সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোহিনুরের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মারতে শুরু করে। তাতেও তাঁদের ক্ষোভ মেটেনি। আচমকাই কুলসুম খাতুন কোহিনুর বেগমের বাম কান কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জখম বধূ। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মেডিকেল বোর্ড বসে এবং ওই বধূকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ এসপি দাস, অনুতোষ মাইতি, সোমনাথ বাগ সহ মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক বিকে মণ্ডল। অধ্যাপক বিকে মণ্ডল বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে বোঝা যাবে অপারেশন কতটা সফল হল। তবে রক্ত সংবহন বা ভাসকুলারিটি ঠিক থাকলে কান জুড়ে যেতেও পারে।'

কান কামড়ে ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় প্রতিবেশী বধূ সহ মোট তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কোহিনুর বেগম। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'এদিন সন্ধ্যায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাগ্য সহায় থাকবে। বৃষ : নতুন কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। আজ কোনও ব্যবসার সূচনা করলে সাফল্য পাবেন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে ভালো মুনাফা পেতে পারেন। পেটের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি। কর্কট : বহুদিন ধরে চলা কোনও পারিবারিক বিবাদ আজ মিটে যেতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তির সম্ভাবনা। সিংহ : সংসারের আর্থিক সমস্যা আজ কেটে যাবে। সন্তানের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্যের খবর পাবেন। ব্যবসা সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় ফল মিলবে। কন্যা : পারিবারিক সমস্যা কাটানোর জন্য গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যার কারণে মানসিক চাপ থাকবে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। তুলা : প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : বন্ধুর নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা বিদেশে পড়ার সুযোগ পাবেন। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। ধনু : আয় বাড়লেও খরচের মাত্রায় রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। স্নায়ুর সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। মকর : কোনও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে পারে আপনার জীবনে। বাড়ি সংস্কারে আর্থিক টান হতে পারে। কুম্ভ : বহুদিন ধরে পড়ে থাকা কোনও টাকা ফেরত পেয়ে আজ স্বস্তি পাবেন। নামী কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মীন : বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। অন্যের উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৬ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই, ১১ শাওন, সংবৎ ১৪ আষাঢ় সুদি, ১৩ শফর। সূঃ উঃ ৫।৮, অঃ ৬।২০। মঙ্গলবার, চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬।৬। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ২।৪। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১।১৮। গরকরণ প্রাতঃ ৫।১১ গতে বণিজকরণ সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।৩৭ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ২।৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪১ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৬।২০ গতে রাত্রি ৭।৫৬ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।২ মধ্যে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Alipurduar Sub Division invites online tender for the work Minor Repair works at Residence of the ADM (D), Alipurduar in Circuit House, Alipurduar under Alipurduar Division, PWD, in the district of Alipurduar. NIET No.: 04 (Sl No. 02) of 2026-27 of AE/PWD/APDSD Tender ID: 2026_WBPWD_5017368_2. Documents download start date & time (Online): 27.07.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 03.08.2026 upto 05.30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app
Sd/-AE,PWD,APDSD,GOVT OF WB
ICA-T13527(1)/2026

আমমোক্তার নামা (বিজ্ঞপ্তি)

আমার মক্কেল মন্তোষ বর্মণ, পিতা ফণীন্দ্র বর্মণ, সাং - জামবাড়ি (দক্ষিণ), পোঃ - গোসানীমারি, থানা - দিনহাটা, জেলা - কোচবিহার, গত ইং ১৭/১২/২০২৫ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর ADSR অফিসে ৮৭৮১ নং দলিল মূলে আমমোক্তারগণ (১) যুগল চন্দ্র পাল, পিতা - মৃত মহিম পাল, সাং + পোঃ বুনিয়াদপুর, (২) রনি বর্মণ, পিতা - মৃত রাধাকান্ত বর্মণ, সাং - চণ্ডীপুর, পোঃ জোড়দিঘি, উভয়ের থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর এর নিকট হইতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বংশীহারী থানার অধীন মৌজা বড়াইল, জে এল - ২৫৫, খতিয়ান নং ৭৩২, ৭৩২/১, দাগ নং ৫৪১, পরিমাণ ০৮.৬৫ শতক, জমি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির মূল মালিক নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, পিতা - মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ ও মায়ারানি বর্মণ, স্বামী - নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, উভয়ের সাং - চণ্ডীপুর, পোঃ জোড়দিঘি, উভয়ের থানা - বংশীহারী, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, গত ইংরেজীর ২২/১১/২০২২ তারিখে ৬৯৭৬ নং দলিল মূলে বালুরঘাট DSR অফিসে উপরোক্ত আমমোক্তারগণ যুগল চন্দ্র পাল ও রনি বর্মণের নামে আমমোক্তার করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তিটি আমার মক্কেল বুনিয়াদপুর BL & LRO অফিসে Mutation Record করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা এবং Record এর বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO অফিসে লিখিত আপত্তি জানাইতে বাধ্য থাকিবেন নইলে এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোনও আপত্তি ও দাবি বিবেচিত হইবে না এবং আমার মক্কেল তাহার দরখাস্ত মতে উক্ত সম্পত্তি BL & LRO অফিস হইতে নিজ নাম নথিভুক্ত করাইতে পারিবেন।

Ranjan Mitra
Advocate
Gangarampur Sub-Divisional
Court at Buniadpur, D/Dinajpur
Enrolment No. WB/476/2003

ভাড়া

2 BHK বড় ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। ডাইনিং, ড্রয়িং, 2 বাথরুম, বারান্দা SMC জল, খোলামেলা পূর্ব বিবেকানন্দপল্লী, শিলিগুড়ি। (M) 6290999197. (C/123056)

কর্মখালি

Wanted Experienced Sales Executive for Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri District for Pre School Franchisee business. Send CV to kensikidz@gmail.com (C/A)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9635658503. (C/122933)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২ টা। Ph : 9832009039. (C/122934)

LL.B ভর্তি

Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা-B.A/B.Com/B.Sc. যোগাযোগ- 9593678888. (C/A)

ভাড়া

যে কোন ধরনের অফিস, শোরুম, ব্যাঙ্ক ও গোডাউনের জন্য উপযুক্ত, রায়গঞ্জ-বালুরঘাট জাতীয় সড়কের পাশে B.S.F. Camp-এর নিকট 4000 sqft ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ - 9593903449. (C/122932)

অ্যাফিডেভিট

I, Asit Jha, Son of Late Samarendra Jha, resident of Sarbamangala Pally (Uttar), Malda - 732101 do hereby declare that I have change my name from Asit Jha to Asit Kumar Jha and henceforth I shall be known as Asit Kumar Jha in all purpose, vide affidavit no. 30 AC 618496 sworn before the Executive Magistrate Court at Malda on 24/06/26 as Asit Kumar Jha and Asit Jha both are same and one identical person. (C/123055)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION
DJ-10, SECTOR-II, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700091
Notice Inviting E-Tender(s)
Superintending Engineer, WBIIDC invite separate E-Tender for the following work: 2026_IIDC_1034461_1 : Repairing, renovation and replacement of switching elements, LED light fittings etc at Coochbehar Industrial Park, Phase-I and II of WBIIDC, Pin-736156. For details please visit: wbiidc.wb.gov.in
ICA-T13541(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms 1. Outside painting works with branding of Type-A HWC building at different blocks' (04 nos.) in the District of Dakshin Dinajpur. 2. Outside painting works with branding of Type-A HWC building at different blocks' (05 nos.) in the District of Dakshin Dinajpur N.I.e.T. No. -01(Const.) of 2026-'27 (2ND Call). The last date & time of online bid submission: 03.08.2026 up-to 05:30PM visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-Secretary DH&FWS & CMOH, Dakshin Dinajpur.
ICA-T13502(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide NIeT No.08 of 2026-27, NIeT No.09 (Sl-01 to 15) of 2026-27 & NIeT No.10 (Sl-01 to 15) of 2026-27of the E.E, NBDD.
Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
North Bengal Development Department

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. NIeT_02 of EE/RD/PHED of 2026-2027 Tender ID :- 2026_PHED_1034305_1 to 7 Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :-14/08/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for O&M of CWPP, Deployment of Lab Personnel & other works under Raiganj Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, P.H.E. Dte.
ICA-T13515(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : • অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৮এ। কামরা : ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৭টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ০৬.০৮.২০২৬, দুপুর ২টো।
(HWH-237/2026-27) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ
ডায়মন্ড পয়েন্ট এবং ক্রসিং নং. ১৩২বি/১৩৪এ রূপান্তরের জন্য, ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে (বৃহস্পতিবার) হাওড়া ডিভিশনের পাকুড় স্টেশন লিমিটে ডাউন মেইন ও কমন লুপ লাইনে ৬ ঘণ্টার (সকাল ১০টা ৪০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :- • পুনঃনির্ধারণ : (১) ১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২০২৬) ২ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ শিলচর স্টেশন থেকে দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে। (২) ১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২০২৬) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ জয়নগর স্টেশন থেকে রাত ৮টা ০৫ মিনিটে ছাড়বে।
• নিয়ন্ত্রণ: ৬৩০৬৪ সাহেবগঞ্জ - বর্ধমান মেমু পথিমধ্যে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। • ব্লক শুরুর আগে শেষ ট্রেন: ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস।
• ব্লকের পরে প্রথম ট্রেন : ১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস।
বিশেষ দ্রষ্টব্য:- স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং নতুন চালু হওয়া ট্রেন / পার্সেল ট্রেন / টিওডি, যদি থাকে, তবে ব্লক চলাকালীন পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ / পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ হাঁদা ভোঁদা, বেলা ১১.৩০ পবিত্র পাপী, দুপুর ২.০০ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বৌ, সন্ধে ৭.৩০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.০০ আপন আমার আপন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.৩০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.৩০ শুভ দৃষ্টি, রাত ১০.৩০ বাদশা-দ্য ডন

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ গোলমাল, দুপুর ১.০০ রাবণ, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্প, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ রাখী পূর্ণিমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সিস্টার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.৩৫ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, দুপুর ১.৫০ ঘর কি লক্ষ্মী, বিকেল ৪.২৬ তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার, সন্ধে ৭.৫০ ভিকি বিদ্যা কা ওহ্ ওয়ালা ভিডিও, রাত ১০.৫০ ভোটার

ভোটার রাত ১০.৫০ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

সিস্টার দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

অ্যানসিয়েন্ট আনএক্সপ্লেইনড ফাইলস বিকেল ৪.৫৪ ডিসকভারি সায়েন্স

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লংভিউ নিয়ে সভা ভন্ডুল

বকেয়ার দাবিতে অনড় শ্রমিকরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : প্রশাসনিক হস্তক্ষেপেও লংভিউ নিয়ে জট কাটল না। কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামার আবেদ-নও মানতে নারাজ আন্দোলন-কারী শ্রমিকরা। অনশন প্রত্যা-হার করে আন্দোলন তুলতে না চাওয়ায় এদিনের বৈঠক কার্যত ভেস্তে গিয়েছে।

বকেয়ার দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিক সংগঠনের নেতা সুমেন্দ্র তামাংয়ের বক্তব্য, 'প্রশাসনিক আধিকারিকরা শুধু বলছেন যে, বাগান মালিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবার আপনারা আন্দোলন তুলে নিন। কিন্তু বকেয়া মেটানোর কোনও আশ্বাস তাঁরা দিতে পারছেন না। তাহলে শ্রমিকরা কীসের ভিত্তিতে আন্দোলন থেকে সরে আসবেন?' কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিধায়ক বলছেন, 'প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

অন্যদিকে, আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রবিবার দার্জিলিং থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা সোমবার দুপুরে লংভিউ চা বাগানে পৌঁছেছে। সেখানে সভা করেছেন শ্রমিকরা।

১৩ বছর ধরে লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে (পিএফ) টাকা জমা পড়েনি। কয়েক মাস ধরে দৈনিক মজুরিও বকেয়া রয়েছে। সব মিলিয়ে শ্রমিকদের পাওনা প্রায় ১৩ কোটি টাকা। এছাড়া অবসর নেওয়ার তিন-চার বছর পরও ৭৮ জন শ্রমিক এখনও গ্র্যাচুইটির সুবিধা পাননি। এই দাবিগুলি নিয়ে তিন মাসের বেশি সময় ধরে লংভিউ বাগানে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন। বর্তমানে পালা করে পাঁচজন করে শ্রমিক অনশন কর্মসূচি চালাচ্ছেন। আন্দোলনের চাপে দু'দিন আগে কলকাতা থেকে লংভিউ বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, সমস্যা সমাধানে এদিন লংভিউয়ে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক, মহকুমা শাসক, শ্রম দপ্তর এবং পুলিশের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বাগানের কমিউনিটি হলে বৈঠক হয়। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মহকুমা প্রশাসনের তরফে বলা হয়, বাগান মালিক গ্রেপ্তার

■ নানা দাবিতে তিন মাসের বেশি সময় ধরে লংভিউয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন

■ এদিন সমস্যা সমাধানে লংভিউয়ে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল, তা কার্যত ভেস্তে গিয়েছে

■ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে দার্জিলিং থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা এদিন লংভিউ বাগানে পৌঁছেছে

হয়েছেন। বিষয়টি এখন বিচারাধীন। তাই আন্দোলন তুলে নিন।

যদিও এবিষয়ে আন্দোলনকারী হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাং বলেন, 'প্রশাসন যদি বকেয়া মেটানো নিয়ে কোনও আশ্বাস দিত, তাহলে আমরা আন্দোলন তুলে নিতাম। যে দাবিতে শ্রমিকরা প্রায় ১০০ দিন ধরে আন্দোলন করছেন, সেই বকেয়া মেটানো নিয়ে বৈঠকে কোনও কথা বলা হয়নি। তাই আমরা আন্দোলন থেকে সরছি না।'

শিক্ষিকার বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ

ইসলামপুর, ২৭ জুলাই : ইসলামপুর মহকুমার একটি কলেজের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পরীক্ষা চলাকালীন এক পরীক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। পড়ুয়ার অভিযোগ, গত ১৪ জুলাই পরীক্ষা চলাকালীন অভিযুক্ত শিক্ষিকা তাঁকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করেন। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সোমবার ওই পড়ুয়া ও তাঁর অভিভাবকরা ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। পড়ুয়ার বাবা বলেন, 'থানায় অভিযোগ জমা করা হয়েছে। কিন্তু কোনও প্রাপ্তিপত্র দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে তদন্ত সাপেক্ষে তা দেওয়া হবে।' অভিযুক্ত শিক্ষিকা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ জমা পড়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও তা ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে। পাশাপাশি, এ বিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অনাস্থা প্রস্তাব প্রধানের নামে

ইসলামপুর, ২৭ জুলাই : এবার অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ল ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খাদিজা খাতুনের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য সোমবার বিডিওর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ২৩। একজন সদস্য প্রয়াত হওয়ায় বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২। বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে। সই যাচাইয়ের জন্য পরবর্তীতে শুনানির দিন ধার্য করা হবে। আইন অনুসারে সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

বিধানসভার নিরিখে গোবিন্দপুর চোপড়া আসনের অন্তর্গত। তৃণমূলের চোপড়া বনাম ইসলামপুর লবির লড়াইয়ে '২৩-এর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেউই তৎকালীন শাসকদলের প্রতীকে লড়াই করতে পারেননি। প্রত্যেককে লড়াই করতে হয় নির্দল প্রার্থী হিসেবে। অনাস্থার পিছনেও বর্তমানে চোপড়া লবি সক্রিয় বলে চর্চা শুরু হয়েছে।

জীবন আসলে বাঁধা পাকস্থলীতে।। *সোমবার কোচবিহার শহরের দেশবন্ধু মার্কেটে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

ডাম্পার আটক

খড়িবাড়ি, ২৭ জুলাই : রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা রুখতে পদক্ষেপ করল খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। রবিবার রাত ও সোমবার সকালের এই অভিযানে পাঁচটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করা হয়েছে। দুটি ডাম্পার থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বাকি ৩টি ডাম্পারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করেছে ভূমি দপ্তর।

ব্লকে বালি মাফিয়ারা সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ। একাংশ নেতার মদতে বালির অবৈধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ। আর্থমুভার দিয়ে ডাম্পারে বালি লোড করে তা বিহারে পাচার করছে মাফিয়ারা। বিষয়টি নিয়ে এর আগে সরব হয়েছিলেন বিজেপির ফাঁসিদেওয়া বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এই অবৈধ কারবার রুখতে সম্প্রতি বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফেও ভূমি দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এরপর রবিবার অভিযানে নামে পুলিশ ও প্রশাসন। খড়িবাড়ি থানার সহযোগিতায় ব্লকের বিভিন্ন নদীঘাট ও বিহারগামী রাস্তায় অভিযান চালিয়েছেন ভূমি দপ্তরের কর্মীরা।

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলআরও) প্রতিমা সুব্বা জানান, দুটি ডাম্পার থেকে মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তিনটি ডাম্পারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। বালির অবৈধ কারবার রুখতে খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দফায় দফায় অভিযান চালানো হচ্ছে।

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : ফ্ল্যাট থেকে লক্ষাধিক টাকা এবং সোনা-রুপোর গয়না চুরির অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত দুজন ওই ফ্ল্যাটে পরিচারিকার কাজ করতেন। ধৃতরা হলেন ফুলু মাহাতো এবং কণিকা দাস। দুজনেই মাঝাবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরের এক ব্যক্তি থানায় অভিযোগ জানান, ফ্ল্যাটে কর্মরত দুই পরিচারিকা অনেকদিন ধরে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা প্রায় ৬ লক্ষ নগদ এবং গয়না চুরি করেছেন। তাঁদের থেকে প্রায় ২৭ হাজার নগদ উদ্ধার হয়েছে।

অপহরণে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : পড়াশোনার সূত্রে শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কিতে বসবাসকারী কোচবিহারের এক ১৯ বছরের তরুণীকে অপহরণের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা অবশ্য মূল অভিযুক্তের পরিবারের সদস্য। কোচবিহারে ওই তরুণীর বাড়ির এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় সোমবার।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। দুজনের মোবাইল ট্র্যাক করলে তাঁদের অবস্থান দেখাচ্ছে অসম। নিখোঁজ তরুণী ও অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তার আগে ওই তরুণের পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তরুণের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : ফুলবাড়ি-গজলডোবা ক্যানাল রোডে স্কুটার দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত সমরদীপ মণ্ডল (২৫) ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার দুপুরে কাজের জন্য তিনি স্কুটার নিয়ে ক্যানাল রোড হয়ে ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উলটোদিক থেকে ট্রাকের সঙ্গে তাঁর স্কুটারটির সংঘর্ষ হয়। ওই তরুণ স্কুটার থেকে ছিটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং নোয়াপাড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক ওই তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ খনন রুখতে পদক্ষেপ

তিন মাসে রেকর্ড জরিমানা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : রাজ্যে পালাবদল হতেই নদীর বুক থেকে অবৈধভাবে বালি ও পাথর খননকারীদের ওপর খড়্গহস্ত প্রশাসন। আর তাতেই গত তিন মাসে রেকর্ড পরিমাণ জরিমানা আদায় হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে দার্জিলিং জেলার অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচার রোধে প্রশাসন যে সক্রিয়তা দেখিয়েছে, অবৈধ খননের অভিযোগে জরিমানা থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় দলীয় নেতাদের চাপে প্রশাসনিক অভিযান থমকে থাকত। প্রশাসনের দাবি, এখন নিয়মিত তল্লাশিতে সাফল্য মিলছে। বেআইনি খনন বন্ধে কড়া পদক্ষেপের ফলে রেকর্ড পরিমাণ জরিমানা আদায় করেছে দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, গত অর্থ বছরে অবৈধ খননের জরিমানা থেকে মোট আয় হয়েছিল ৩৮.১৭ লক্ষ টাকা। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মাত্র ৩ মাসেই প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার ফলে দপ্তরের ঝুলিতে এসেছে ৩৩.৭১ লক্ষ টাকা।

ভোট হয়েছিল এপ্রিল মাসে। সেই মাসে আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধির কারণে নদী খনন প্রায় বন্ধ ছিল। মে মাসের পর থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি জরিমানা করতে পেরেছেন পাহাড় ও সমতলের ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকরা। জেলা আধিকারিকদের দাবি, চলতি অর্থবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে পারে।

এ ব্যাপারে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'প্রশাসনকে দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্সের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার ফল মিলছে প্রায় সর্বত্র। তৃণমূল নেতারাই জরিমানা করতে দিতেন না। সেটা ঘুরিয়ে তাঁদের পকেটে যেত।'

আয়ের এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে পাচারকারীদের আড়াল করতেন শাসকদলের প্রভাবশালী নেতারা। সেক্ষেত্রে পাহাড়ের দুই নেতা এবং মহকুমার নকশালবাড়ির এক জনপ্রতিনিধি ছাড়াও ব্লকগুলিতে দায়িত্বে ছিলেন একেকজন। অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের চাপে পুলিশ বা ভূমি সংস্কার দপ্তর অভিযান চালানোর সাহস পেত না। রেইড না হওয়ার কারণে জরিমানা হত না বললেই চলে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজনৈ-তিক চাপমুক্ত হয়ে এখন নিয়মিত অভিযান ও রেইড চালাচ্ছেন আধি-কারিকরা। শুধু নকশালবাড়িতেই গত তিন মাসে ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা থেকে আয় হয়েছে। জেলার এক বিজেপি নেতার কথায়, 'ধরা পড়লে অভিযুক্তরা নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু নেতারা ছাড় না দিয়ে প্রশাসন-কে তাদের আইন মেনে কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত জাতীয় সংগতি তথা মেধা বৃত্তি প্রকল্প, ২০২৬
(নির্বাচনী পরীক্ষা শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণীর জন্য)
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী / সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত / সরকারী স্পনসরড / লোকাল বডি অনাবাসিক বিদ্যালয়ে / মাদ্রাসায় বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য জাতীয় সংগতি তথা মেধা বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ২০.১২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা https://banglarshiksha.wb.gov.in / scholarships পোর্টালে ২৮.০৭.২০২৬ থেকে ১৬.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য https://banglarshiksha.wb.gov.in এবং https://banglarshiksha.wb.gov.in / scholarships পোর্টালে পাওয়া যাবে।
স্বা/-
কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-N189(6)/2026

কর বৃদ্ধিতে নজর রাজ্যের

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : তৃণমূল জমানায় কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ কারবার ধরা পড়লেও তৃণমূল নেতাদের হাত মাথায় থাকায় অনেকে ছাড় পেয়ে যেতেন বলে অভিযোগ। ক্ষমতার পরিবর্তনে কর ফাঁকি বন্ধ এবং কর আদায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার উত্তরকন্যায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জিএসটি কমিশনার, আবগারি দপ্তরের কমিশনার এবং বাণিজ্যিক কর বিভাগের আধিকারিকরা। বৈঠকে ২০-৩০ শতাংশ কর বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আনন্দময় বলেন, 'সরকারি খাতায় কর দেওয়ার বদলে তৃণমূল নেতাদের কাছে পৌঁছাত। তা বন্ধ করতে বলা হয়েছে।'

রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কর আদায় হয় আবগারি খাতে। কিন্তু কর ফাঁকি দিয়ে ভুটান, নেপাল থেকে অবৈধ মদ এ রাজ্যে ঢোকে। সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যায় ওই মদ। যার জন্য রাজস্ব হারায় সরকার। এ ধরনের ব্যবসা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। শুধু মদ নয়, সীমান্ত রাজ্যে ঢুকে পড়ছে সুপারি, ছোলা থেকে কাঠ, চা, সার এবং নানা সামগ্রী। বৈঠকে উপস্থিত থাকা রাজ্যের জিএসটি কমিশনার খালিদ আনোয়ার বলেন, 'জিএসটি সংগ্রহ বেড়েছে। তবে কিছু অভিযোগ এবং সেরকম কিছু বিষয় আলোচনা করে সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে।'

শিলিগুড়িতে ভোগান্তি আমজনতার

রাস্তায় সমাবেশে বিতর্ক

রাস্তা আটকে কর্মসূচির আয়োজন ঠিক নয়। চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।
-কণিকা বক্সী, হায়দরপাড়ার বাসিন্দা

আমরা কখনও প্রধান রাস্তা দখল করে কোনও কর্মসূচি করিনি।
-গৌতম দেব, প্রাক্তন মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : রাস্তা আটকে মঞ্চ। তাও আবার হার্ট অফ দ্য টাউন বাঘা যতীন পার্কের সামনে। ওই সমাবেশের কারণে সোমবার দিনের ব্যস্ত সময়ে প্রবল যানজটের সাক্ষী হল রাস্তাটি। ঘুরপথে যাতায়াতে ভোগান্তির একশেষ আমজনতার। হায়দরপাড়ার কণিকা বক্সী পুরনিগম সংলগ্ন এলাকায় কাজে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'রাস্তা আটকে কর্মসূচির আয়োজন ঠিক নয়। চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।'

শেষ কবে শিলিগুড়ি শহরে এভাবে রাস্তা আটকে কর্মসূচি হয়েছে, মনে করতে পারছেন না প্রবীণ নাগরিকরাও। শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ ওই সমাবেশের ডাক দিয়েছিল। উদ্যোক্তাদের দাবি, পুলিশের অনুমতি নিয়েই আয়োজন। আমজনতার প্রশ্ন, ভোগান্তি হবে জেনেও পুলিশ কেন ব্যস্ত রাস্তায় সমাবেশের অনুমতি দিল? অনুমতি যদি বা দিয়ে থাকে, তাহলে যানজট দেখে পুলিশ তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করল না কেন? মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিকের সঙ্গে

রাস্তা আটকে তৈরি হয়েছে মঞ্চ। সোমবার বাঘা যতীন পার্কের কাছে।

যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি পুরোটা শোনেন, কিন্তু মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ফলে পুলিশ আদৌ অনুমতি দিয়েছিল কি না, স্পষ্ট নয়। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল দিল্লির যন্তরমন্তর। সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশবিরোধী শক্তির সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বাঘা যতীন পার্কের পাশে এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছিল শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। বিনয় বর্মন, বিশ্বজিৎ রায় সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কলেজ পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে বিকাল ৪টা নাগাদ কর্মসূচি শুরু হয়।

বাঘা যতীন পার্কের প্রধান গেট লাগোয়া রাস্তা আটকে মাঝ বরাবর বাঁধা হয়েছিল মঞ্চ। তার প্রায় একশো মিটার আগে গার্ডরেল বসিয়ে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। যার ফলে হাতি মোড় হয়ে কোর্ট মোড় যাতায়াতে ঝক্কি পোহাতে হয়েছে নাগরিকদের। প্রশ্ন উঠছে, পাশে বিশাল মাঠ থাকা সত্ত্বেও কেন রাস্তা আটকে সভা? শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের বিনয় বর্মনের সাফাই, 'যন্তরমন্তরে পেপার লিককে কেন্দ্র করে আন্দোলনে গোটা দেশের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী আখড়ায় পরিণত করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদে এই সভা।' তাঁর যুক্তি, 'প্রতিবাদ সমাবেশ ইন্ডোরে হয় না। বাধ্য হয়ে রাস্তায় আয়োজন করতে হয়েছে। পুলিশের প্রয়োজনীয় অনুমতিও নেওয়া হয়েছে।'

উদ্যোক্তারা নিজেদের মতো করে যতই যুক্তি দিন, আমজনতা ক্ষুব্ধ। হাকিমপাড়ার পার্থ দে বলেন, 'রাস্তা আটকে দেওয়ায় ঘুরপথে চলাচল করতে হচ্ছে। পুলিশ তো আমাদের কথা ভাবে না।' পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'কীভাবে এটা হচ্ছে, বলতে পারব না। আমরা কখনও প্রধান রাস্তা দখল করে কোনও কর্মসূচি করিনি।' বিজেপি নেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'আমার মনে হয় না রাস্তা আটকে কর্মসূচির অনুমতি পুলিশ দেবে। আমি নিশ্চিত, জোর করে রাস্তা দখল করে প্রোগ্রাম হয়েছে। এটা যদি প্রমাণিত হয়, প্রশাসন অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।'

উত্তরকন্যার সামনে দুর্ঘটনাস্থলে উত্তেজিত জনতা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

কর্মসংস্কৃতির 'অচেনা' ছবি মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : সকাল ১০টার মধ্যে হাসপাতাল সুপারের অফিস আধিকারিক, কর্মীদের উপস্থিতিতে কার্যত গমগম করছে। যা দেখে কেউ কেউ বললেন, অনেকদিন পরে অফিসটা এত সকাল সকাল শুরু হল। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবিটা ঠিক এমনই ছিল। নতুন কলেজ অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে সব আধিকারিক এবং কর্মচারী অফিসে হাজির হয়েছিলেন। অফিসে এসেই সুপারকে নিয়ে অধ্যক্ষ রীতিমতো গোটা হাসপাতালে চক্কর কাটেন। পরে দিনভর অফিসের নানা কাজকর্ম, কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং বিকেলে সেমিনারে অংশ নেন। তবে কলেজ ও হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফিরলেও ফাঁকিবাজ অধ্যাপক চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর বলছেন, 'এটা বড় বিষয়। স্বাস্থ্য ভবন থেকে এগুলি দেখা হচ্ছে। কাউকেই আর রেয়াত করা হবে না। নিয়মিত ডিউটি না করা, কাজের সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা বন্ধ হবে।'

২০২১ সাল থেকে ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক মেডিকেলের সুপার পদে ছিলেন। তিনি বেলা ১২টার আগে কোনওদিন কর্মস্থলে আসতেন না বলে অভিযোগ। ফলে ধীরে ধীরে অফিসের কর্মচারীরাও সাড়ে ১২টা, ১টার দিকে হেলতে-দুলতে অফিসে আসতেন। গত বছরের মে মাসে সঞ্জয় মল্লিককে কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে তিনি কলেজ অধ্যক্ষের অফিসেই বসতেন। ফলে হাসপাতালের কর্মসংস্কৃতি আরও তলানিতে ঠেকেছিল। গরিব মানুষ চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সুপার অফিসে এসেও কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতেন। এদিকে, বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ১টার আগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ না আসায় সেই অফিসেও কর্মসংস্কৃতির হাল বেহাল হয়ে গিয়েছিল। কলেজের অ্যাকাউন্টস, অ্যাকাডেমিক, নন টিচিং, টিচিং, এস্টাবলিশমেন্ট সহ বিভিন্ন বিভাগে আসি যাই মাইনে পাই গোছের কর্মসংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ।

ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে এখান থেকে সরিয়ে নতুন অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার নিয়োগ করেছে স্বাস্থ্য ভবন। তারপরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কর্মসংস্কৃতি ফেরার ইঙ্গিত মিলছে। তবে, কতদিন এই কর্মসংস্কৃতি স্থায়ী হবে, সেই প্রশ্নও উঠছে। দপ্তরের এক কর্মী বলছিলেন,

> **স্বাস্থ্য ভবন থেকে এগুলি দেখা হচ্ছে। কাউকেই আর রেয়াত করা হবে না। নিয়মিত ডিউটি না করা, কাজের সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা বন্ধ হবে।**
>
> **কৌশিক ঈশোর**
> *সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

'সুপার স্যর না আসায় আমরাও গা-ছাড়া দিয়েছিলাম। আজ থেকে সবাই সঠিক সময়ে অফিসে আসছি।'

সকাল ১০টার মধ্যে অফিসে পৌঁছে অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোরকে নিয়ে প্রত্যেকটি বহির্বিভাগের রোগী পরিষেবা ঘুরে দেখেন। চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখতে নিয়মিত অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে অভিযানে যাবেন বলে সুপার জানিয়েছেন।

চিকিৎসকদের একাংশ এদিন দাবি করেছেন, নতুন অধ্যক্ষ এবং সুপার কাজে যোগ দেওয়ায় হাসপাতালে কর্মসংস্কৃতি ফিরবে। তবে, যে অধ্যাপক চিকিৎসকরা সপ্তাহে একদিন, দু'দিন ডিউটি করে কলকাতায় গিয়ে কাটান, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। হাসপাতাল সুপার এবার পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

উত্তরকন্যার সামনে বাইকে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরকন্যা সফরের ঘণ্টা দুয়েক আগে সেখানে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় জখম হলেন এক দম্পতি। আহতদের নাম প্রদীপ গোস্বামী এবং লক্ষ্মী গোস্বামী। তাঁরা জলপাইগুড়ির শিরীষতলার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পিকআপ ভ্যানচালককে ঘিরে ধরেন জনতা। তবে পুলিশ এসে চালককে আটক করে নিয়ে যায়।

শিলিগুড়ির শক্তিগড়ে এদিন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন ওই দম্পতি। সেখান থেকে বাইকে এশিয়ান হাইওয়ে-২ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। উত্তরকন্যার সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় উলটোদিক থেকে যাওয়া একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁদের। তাতেই ছিটকে পড়েন ওই দম্পতি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। দুজনেরই পা ও কোমরে চোট লাগে। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। পুলিশ পিকআপ ভ্যানের চালককে আটক করেছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী এদিন ওই রাস্তা ধরে উত্তরকন্যায় পৌঁছাননি। তিনি হেলিকপ্টারে উত্তরকন্যার পাশের একটি মাঠে নেমেছিলেন। এদিন উত্তরকন্যার সামনে পুলিশের নিরাপত্তা ছিল চোখে পরার মতো। তারপরও এমন দুর্ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

দুটি দুর্ঘটনায় মৃত ২

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ২৭ জুলাই : তাগদা চা বাগান এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সুশীলা গুরুং (৩৭) নামে ওই মহিলা গ্লেনবার্ন চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় ভাইকে স্কুটারে চাপিয়ে তিনি বাড়ির পথে ফিরছিলেন। স্কুলধুরা এলাকায় স্কুটারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উলটে গেলে ঘটনাস্থলেই সুশীলার মৃত্যু হয়। তাঁর ভাইকে গুরুতর জখম অবস্থায় রংলি রংলিয়ট ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে, রবিবার রাতে নকশালবাড়ি হাতিঘিসার টোল প্লাজা সংলগ্ন ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শাহিত মণ্ডল (২৩)। তিনি নকশালবাড়ির খালপাড়া এলাকায় থাকতেন। ওই তরুণ বাইকে করে বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ি ফিরছিলেন। পথে পেছন থেকে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। এতে গুরুতর জখম হন তিনি।

খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গিয়ে আহত তরুণকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে লরিটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

২০ মিনিটের ফাঁসে পুলিশের টহলদারি ভ্যান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : কন্ট্রোল রুমে ফোন যাওয়ার ২০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হবে টহলদারি ভ্যানকে। শুধু পৌঁছালেই হবে না, প্রমাণ হিসাবে কন্ট্রোল রুমে ঘটনার রিপোর্ট করতে হবে। চলতি মাসের শুরুতেই পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ 'ট্রাফিক মার্শাল'-সূচনা অনুষ্ঠানে গোটা রাজ্যের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন। সেই পরিসংখ্যান হিসেবে তিনি বলেছিলেন, 'গোটা রাজ্যের পরিসংখ্যান হিসেবে থানায় ফোন করার পর টহলদারি ভ্যানের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগছে। অন্য রাজ্যে সেটাই কুড়ি মিনিট সময় লাগছে।'

এবারে সেই 'কুড়ি মিনিট'-এর ফাঁসেই পুলিশের সমস্ত টহলদারি ভ্যানকে বাঁধার নির্দেশিকা জারি করেছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে এসেছে। ১০০ ডায়ালের মাধ্যমে কন্ট্রোল রুমে কোনও ফোন গেলেই সেই ফোনের পরিপ্রেক্ষিতে কুড়ি মিনিট হতেই রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট টহলদারি ভ্যানের অফিসার সেই রিপোর্ট না দিতে পারলেই জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কার্যত তটস্থ থাকতে হচ্ছে প্রতিটি টহলদারি ভ্যানের পুলিশকে। সেই সঙ্গে থানাগুলোও এব্যাপারে বিশেষ নজরদারি রাখতে শুরু করেছে।

এদিনই শহর সংলগ্ন একটি থানায় ঢুকতেই এক পুলিশকর্তাকে ব্যস্ত থাকতে নজরে পড়ল। ফোনে টহলদারি এক ভ্যানে থাকা অফিসারকে প্রশ্ন করলেন, 'কন্ট্রোল রুমে কি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে?' উত্তরে ওই অফিসার সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, 'কুড়ি মিনিট তো হতে চলল। তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দাও।' আর এক পুলিশকর্তা বলছিলেন, 'গত কয়েকদিনে এব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টেকনিকাল দিক থেকেও উন্নতিকরণ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে প্রতিটি থানায় কমপক্ষে একটি টহলদারি ভ্যানে ট্যাব লাগানো হয়েছে। কন্ট্রোলরুম থেকে সরাসরি ওই ট্যাবে অ্যালার্ট ম্যাসেজ চলে যাচ্ছে। এরপর এই টহলদারি ভ্যান কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওই ট্যাবের মাধ্যমে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবে প্রতিটি টহলদারি ভ্যানেরই নিজস্ব রুট রয়েছে। এক্ষেত্রে যে জায়গা থেকে ফোন আসছে, ওই রুটে ট্যাবযুক্ত টহলদারি ভ্যান না চললেও ওই ভ্যান থেকেই সংশ্লিষ্ট রুটে থাকা টহলদারি ভ্যানকে ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে। সেই মতো ফোন করে সরাসরি কন্ট্রোল রুমকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে ঘটনার রিপোর্ট দিতে হচ্ছে।

পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'সমস্ত টহলদারি ভ্যানেই যাতে এই ট্যাব যুক্ত হয়ে যায়, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' যদিও এই নির্দেশিকা কার্যকরের ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হতেই গাড়িগুলোর পরিস্থিতি ও সংখ্যা নিয়ে পুলিশের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশেরই নীচুতলার একাংশের কথায়, ভ্যানের সংখ্যা বাড়ালে এই কাজে আরও অনেক সুবিধা হবে। ভ্যানগুলোরও

> **এরাজ্যে থানায় ফোন করার পর টহলদারি ভ্যানের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগছে। অন্য রাজ্যে সেটাই কুড়ি মিনিট সময় লাগে।**
>
> **শংকর ঘোষ,** *পর্যটনমন্ত্রী*

উন্নতিকরণও প্রয়োজন। তবে এই নির্দেশিকা পুরোপুরি কার্যকর হলে নিরাপত্তার বিষয়টা আরও সুনিশ্চিত হবে বলে মনে করছেন শহরের সাধারণ মানুষ। শহরের বাসিন্দা অম্লান দাসের কথায়, 'মাসখানেক আগে এলাকায় একটা ঝামেলায় ১০০ নম্বরে ডায়াল করেছিলাম। পুলিশের ভ্যান আসতে আসতে ঝামেলাই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ সময়মতো এলে অনেক সমস্যারই দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।'

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'এটা আমাদের সরকারেরই পলিসি। এটা শুধু ২০ মিনিটেরই ব্যাপার নয়, এই পুরো প্রসেসকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পুলিশকর্মী, টহলদারি ভ্যানের বিষয়টা দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টা দেখছেন। এই প্রসেস কার্যকর হলে দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ অনেকটাই কমে যাবে। সরকার সেই চেষ্টাই করছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খুদে চাষি।। *জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

সৈকতের গ্রেপ্তারি চেয়ে সরব শিখা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : মোদি ও শা-কে অপমান করেছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। এই অভিযোগ তুলে সৈকতের গ্রেপ্তারির দাবি তুললেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেছেন শিখা। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখোশ পরানো ব্যক্তিকে হাতে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সৈকত। সামাজিক মাধ্যমেই সৈকতের গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছেন শিখা। এবার প্রশ্ন হল, কেন্দ্র ও রাজ্য-সব জায়গাতেই তো ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। আর শিখা বিজেপির বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও এসব নিয়ে তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে সরব হতে হচ্ছে কেন?

শিখার দাবি, 'আমি প্রশাসনের কোনও স্তরেই কিছু জানাইনি। সরকার নিজের মতো করে অন্যায়কারীদের ধরছে। জলপাইগুড়ির এই দুর্নীতিগ্রস্তকেও ছাড়া হবে না।'

শিখা ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই প্রতিশোধ নিতে চাইছেন কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ ২০২৩ সালে জলপাইগুড়িতে শিখার ভাই সুবোধ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট

মৃত দম্পতির কাছ থেকে উদ্ধার করা সুইসাইড নোটে মানসিক নির্যাতনের হুমকি এবং টাকা তোলার অভিযোগের পিছনে সৈকতের নাম ছিল। সেসময় সৈকত জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। শিখা কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত প্রমাণের অভাবে রায় সৈকতের পক্ষে গিয়েছিল।

সে সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। এখন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। পুরোনো রাগ ও প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই কি শিখা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন? প্রশ্ন উঠছে। মনে রাখতে হবে, এদিনই জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিখা কি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন? এব্যাপারে শিখার মন্তব্য, 'প্রয়োজনে সেই মামলা পুনরায় খোলার চেষ্টা হবে। অন্যায়কারীদের শাস্তি পেতেই হবে।'

এব্যাপারে সৈকত বলেন, 'আমার মনে হয় উনি ব্যক্তিগত রাগ থেকেই হয়তো এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আর দম্পত্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় তো উনি আমার জামিনের আবেদন নাকচের দাবি করেছিলেন। সেটা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিল।'

ধৃত নেতার ভাই

চোপড়া, ২৭ জুলাই : চোপড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারীর ভাই সুব্রত অধিকারীকে রবিবার রাতে ফের একটি পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখানে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। একাধিক মামলায় অভিযুক্ত থাকার অভিযোগে চলতি বছরের মে মাসেও সুব্রতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভাতা বৃদ্ধির দাবি

চোপড়া, ২৭ জুলাই : প্রতিবন্ধী ভাতা বৃদ্ধি ও আবাস যোজনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবিতে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনি। সোমবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দীগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগঠনের এক সভায় এই দাবি তোলা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি রঘুপতি মুখোপাধ্যায় ও নেতা মহম্মদ ফারুক। এদিন ১৩ সদস্যের চোপড়া আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

জঙ্গলিবাবার কাছে দাঁতালের সামনে ভক্তরা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৭ জুলাই : চারদিকে সবুজের হাতছানি। বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তারই মাঝে জংলিবাবার মন্দিরে সকাল থেকে পুজো দিতে আসছেন শয়ে-শয়ে ভক্ত। গত সোমবারের তুলনায় এদিন ভিড় ছিল অনেক বেশি। সকাল ১১টায় পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন একদল ভক্ত। আচমকাই দলছুট হাতির সামনে পড়ে যান তাঁরা। চোখের সামনে হাতি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন সকলেই। পরপর টোটো, অটোগুলি দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে কারও কোনও ক্ষতি না করে হাতি আবার জঙ্গলে ঢুকে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তবে হাতি আসার খবরে আতঙ্কের বদলে অনেককেই কৌতূহলী দেখায়। পুজো দিতে আসা ফাঁসিদেওয়ার ঝুমুর বর্মনের কথায়, 'আমরা পুজো দিয়ে টোটোতে ফেরার সময় বনকর্মীরা সতর্ক করে দেন। তাঁরা বলেন, সাবধানে যাবেন, কাছেই একটা হাতি আছে। অবশ্য আমরা হাতির দেখা পাইনি। তবে কয়েকটা ময়ূর দেখলাম।'

বাগডোগরার জঙ্গলের এই অংশে মাঝেমধ্যেই হাতিদের দেখা মেলে। আসলে হাতি করিডরেই মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের পাশেই ব্যারিকেড দিয়ে জঙ্গলের পথ বন্ধ করে রাখা আছে, যাতে ভক্তরা জঙ্গলে চলে না যান। এদিন সকালে হাতি আসার খবর পেয়ে বন বিভাগের টহলদারি গাড়ি দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। বাগডোগরা বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, জংলিবাবার মন্দিরে পুজো দিয়ে ভক্তরা টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটের কাছে ৫৫-র প্ল্যান্টেশনের সামনে একটি দলছুট দাঁতালকে দেখতে পান। রেলওয়ে হেড পেট্রোলিয়াম ডিপো (আরএইচপিডি)-র দিক থেকে ৫৫-র প্ল্যান্টেশনের দিকে হাতিটি যাচ্ছিল। তখনই একটি ছোট গাড়িতে ভক্তরা ফিরছিলেন। বনকর্মীরা দ্রুত হাতিটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

সোমবার জংলিবাবার মন্দিরে ভক্তদের লাইন।

এদিন বনের পথ ধরে জংলিবাবার মন্দিরে পুজো দিতে এসে অনেকেই ময়ূর দেখে বেজায় খুশি। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা সীতামণি রায় বললেন, 'পুজো দিয়ে টোটোয় ফিরছিলাম। ফেরার সময় হাতি দেখতে পাইনি বটে, তবে কয়েকটি ময়ূর দেখলাম। আমাদের টোটোর পিছনেই একটি সিটি অটো ছিল। তার শব্দে বনে ঢুকে যায় ময়ূরগুলো।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার শ্রাবণের প্রথম পুজোয় ভিড়ের তুলনায় আজকে তিনগুণ সমাগম হয়েছে। শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারেও শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ভক্তরা যেমন পুজো দেন, তেমনই পার্বত্য এলাকার বহু মানুষও পুজো দিতে আসেন। দূষণ রোধ করতে এদিনও বনের মধ্যে কোনও মেলা করতে দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া বনের পথে যানজটমুক্ত রাখতে ওয়ান ওয়ে ব্যবস্থা করা হয়। বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কের সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের পাশ দিয়ে ১ নম্বর গেট হয়ে প্রবেশ করে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটের সামনে দিয়ে ব্যাংডুবি সড়ক হয়ে বের করা হয় ভক্তদের। এর ফলে বনের পথে কোনও যানজট হয়নি। সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করতে কড়া পুলিশি নজরদারি ছিল।

হাওড়ায় ধৃত

হাওড়া স্টেশনের সাবওয়ে থেকে বিহারে মদ পাচারের অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। বিহারে মদ পাচারের ছক ছিল অভিযুক্তদের।

ভুয়ো অফিসার

ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসার পরিচয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা তোলার অভিযোগে বাঁকুড়ার খাতড়া থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ দোকানের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন তাঁরা।

পুনর্বিন্যাস

পুর নির্বাচনের আগে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে তৎপর প্রশাসন। ৩১ জুলাই এই সংক্রান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

করোনা বিতর্ক

সেবাশ্রয়ের পর করোনা বিতর্কে নাম জড়াল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। করোনা পরীক্ষার নামে অনিয়মের অভিযোগে বিষ্ণুপুর থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস।

প্রাপ্তবয়স্কে ভিন ধর্মে বিয়েতে বাধা নয় : কোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুলাই : বিয়েতে ধর্ম কখনও বাধা হতে পারে না। দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতিতে ভিন্ন ধর্মে বিবাহে আপত্তি থাকতে পারে না। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার একটি ভিনধর্মী বিবাহের মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ভারতীয় আইন অনুযায়ী এই ধরনের বিয়েতে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজস্ব জীবন ও স্বাধীনতা উদযাপনের অধিকার রয়েছে। দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতিতে বিয়ে হলে ধর্ম সেখানে বাধা হতে পারে না।'

উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা এক হিন্দু তরুণী ও এক মুসলিম তরুণ দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। দু'জনেই নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে 'বিশেষ বিবাহ আইন' মেনে আগামী ২৯ জুলাই রেজিস্ট্রি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অভিযোগ, বিয়ের রেজিস্ট্রির নোটিশ জারির পর থেকেই হবু দম্পতি ও তাঁদের পরিবারের ওপর মারাত্মক চাপ, মানসিক অত্যাচার এবং প্রাণনাশের হুমকি আসছে। হাইকোর্টে আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করে জানান, পরিবারের কোনও আপত্তি নেই; বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তৃতীয় একটি পক্ষ। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, বিষয়টি পারিবারিক অশান্তির জল গড়ালেও পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং আগেই সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, ২৯ জুলাই বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন এবং তার পরবর্তী সময়ে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা উলুবেড়িয়া থানা ও স্থানীয় পুলিশকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাহুলের দিকে আঙুল নিয়ে হইচই

ধৃতদের নিয়ে অশান্তির পুনর্নির্মাণ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুলাই : ধর্মতলা কাণ্ডে সোমবার ধৃত ৫ জনকে ডোরিনা ক্রসিংয়ে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। অন্যতম অভিযুক্ত মহম্মদ আফরোজ, খালেক রেজা, মহম্মদ মৈনুদ্দিন, আলমগির এবং সলমানকে পুলিশভ্যান থেকে নামিয়ে খালি পায়ে হাঁটিয়ে ধর্মতলার মোড়ে আনা হয়। ধৃত আফরোজের পরণে ছিল হাফপ্যান্ট। ঘটনার বিভিন্ন দিক যাচাই ও প্রত্যেকের ভূমিকা স্পষ্ট করতেই পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক হিসেবে পরিচিত খালেক রেজা সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেছেন, 'ওই দিন রাহুল গান্ধির নির্দেশে ধর্মতলার মোড়ে আমরা এসেছিলাম। শুভঙ্কর সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তীরা ছিলেন।' ঘটনার দিন কংগ্রেসের মিছিল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক নিগ্রহের কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন খালেক, সেই প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়েছে। তবে তিনি যে কংগ্রেস কর্মী তা স্বীকার করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'খালেক রেজা দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। ওই দিন আমাদেরও কর্মসূচি ছিল। আমরা ছিলাম কেসি দাসের দিকে। এখন কেউ যদি আমাদের মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই ধরনের অন্যায় করেন, তাহলে অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।' যদিও সাংবাদিক নিগ্রহের কথা অস্বীকার করেছেন সকলেই।

কলকাতায় ককরোচ পার্টির জমায়েত থেকে হামলায় পুনর্নির্মাণ।

এদিন আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পার্ক সার্কাস থেকে ওয়াকার আজম ও গার্ডেনরিচ থেকে জাভেদ আখতারকে জালে এনেছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। এদিকে ওই দিনের মিছিলেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত অবস্থায় প্রদর্শনের অভিযোগে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে। এদিন তাঁর বাড়ির সামনে কালো পতাকা হাতে প্রতিবাদও দেখান অনেকে। বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে বলেন, 'ও শ্রীলেখা নয়, ও ছিলেখা।

> ওই দিন রাহুল গান্ধির নির্দেশে ধর্মতলার মোড়ে আমরা এসেছিলাম। শুভঙ্কর সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তীরা ছিলেন।
>
> **খালেক রেজা**

ওটা একটা বিকৃতকাম মহিলা। সিনেমা তো চলে না। ওকে বয়কট করুন।' ধর্মতলায় সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবাদে এদিন পথে নামেন বিভিন্ন সমাজমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। সাংবাদিকদের এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনায় পূর্বতন রাজ্য সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, 'এর আগে কতবার আপনারা মার খেয়েছেন? বিগত সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? ২০২১ সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসা, ২০২২-এর পুরসভা ভোট, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট, ভাঙড়ের ঘটনা তো রয়েছে। আপনাদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার হয়েছে। আক্রান্ত সাংবাদিকদের দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। সকালে সমঝোতা করে দুপুরে অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি।'

নবান্নে গেরুয়া নামফলক

গোটা ভবন সেজে উঠতে পারে নতুন রংয়ে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ জুলাই : রাজ্যের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র নবান্নের নীল-সাদা নামফলক অবশেষে বদলে ফেলল নতুন বিজেপি সরকার। সোমবার সকালে নবান্নের চূড়ায় নীল-সাদার বদলে জ্বলজ্বল করতে দেখা গেল নতুন গেরুয়া রঙের নামফলক।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি জায়গায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রতীক হয়ে ওঠা নীল-সাদা রং মোছার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নবান্নে আগে থেকেই গেরুয়া আলোর ব্যবহার শুরু হলেও, নতুন সরকার গঠনের আড়াই মাসের মাথায় এবার নামফলকটিই সম্পূর্ণ গেরুয়া করে দেওয়া হল।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সরকারি ভবনে নীল-সাদা রঙের প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। সরকারি দপ্তর, উড়ালপুল, সেতু থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের আলো—প্রায় সর্বত্রই ছিল নীল-সাদার জোয়ার। তবে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই রং বদল নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল।

রংয়ের নতুন প্রলেপ নবান্নতে। সোমবার।

নবান্ন সূত্রে খবর, শুধু নামফলকই নয়, রাজ্যজুড়ে নীল-সাদা রঙের আধিপত্য পুরোপুরি মুছে ফেলতে চাইছে নতুন প্রশাসন। সরকারি দপ্তর, উড়ালপুল, সেতু ও রাস্তার রেলিং থেকে নীল-সাদা রং মুছে গেরুয়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভবিষ্যতে নবান্ন ভবনটিকেও গেরুয়া রঙে সাজিয়ে তোলা হতে পারে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ২০২২ সালের আগের স্কুলের পোশাকের নিয়ম ফিরিয়ে আনা হবে। তবে প্রশাসনিকভাবে এই রং বদল নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, রাজ্যের এই আর্থিক চাপের মধ্যে এই ধরনের বিপুল রং পরিবর্তন নীতিগতভাবে বেশ খরচসাপেক্ষ।

জাতীয় পতাকা নিয়ে বিজেপির মিছিল। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কাজলকে ডিম, চোর স্লোগান

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ২৭ জুলাই : শহিদদের স্মৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গিয়ে ডিম থেরাপির মুখে পড়লেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি, হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগানও। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই বীরভূমের নানুর থানার সুচপুর গ্রামে ১১ জন খেতমজুরকে কুপিয়ে, পিটিয়ে খুন করা হয়। তৃণমুলের দাবি নিহতরা তাদের কর্মী সমর্থক। অভিযোগের তির ছিল সিপিএমের দিকে। সেসময় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনডিএ সরকারে রেলমন্ত্রী ছিলেন। খবর পেয়ে পরের দিন এলাকায় পৌঁছোন মমতা। নিহতদের স্মরণে পরের বছর থেকে নানুরের বাসাপাড়ায় শহিদসভা পালন করা হয়। ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত প্রতি বছর সভা আলো করে মঞ্চে থাকতেন মমতা। কিন্তু ২০১১ সালের পর সেই সভার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কিছুদিন পর অনুব্রতও কাজলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। তারপর থেকেও অনাড়ম্বর হলেও সভা প্রতিবছর হত।

কিন্তু সরকার পরিবর্তন হতেই সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। এবার শুধুমাত্র শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেই এলাকা ছাড়েন কাজল। কাজলকে দেখে কিছু মানুষ 'চোর চোর' স্লোগান দেন, ডিমও ছোঁড়েন। তবে ডিম সভাধিপতির কাছে পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। গাড়িতে ওঠার আগে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ছাতা দিয়ে আড়াল করে গাড়িতে তোলেন।

শহিদদের পুষ্পার্ঘ্য কাজল শেখের।

কাজল বলেন, 'কিছু সমাজবিরোধী এই নোংরামিটা করেছেন। আমি তাদের চিনতে পেরেছি। তারা কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিল বলে আমার মনে হয় না। কিছু মানুষ ওদের টাকা দিয়ে পাঠিয়ে এসব করাচ্ছে। আমি পুলিশের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছি। পুলিশ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।' তবে বিজেপির কেউ এনিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষেই গ্রেপ্তারে প্রশ্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ জুলাই : আদালতের আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। জমি দখলের একটি অভিযোগে তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষের মামলা চলাকালীন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হলেই কেন দুমদাম গ্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা এভাবে তুলে নিচ্ছেন।'

শুনানি চলাকালীন অতীন ঘোষকে এখনই গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে সোমবার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। শুধু এই মামলাটিই নয়, অন্য একটি মামলার প্রেক্ষিতেও পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে আদালত প্রশ্ন তোলে, 'পুলিশ কি আদালতের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না?' তবে রাজ্যের তরফে আদালতকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, মামলা বিচারাধীন বা অন্তর্বর্তী নির্দেশ থাকলে সেখানে পুলিশ কোনও কড়া পদক্ষেপ করবে না।

রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকে একাধিক প্রাক্তন শাসকদলের নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল জমানার মন্ত্রী, কাউন্সিলার থেকে জেলা এবং ব্লক নেতাদের বিরুদ্ধেও থানায় নালিশ জানিয়েছে পদ্ম শিবির। সেই তালিকা বেশ লম্বা।

তবে সোমবার হাইকোর্ট থেকে আপাতত স্বস্তি পেয়েছেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এবং বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। একটি ইটভাটায় টাকা লুটের অভিযোগে নিম্ন আদালত অনুব্রতের আগাম জামিন খারিজ করলেও, তদন্তে সহযোগিতার শর্তে এদিন তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

> রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হলেই কেন দুমদাম গ্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা এভাবে তুলে নিচ্ছেন।
>
> **তীর্থঙ্কর ঘোষ** বিচারপতি

মামলা খারিজ

কলকাতা, ২৭ জুলাই : বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূলের আমলে বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন অধ্যক্ষ। তৎকালীন শাসক দলের বিধায়করা নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করলেও বিজেপি বিধায়কদের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম ছিল। এই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর সোমবার তা খারিজ করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

আশ্বাস রেলের

কলকাতা, ২৭ জুলাই : সরকারি বা রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হলে শুধু মালিক নয়, ভাড়াটিয়াও পাবে ক্ষতিপূরণ। সিঙ্গুরের এক মামলার প্রেক্ষিতে এমন অবস্থান জানাল রেলমন্ত্রক। ডানকুনি থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত ১৮৫৬ কিলোমিটার ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর তৈরির জন্য সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করে রেল। মালিকদের জমির মূল্য ও অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্ছেদ নোটিশ পেলেও জায়গা ছাড়েননি একাধিক বসবাসকারী ও ব্যবসায়ী। রেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সোমবার রেলমন্ত্রকের তরফে আইনজীবী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রকল্পের জমিতে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য।

বারো বছর পর ঘরে জ্বলল বাতি

পুরুলিয়া, ২৭ জুলাই : দীর্ঘ ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আলো জ্বলল পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার লৌলাড়া গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ বাউরির ঘরে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই আঁধার আউট হয়ে আলো এল পেশায় সাইকেল মিস্ত্রি কৃষ্ণ বাউরির কুটিরে। অথচ আগে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে আবেদন করেও বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি তিনি। দরিদ্র সাইকেল মিস্ত্রির অভিযোগ, প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ রয়েছে। শুধুমাত্র এইটুকু কারণ দেখিয়ে কিছুতেই বিদ্যুতের সংযোগ দিতে চায়নি বিদ্যুৎ দপ্তর। বহুবার বহু আবেদন করা সত্ত্বেও এই সমস্যার কোনও সুরাহা করা হয়নি বিগত সরকার বা বিদ্যুৎ দপ্তর কারও পক্ষ থেকেই।

অবশেষে গত ১৩ জুলাই তাঁর স্ত্রী কল্পনা বাউরি এবং তিনি কলকাতার সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে পৌঁছান। তাঁদের সমস্যা ৩৪ নম্বরে নথিভুক্ত হয়। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ না হলেও ১২ বছরের সমস্যার সমাধান হয়েছে, সেটাও মাত্র ১২ দিনে। সেখানে থাকা আধিকারিকেরা অভিযোগের ভিত্তিতে পুঞ্চা থানায় যোগাযোগ করে জনতার দরবার থেকে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পুঞ্চা থানার পুলিশ, পুঞ্চা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং স্টেশন ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে সমস্ত বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। তারই ফলস্বরূপ, গত বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষ্ণ এবং তাঁর প্রতিবেশীর মধ্যে থাকা সমস্যার বিষয়ে হিয়ারিং হয়। এরপরেই শুক্রবার বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয় তাঁদের বাড়িতে। দীর্ঘ এক যুগের অপেক্ষার পরে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ হওয়ায় আনন্দে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারেননি কৃষ্ণ ও কল্পনা বাউরি। দু'চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে জোড়হাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। এবার তাঁদের আশা বাড়িতে আঁধার ঘুচে যাওয়ায় পড়াশোনা করে নিজের জীবনের সঠিক দিশা খুঁজে পাবে তাঁদের সন্তান।

বাড়িতে বাতি জ্বালাচ্ছেন কৃষ্ণ বাউরির পরিবারের সদস্য।

বামেদের প্রতীক মাড়িয়ে প্রতিবাদ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জুলাই : নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে বামছাত্র আন্দোলনে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নেমে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির প্রীতীক পা দিয়ে মাড়াল বিজেপি। ধর্মতলার চৌরঙ্গী স্কোয়ারের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে দলের অতিউৎসাহীদের এহেন আচরণে দলের মধ্যেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তবে, এসএফআই-এর মতে, এটাই বিজেপি আরএসএস-এর আসল সংস্কৃতি। এসএফআই-এর দাবি আজকের ঘটনা থেকে স্পষ্ট, ২৪ জুলাই বামেদের প্রতিবাদ আন্দোলন বানচাল করতেই বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে ছিল বিজেপি ও তৃণমূল।

নিট কাণ্ডে এ রাজ্যে সিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি বকলমে বাম ছাত্র সংগঠনগুলিই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। সেই মিছিলে অশান্তির ঘটনায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলিকে নিশানা করেছে বিজেপি সরকার। সংখ্যালঘু দুস্কৃতীদের দিয়ে পুলিশ ও সাংবাদিকদের নিশানা করার অভিযোগ তুলে রাজ্যে মৌলবাদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। কড়া হাতে আইন প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দিয়ে ইতিমধ্যেই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সরকারের পাশাপাশি মাঠে নেমেছে দল ও আরএসএস। সোমবার কলকাতার দুই প্রান্তে জোড়া প্রতিবাদ মিছিল করে শক্তিপ্রদর্শন করেছে বিজেপি। এদিন উত্তর কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপিও গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মিছিল করে। শুক্রবারই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংবাদিকদের দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই মিছিলের ঘোষণা করেছিলেন। এদিন বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি খাতায় কলমে সিজেপির বিরুদ্ধে হলেও বিজেপির নিশানায় ছিল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। আর রাজ্যজুড়ে সেই তেরঙ্গা যাত্রার নামে পালটা মিছিল থেকেই এদিন ধর্মতলার চৌরঙ্গীতে প্রকাশ্য রাজপথে বামছাত্র সংগঠনগুলির প্রতীক রাস্তায় ফেলে পা দিয়ে মাড়াল বিজেপির কর্মীরা। সঙ্গে দেওয়া হল 'গুলি মারো সালেকো', 'বিরোধীদের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা'র মতো উত্তেজক স্লোগান।

বিরোধী থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী বা শমীক ভট্টাচার্যের মুখে প্রায়শই শোনা যেত, তৃণমূলের বিরুদ্ধে জামাত যোগের অভিযোগ। এদিন সেই একই অভিযোগ বামেদের বিরুদ্ধে করতে শোনা গেল সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পন্ডার মতো বিজেপির তরুণ তুর্কী নেতাদের মুখে। তবে, অস্বস্তি সত্ত্বেও তাপস রায় বলেন, 'এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। তবে, একইসঙ্গে এটাও দেখতে হবে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ তাদের ছবি পোড়ানোর সংস্কৃতি এ রাজ্যে আমদানি করেছে কারা?' উত্তর কলকাতা বিজেপির জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ এর দায় নিতে চাননি।

প্রশ্ন ফাঁস রোধে রাজ্যে আইন : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ জুলাই : পরীক্ষায় কারচুপি ও প্রশ্ন ফাঁস রুখতে প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গেও কড়া আইন আনা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রাজ্য পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে বিল নিয়ে আসছে। অতীতে তৃণমূল জমানায় রাজ্যে যে সীমাহীন দুর্নীতি হয়েছে, তা কড়া হাতে দমন করতে এবং ভবিষ্যতে যাতে কেউ এই ধরনের অনিয়মের সাহস না পায়, তার জন্য রাজ্যেও পৃথক আইন তৈরি করা হবে।'

বরাবরের কড়াধাঁচের নেতা দিলীপ ঘোষ বিধানসভায় পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী বিল পাসের পর তা চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার আগেই আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এদিন হাওড়ার শরৎ সদনে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা প্রশাসন ও পঞ্চায়েত আধিকারিকদের জরুরি নির্দেশ দেন তিনি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী জানান, মূলত নিখোঁজ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের সোজা করতেই দ্রুত এই পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করা হচ্ছে। বর্তমানে বহু তৃণমূলি পঞ্চায়েত প্রধান অফিসে গরহাজির থাকায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গ্রামোন্নয়নের কাজ এবং বঞ্চিত হচ্ছেন উপভোক্তারা। এই অচলাবস্থা কাটাতেই প্রধানদের অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে হাওড়া ও হুগলি জেলার গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে ১২৫ দিনের কাজ ও আবাসন যোজনার সমীক্ষার অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। মন্ত্রী জানান, সংশোধিত আইন হাতে পাওয়া মাত্রই যাতে পঞ্চায়েত দপ্তর কাজ শুরু করতে পারে, তাই এই আগাম প্রস্তুতি।

পথে সাংবাদিকরা

কলকাতা, ২৭ জুলাই : ধর্মতলায় নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় সোমবার পথে নামলেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। এদিন কলকাতার প্রেস ক্লাব থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। বেলা ১টার আগে থেকেই প্রেস ক্লাবের সামনে জমায়েত শুরু করেন সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকরা। সেখান থেকে মিছিল করে ডোরিনা ক্রসিং মোড়ে একাংশ অবরোধ করা হয়।

শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছিলেন

ক'দিন আগে আজাদি স্লোগান দিয়ে কিছু অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক শক্তি প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করতে কলকাতায় পথে নেমেছিল। পুলিশ আক্রান্ত, সাংবাদিক আক্রান্ত। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে- এসব কথা কিন্তু রাস্তায় বললে পুলিশ খুব মারবে। পুলিশকে বলব, এসব কথা যারা বলবে, তারা যেন সরাসরি সোজা হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে না পারে। কলকাতায় বললে যাতে পিজি, এনআরএসের ইমার্জেন্সি ঘুরে বাড়ি যেতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে র‍্যাডিক্যালাইজেশন মাথাচাড়া দিয়েছে। কিছু মানুষ আক্রমণ করছেন পুলিশকে। ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে বলতে পারছে না, কিন্তু আজাদি আজাদি বলছে। ৩৭০ ধারার বাতিলের বিরোধিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গে এসব চলবে না। কারণ, এরাজ্যে এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী সরকার রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী- অখণ্ডতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আগ্রাসনের স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। যে যা খুশি করছে করুক, দেশকে টুকরো করতে চাইলে আইনের বাইরে যেতে হয়।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩

ভার্চুয়াল শক্তি

বছরের পর বছরের রক্ত জল করা পরিশ্রমে রাজনৈতিক দল সংগঠিত করার দিন কি শেষ হতে চলল? ককরোচ জনতা পার্টির পর ই-২০ জনতা পার্টির ভার্চুয়াল প্রতিষ্ঠা সেই প্রশ্নকে উসকে দিল। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেই জন্ম হয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টির। নেতৃত্ব কিংবা তেমন কোনও উদ্যোগ ছাড়াই হুহু করে লক্ষ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ হয়ে গিয়েছিল। ৭৩ দিনের পার্টি ৩৬ দিনের সফল আন্দোলনও করে ফেলল।

একই পথে সদস্য বাড়ছে ই-২০ জনতা পার্টির। পার্থক্য একটিই- ককরোচ পার্টি প্রতিষ্ঠার মধ্যে সরকার বিরোধিতার উপাদান ছিল না। কিন্তু ই-২০ জনতা পার্টির জন্মই হয়েছে সরকারবিরোধী হিসাবে। ককরোচ জনতা পার্টির জন্ম ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্যের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ জানাতে। যদিও পরে সেই পার্টি নিট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়ে সরকারবিরোধী ভূমিকায় চলে গিয়েছিল।

ককরোচ পার্টি জনপ্রিয়তার তুঙ্গ ছুঁয়ে ফেলার পর ই-২০ পার্টির জন্ম। কিন্তু এই দলটির সদস্য সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছে। দলের উদ্দেশ্য হল পেট্রোলে ইথানল মেশানোর প্রতিবাদ। অনেক মানুষেরই অভিযোগ হল, ইথানল মেশানো পেট্রোল ব্যবহার করায় গাড়ির লিটার প্রতি যাত্রার দূরত্ব (মাইলেজ) কমছে এবং গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টির নিশানায় ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। আন্দোলনের চাপে যাঁকে শেষপর্যন্ত সরতে হল।

ই-২০ জনতা পার্টির নিশানাতেও আরও একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি সড়ক ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী নীতিন গড়করি। যদিও ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের আওতায় পড়ে। কিন্তু এজন্য ক্ষোভের আগুন জ্বলছে নীতিনের বিরুদ্ধে। এই মন্ত্রীর ছেলের ইথানল তৈরির ব্যবসা আছে এবং তিনি ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের উপযোগিতা নিয়ে মন্তব্য করে কিছু মানুষের রোষানলে পড়েছেন। সেই অসন্তোষ থেকে তৈরি হয়ে গিয়েছে ই-২০ জনতা পার্টি।

ককরোচের প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম থেকে জানা গিয়েছিল। কিন্তু ই-২০ দলের নেতা বা অন্য কোনও কর্মকর্তার নাম এখনও প্রকাশ্যে নেই। ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কিছুটা। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে দুষছেন। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই প্রচুর মানুষ এই দলের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করছেন। শেষপর্যন্ত ই-২০ জনতা দলের বাস্তব ভিত্তি সামনে না এলেও ক্ষোভের কারণটা থেকে যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে সেই ক্ষোভ। নিট কেলেঙ্কারি বিরোধী আন্দোলন থেকে দেখা গিয়েছে, এই সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে আছে। ককরোচ জনতা পার্টি সেই ক্ষোভকে উসকে দিয়েই সাফল্য পেয়েছে। ই-২০ পার্টি আন্দোলন করুক না করুক, ইতিমধ্যে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন। তিন লক্ষের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে ই-২০ দলের সদস্য তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে।

বাস্তবে পুরোনো গাড়ির ইঞ্জিনকে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল ক্ষতি করছে বলে অভিযোগ। ই-২০ পার্টি তাই সমাজমাধ্যমে দাবি তুলেছে, গ্রাহকদের সবকিছু জানার অধিকার আছে। তাছাড়া ইথানল ব্যবহারে গাড়ির মাইলেজ কমে বলে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রক স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সেজন্য পেট্রোলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দেওয়ায় গাড়ি মালিকরা ক্ষুব্ধ। ই-২০ জনতা পার্টি ডাক না দিলেও একটি সংগঠন ৩১ জুলাই নয়াদিল্লিতে গাড়ি মিছিলের ডাক দিয়েও ফেলেছে।

ট্যাক্সিচালক ও ট্যুরিস্ট কারগুলির সংগঠন আবার ৪ অগাস্ট সংসদ চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে। ফলে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বড়সড়ো প্রতিবাদ ইতিমধ্যে দানা বেঁধে গিয়েছে। প্রচার আছে যে ধর্মেন্দ্র প্রধানেই শেষ নয়, আরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশানায় আছেন। ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের প্রতিবাদ সেই পথে হাঁটলে নীতিন গড়কড়ির পক্ষে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হতে পারে। তাছাড়া ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে তৈরি দলের শক্তি এর ফলে বহুগুণ বেড়ে যাবে।

অমৃতধারা

অতীতে যা হয়েছিল তা এখন হচ্ছে,এখন যা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে হবে,তার জন্য চিন্তিত হচ্ছো কেন? প্রতিদিনের মাঝে নিহিত আছে গুপ্ত রহস্য অনেকবার সেটা তুমি দেখেছ। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না, সে নিজের প্যাঁচের ধাঁধায় আটকে পড়ে। সৎ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যে কোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই।

-ব্রহ্ম কুমারী

পাহাড়ের সীমা, উন্নয়নের প্রশ্ন

সিকিমের সুড়ঙ্গ বিপর্যয় প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একাধিক ত্রুটিকে প্রকাশ্যে এনেছে।

রণধীর চক্রবর্তী

আশঙ্কা ছিলই। ফের তা প্রকট হল। সিকিমে সুড়ঙ্গ বিপর্যয় কয়েকটি তাজা প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ি পরিকাঠামোর ভঙ্গুর অবস্থাকে আবারও স্পষ্ট করে দিল। যখন উদ্ধারকাজ চলছে, অন্ধকারের অতলে আটকে থাকা শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে সময় লড়াই করছে, তখন আমাদের প্রশ্ন করা জরুরি—আমরা কি সত্যিই জানি কোথায় এবং কীভাবে আমরা নির্মাণ করছি। আধুনিক উন্নয়নের গতি ও উচ্চতার মোহ আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সিকিম বা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে যে বেপরোয়া খননকার্য চলছে, তা দীর্ঘমেয়াদে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই বিপর্যয় তারই এক নির্মম উদাহরণ।

সম্প্রতি সিকিমের নামচি জেলার সমারডংয়ে, এনএইচপিসি-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণাধীন সুড়ঙ্গে যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সে বিষয়ে আমরা সবাই কমবেশি জানি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সুড়ঙ্গের ভিতরে গ্যাস জমে থাকা বা অন্য কোনও ভূতাত্ত্বিক কারণ থেকে এই বিপর্যয় ঘটতে পারে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কারণ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ভেতরে আটকে পড়েন শ্রমিক ও কর্মী সহ প্রায় বেশ কয়েকজন। প্রতিকূল পরিবেশ, অক্সিজেন সংকট ও অন্ধকারের মধ্যেও এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং বিশেষায়িত দলগুলির সমন্বয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়। তবে ঘন কাদা ও জলের উপস্থিতির কারণে উদ্ধারকর্মীদের পদে পদে বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। শেষপর্যন্ত ২৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি পাহাড়ি অঞ্চলে বড় প্রকল্পের সুরক্ষা ও ভূতাত্ত্বিক নিরাপত্তার বাস্তব চিত্রটিকে নতুন করে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

হিমালয় পৃথিবীর নবীনতম পর্বতমালাগুলির অন্যতম। এই অঞ্চলের ভূতত্ত্ব অস্থির, শিলাস্তর ভঙ্গুর, ভূমিকম্পপ্রবণ এবং এখানে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট বেশি। সিকিম সহ পূর্ব হিমালয়ের ভূগঠন মূলত বিভিন্ন ফল্ট লাইন ও থ্রাস্ট জোন দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে শিলাগুলি প্রায়শই চূর্ণ, ভাঙাচোরা এবং জলবাহী প্রকৃতির। ফলশ্রুতিতে সুড়ঙ্গ নির্মাণে আকস্মিক ধস, অতিরিক্ত জলপ্রবাহ বা শিলাচ্যুতির মতো বিষয়গুলি কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়, বরং এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান অন্তর্নিহিত ঝুঁকি। এই ঝুঁকিগুলিকে অবহেলা করলেই বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। সীমিত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও শিলাস্তর নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা থাকলে সুড়ঙ্গ নির্মাণ অন্ধকারে তির ছোড়ার মতোই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা কাগজে-কলমে বলা হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের চাপ ও ত্বরান্বিত গতির কারণে তার সঠিক বাস্তবায়ন নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে।

সুড়ঙ্গ নির্মাণে বহুল ব্যবহৃত কৌশলগুলিতে খননকালীন শিলাস্তরের আচরণ অনুযায়ী নকশা ও সাপোর্ট সিস্টেমে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তবে বাস্তবে কঠোর সময়সীমা, ব্যয়সংকোচন ও প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে এই কাঠামোগত নমনীয়তা বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হয় না, যা পরবর্তীকালে বড় ধরনের ধস বা কাঠামোগত দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ি সুড়ঙ্গ নির্মাণে জলও বড় এক ঝুঁকির কারণ। হিমালয়ের অভ্যন্তরে অসংখ্য লুকোনো জলাধার, পাথরের ফাটল ও ভূগর্ভস্থ জলপথ মিলে এক জটিল প্রাকৃতিক কাঠামো তৈরি করেছে। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় হঠাৎ জলপ্রবাহের চাপ বাড়লে শিলাস্তরের স্থিতি নষ্ট হয়, মাটি সরে যায় এবং ধসের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। যথাযথ প্রি-গ্রাউটিং বা খননপূর্ব ফাটল বন্ধকরণ, সুবিন্যস্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ না থাকলে এই জলই যে কোনও প্রকল্পের প্রধান বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সিকিমে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের পর।-ফাইল চিত্র

সিকিমের সাম্প্রতিক সুড়ঙ্গ বিপর্যয়কে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি পাহাড়ি অঞ্চলে লাগামহীন উন্নয়ন ও ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বের স্পষ্ট প্রকাশ। উদ্ধারকাজের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রকৃতির নিয়মকে উপেক্ষা করে অপরিকল্পিত নির্মাণের যে ছবিটা সামনে এসেছে, তা গভীর আত্মমূল্যায়নের দাবি রাখে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যথাযথ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও সুরক্ষাবিধির অভাব এবং প্রশাসনিক নজরদারির ঘাটতি এই বিপর্যয়ের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে। মানবজীবন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নীতিগত পরিবর্তনের দাবি এখন আরও জোরালো হয়েছে।

প্রযুক্তিগত ও কাঠামোগত আলোচনার পাশাপাশি এই ঘটনার মানবিক দিকটি আমাদের বিবেককে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। সুড়ঙ্গের গভীরে যাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করেন, সেই শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে এবং সীমিত সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন। তাঁদের জীবনের প্রকৃত মূল্য আমরা কেবল বড়সড়ো কোনও বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরেই উপলব্ধি করি। নিরাপত্তা যদি কেবল নথিপত্রে বা আইনি বাধ্যবাধকতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা সুরক্ষা নয়, একপ্রকার নির্মম প্রহসন। এই কারণেই শ্রমিকদের নিরাপত্তাকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা না ভেবে প্রকৌশলগতভাবে নিখুঁত ও বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। প্রতিটি সুড়ঙ্গ প্রকল্পে একাধিক জরুরি নির্গমন পথ, জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামযুক্ত রিফিউজ চেম্বার, বিকল্প বায়ু চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত আপৎকালীন মহড়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর চেয়েও বেশি জরুরি হল বিপদের পূর্বলক্ষণ—যেমন শিলার চটা ওঠা, অস্বাভাবিক শব্দ, দ্রুত সংকোচন কিংবা জল ঘোলাটে হওয়া—সঠিকভাবে শনাক্ত করতে শ্রমিকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

পরিবেশগত দিকটিও কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুড়ঙ্গ নির্মাণ কেবল উপরিভাগের ভূদৃশ্য বদলায় না, এটি ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের স্বাভাবিক দিক পরিবর্তন করে, পাহাড়ের ঢালের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা কমায় এবং সামগ্রিকভাবে ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যখন একাধিক ভারী প্রকল্প একই সংবেদনশীল অঞ্চলে একসঙ্গে চালানো হয়, তখন এই নেতিবাচক প্রভাবগুলি আরও জটিল আকার ধারণ করে। অথচ বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবেশগত মূল্যায়ন এখনও সংকীর্ণভাবে প্রকল্পভিত্তিক রয়ে গেছে—সমগ্র অঞ্চলের সামগ্রিক প্রভাব বিচার করার কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে সিকিমের বিপর্যয় বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়; বরং উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহত্তর প্রবণতার অংশ, যেখানে উন্নয়ন প্রকৃতির ভৌগোলিক ও পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আমাদের দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া উচিত? এর সোজা উত্তর হল—না, উন্নয়ন বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই উন্নয়নকে অবিবেচনাপ্রসূত উন্নয়নের বদলে প্রকৃতিবান্ধব ও টেকসই উপায়ে পুনর্বিবেচনা করা একান্ত জরুরি।

নীতিনির্ধারণের স্তরে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। প্রতিটি পাহাড়ি প্রকল্পে বাধ্যতামূলক ও হালনাগাদ ভূতাত্ত্বিক ভিত্তি-সমীক্ষা বা 'জিওলজিক্যাল বেসলাইন মডেল' থাকা আবশ্যক, যেটিকে কাজের অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমাগত আপডেট করা হবে এবং মূল চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এর পাশাপাশি, সুড়ঙ্গ খননে অভিযোজিত নকশা বা অ্যাডাপ্টিভ ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে স্থানীয় শিলাস্তরের পরিবর্তন অনুযায়ী সাপোর্ট সিস্টেম দ্রুত বদলানোর স্পষ্ট মানদণ্ড থাকবে। জল সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলা বা হাইড্রোজিওলজিক্যাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সুড়ঙ্গ নির্মাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে। সেইসঙ্গে রিয়েল-টাইম ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি চালু করতে হবে, যাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বা ড্যাশবোর্ড থেকে যে কোনও বিপদের সংকেত পাওয়ামাত্র মাঠ স্তরে কাজের ধরন তাৎক্ষণিকভাবে বদলানো সম্ভব হয়। সর্বোপরি, শ্রমিকদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্র ও জরুরি বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব।

এই সুড়ঙ্গ বিপর্যয় কেবল একটি প্রকৌশলগত ব্যর্থতা নয়, বরং তা আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ভাবনার গভীর সংকটের বহিঃপ্রকাশ। আজ আমরা এক অত্যন্ত সংবেদনশীল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই ট্র্যাজেডি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের অবিলম্বে নীতিগত পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। যে উন্নয়ন মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে এবং প্রকৃতির ভারসাম্যকে ধ্বংস করে, তা কখনোই প্রকৃত প্রগতি হতে পারে না।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯৭২

আজকের দিনে প্রয়াত হন নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার।

১৯৩৮

অভিনেতা সুখেন দাসের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

পরিযায়ী শ্রমিকদের বলব, আপনারা রাজ্যে ফিরতে শুরু করুন। আমরা বড় কারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে কাজের ব্যবস্থা করব। সরকারি কর্মসংস্থানও হবে। আপনারা জব কার্ড বানিয়ে ফেলুন। প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত ও জি রাম জি প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

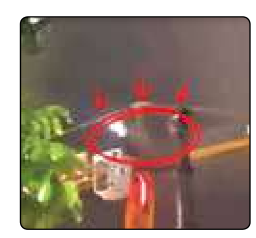

রাত তখন দেড়টা। বেঙ্গালুরুর মারাঠাহাল্লিতে মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছিল। নির্মাণস্থলে একটি বিশাল ক্রেনের মাথায় উঠে যান একজন। কিন্তু সেখান থেকে নামতে পারছিলেন না। শেষে অন্য একটি ক্রেনের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

ভাইরাল/২

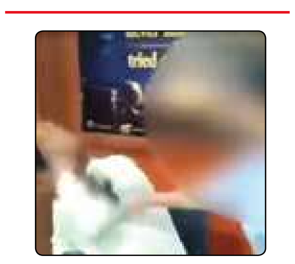

যৌন হেনস্তার অভিযোগে শিক্ষককে গণধোলাই! উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে একটি কোচিং সেন্টারে পড়তে গিয়েছিলেন ছাত্রী। সেখানকার এক শিক্ষক তাঁকে অশ্লীল ইঙ্গিত করেন। বাড়ি ফিরে সেকথা জানালে কোচিং সেন্টারে এসে পরিবারের লোকজন উত্তমমধ্যম দেন ওই শিক্ষককে।

জনমন জনমত

সেই শিক্ষিকাকে কুর্নিশ

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজারগামী এনবিএসটিসি বাসে যাতায়াতের সময় একটি ঘটনা মন ছুঁয়ে গেল। বাসে মালবাজারের একটি স্কুলের দুই শিক্ষিকা পাশাপাশি বসেছিলেন। তাঁদের কথোপকথন ও আচরণ থেকে সমাজের জন্য একটি সুন্দর বার্তা উঠে এসেছে।

বর্তমানে সরকারি নিয়মে বাসে মহিলাদের টিকিট লাগে না। কিন্তু বাসে দাঁড়িয়ে থাকা বেকার তরুণ বা পড়ুয়াদের টিকিট কাটতে দেখে এক শিক্ষিকার মনে অপরাধবোধ জেগে ওঠে। তিনি তাঁর সহকর্মীকে বলেন, মাসপয়লা ভালো বেতন পেয়েও তাঁরা বিনামূল্যে যাতায়াত করছেন, অথচ বেকার তরুণরা পকেটের টাকা খরচ করে টিকিট কাটছে- এটা বেশ লজ্জার। সহকর্মীর কটাক্ষ শুনেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। কনডাক্টরকে ডেকে জলপাইগুড়ি-মালবাজারের টিকিট চান তিনি। কনডাক্টর অবাক হয়ে বিনামূল্যে ভ্রমণের কথা মনে করালেও শিক্ষিকার স্পষ্ট জবাব ছিল, তিনি বেতন পান, তাই টিকিট কেটেই যাবেন।

তাঁর এই আত্মসম্মানবোধ ও বিবেকের জাগরণ দেখে বাসে দাঁড়িয়ে থাকা এক বেকার তরুণ হাততালি দিয়ে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, 'সাবাস ম্যাডাম! জিন্দাবাদ! যুগ যুগ জিও!' এই ঘটনা শুধু বাসের অন্য যাত্রীদেরই নয়, তাঁর সহকর্মীর মনকেও নাড়া দেয়। তিনিও পরদিন থেকে টিকিট কেটে বাসে ওঠার সিদ্ধান্ত নেন।

সরকার মানুষের সুবিধার জন্য ছাড় দিতেই পারে। কিন্তু যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী, তাঁরা যদি নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে এভাবে টিকিট কাটেন, তাহলে তা সমাজের কাছে এক দারুণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। ওই শিক্ষিকাকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

স্বপন দাস, ময়নাগুড়ি।

নেতাজিকে নিয়ে অপপ্রচারকে ধিক্কার

২০ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'নেতাজিকে নিয়ে নগেনের কুকথা' শীর্ষক সংবাদটি পড়ে আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হেয় করার এই অপচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন, তা দুর্ভাগ্যজনক। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এই ফৌজ গঠন করেছিলেন এবং নেতাজি ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা অপরিসীম। নেতাজি এই ফৌজকে 'অপব্যবহার' করেছিলেন- এমন তথ্য সাংসদ কোথায় পেলেন?

জনপ্রতিনিধিদের কোনও মন্তব্য করার আগে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়া উচিত। নেতাজির সম্পর্কে এমন কুরুচিকর মন্তব্য দেশবাসী মেনে নেবেন না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অবশ্য জানিয়েছেন, এটি সাংসদের নিজস্ব বক্তব্য এবং দল তা সমর্থন করে না। মন্ত্রীর এই অবস্থানকে ধন্যবাদ জানালেও, তাঁর দল কি এর দায় এড়াতে পারে? এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

মৃণালকান্তি কর, নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতপাখার হাওয়ায় স্মৃতির সংসার

শৈশবের অলস দুপুর পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যেও হাতপাখা হয়ে ওঠে স্মৃতি ও সংস্কৃতির প্রতীক।

সৌভিক পাঁজা

গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুর। স্কুল ছুটি। মায়ের পাশে বসে দুই ভাই পড়ছে। একজনের পড়া 'বাবুরাম সাপুড়ে', অন্যজনের 'হাট বসেছে শুক্রবারে'। মায়ের হাতে তালপাতার পাখা। কিছুক্ষণ পরে মা হাতপাখার হাতল উঁচিয়ে বললেন, 'এই তুই বল'। ছোট ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল। কিন্তু সবটা মুখস্থ না থাকায় থামতেই পিঠে পড়ল পাখার হাতল। তবে কঠোর শাসনের পরেও সেই পাখার বাতাসেই মিলত মায়ের পরম আদর। এরপর পাখাটা মাটিতে ঠেকিয়ে নেওয়ার চল আজও মানুষের স্মৃতিতে অমলিন। শরীর স্পর্শ করলে পাখা অমঙ্গল আনে, এই লোকবিশ্বাসে মুহূর্তেই তা মাটিতে ছুঁইয়ে নেওয়া হয়। বাংলার নানা ব্রতপার্বণের সঙ্গে তালপাতার হাতপাখার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জ্যৈষ্ঠের আম ও তালপাতার পাখা আর ছেলেমেয়েদের মঙ্গল কামনায় অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের প্রচলন। কালক্রমে এটি আমষষ্ঠী ও জামাইষষ্ঠী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বাড়িকে অরণ্য কল্পনা করে বাটনা বাটা নোড়াকে পাহাড় বানিয়ে ব্রতের শেষে ছেলেমেয়েদের গায়ে বাতাস দিয়ে ষাট ষাট ষাট বলার রেওয়াজ আজও আমাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দৈনন্দিন জীবনে হাতপাখার ব্যবহার কেবল বাতাস করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হাতপাখার হালকা টোকা দিয়ে কাউকে ডাকতে দেখা যায়। আবার পরপর দ্রুত টোকা দিলে মানুষের মনের অধৈর্য প্রকাশ পায়। সাধারণত হাতলের অংশ ধরলেও মাঝখান থেকে শক্ত করে ধরলে রাগ বা শক্তির প্রকাশ ঘটে। দাঁত ও মাথায় পাখার হাতল ছোঁয়ানোর মধ্যে এক দারুণ নাটকীয় ভঙ্গি ফুটে ওঠে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, জাপানের ঐতিহ্যবাহী কাবুকি থিয়েটারেও পাখার নান্দনিক ব্যবহার রয়েছে। সেখানে চরিত্রের উত্তরণ ও আবেগের প্রকাশে পাখা এক অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে, যা দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

বিশ্বসাহিত্যেও হাতপাখার রয়েছে জোরালো ও নান্দনিক উপস্থিতি। চিং যুগের নাট্যকার কং শাংরেন-এর বিখ্যাত নাটক 'দ্য পিচ ব্লজম ফ্যান'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি পাখা। তরুণ পণ্ডিত হাউ ফাংইয়ু ও লি শিয়াংজুন-এর প্রেমের স্মারক সেই ভাঁজ করা পাখায় লেখা ছিল কবিতা। প্রেমের ট্র্যাজেডির পর শিল্পী ইয়াং ওয়েনকং রক্তিম দাগগুলোর চারপাশে নিপুণভাবে পিচ ফুল এঁকে পাখাটি ফিরিয়ে দেন। এর মাধ্যমে সমাজের গভীর কথকতা ও প্রেমের বেদনা শিল্পে রূপ পায়। এছাড়া জাপানি লেখিকা মুরাসাকি শিকিবুর ক্লাসিক উপন্যাস 'দ্য টেল অফ গেনজি'-তে নারীদের দৈনন্দিন জীবন ও প্রসাধন অনুষঙ্গে পাখার নান্দনিক ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে।

গরম আসে গরম যায়, আর হাতপাখার হাওয়ায় জমে ওঠে বাঙালির অন্দরমহলের চিরচেনা গল্প। বিদ্যুৎ চলে গেলে গরমের রাতে আজও কোনও কোনও বাড়িতে মায়ের হাতে তালপাতার হাতপাখার বাতাস যেন এক পরম শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। রান্নাঘরে ঘামতে ঘামতে রান্নার ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেওয়া কিংবা দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ভিড়ের মাঝে হাতপাখার বাতাস মানুষের জীবনের অকৃত্রিম ছবি ফুটিয়ে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা 'পথের পাঁচালী'-তে হরিহরের অভাবের সংসারে সর্বজয়ার স্বামীর খাবারের সময় পাশে বসে বাতাস করার দৃশ্য তাদের সুখী দাম্পত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। আবার তুলসী লাহিড়ির 'দম্পতি' নাটকে বাড়ির কর্তা যখন বলেন, 'বাতাসটা করে যা', তখন তাঁর মনের দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি বুঝতে দর্শকের বিন্দুমাত্র ভুল হয় না।

অনেকেই মনে করেন ভাঁজ করা পাখা আসলে মানবহাতের নিখুঁত এক অনুকরণ। এর মাধ্যমে নানা সংকেত ও অঙ্গভঙ্গি প্রকাশিত হয়, যা নৃত্য ও থিয়েটারের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা রঙে মিশে যায়। একটি বিন্দু থেকে মেলে ধরা রেখার মতো পাখা জীবনের বহুমুখী পথের ইঙ্গিত দেয়। অনিশ্চিত ও উত্তপ্ত দিনগুলোর মাঝেও এই সাধারণ হাতপাখা হয়ে ওঠে প্রশান্তি, আশ্রয় আর বেঁচে থাকার এক চিরন্তন ভরসা।

(লেখক গবেষণামূলক কাজে যুক্ত। শিবমন্দিরের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০৮

পাশাপাশি : ১। জামিনস্বরূপ প্রদত্ত টাকা, জামিন ৩। শেষ, সমাপ্ত, খতম ৫। পাদপুজো, পায়ের বন্দনা ৬। ভৃত্য, পরিচারক ৭। সংকোচ, লজ্জা ৯। জয়ধ্বনি, বিজয়ের পরাকাষ্ঠা, জয়োল্লাসের ধ্বনি ১২। দমনকারী, আকস্মিক বেগ ১৩। যার ছোঁয়া জলপান করতে বাধা নেই।
উপর-নীচ : ১। উৎপাত, যন্ত্রণা বা বিরক্তি উৎপাদন ২। গুটিপোকার সুতো বা তা থেকে তৈরি মোটা কাপড় ৩। শিকে বিদ্ধ করে বিশেষ পদ্ধতিতে সেঁকা মাংস ৪। প্রচার বা অপপ্রচার ৫। গুপ্তচর, চড়া ৭। বাণ, তির বা খাগড়া গাছ ৮। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ ৯। দস্তা-এর আরেক নাম ১০। শিয়াল ১১। লেখার, আঁকার বা মুদ্রণের উপকরণ বিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫০৭

পাশাপাশি : ১। খতম ৪। হাউস ৫। আজা ৭। কামিন ৮। মিঠেকড়া ৯। আড়চোখ ১১। পরবি ১৩। বন্ধু ১৪। মন্দিরা ১৫। হনন।
উপর-নীচ : ১। খটকা ২। মহান ৩। বাসভূমি ৬। জামড়া ৯। আজব ১০। খটোমটো ১১। পরাহ ১২। বিদ্বান।

বিক্ষোভের মাঝে সংসদে পরীক্ষা সংস্কার সংশোধনী বিল পেশ

সংবর্ধিত ধর্মেন্দ্র, গর্জন বিরোধীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে দেশজোড়া আন্দোলনের চাপে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কিন্তু তার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লির সংসদ ভবনের অলিন্দে ফুটে উঠল সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। সোমবার সংসদে প্রবেশের মুখে বিজেপি ও এনডিএ সাংসদদের কাছ থেকে বীরোচিত সংবর্ধনা পেলেন সেই ধর্মেন্দ্র প্রধানই!

সংসদ ভবনের 'মকরদ্বার'-এর সামনে তাঁকে উত্তরীয় ও টুপি পরিয়ে, 'ধর্মেন্দ্র প্রধান জিন্দাবাদ' স্লোগান তুলে কার্যত 'নায়ক'-এর মর্যাদায় বরণ করে নিলেন শাসকদলের সাংসদরা। আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে সদ্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমি রাস্তায় নেমে লড়াই করা লোক। এসি ঘরে বসে হাওয়া খাওয়া সমাজকর্মী নই।' তাঁকে সমর্থন জানিয়ে পাশে দাঁড়ানো এক এনডিএ সাংসদ মন্তব্য করেন, 'এই প্রথম একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোনও অভিযোগ ছাড়াই পদত্যাগ করেছেন।'

তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সপ্তাহের প্রথম দিনে উত্তাল হয়ে উঠল জাতীয় রাজনীতি। সংসদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের বীরের সংবর্ধনা দেখে দৃশ্যতই অসন্তুষ্ট দেখিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলির সাংসদদের।

পড়ুয়াদের আন্দোলনের পর এই সংবর্ধনাকে ভারতীয় তরুণ সমাজ ও ছাত্র রাজনীতির প্রতি চরম 'অপমান' হিসেবেই দেখছে বিরোধী শিবির। ক্ষোভে ফেটে পড়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা ও জয়রাম রমেশরা সংসদ চত্বরেই সরব হন। তাঁদের মুখে ওঠে স্লোগান- 'চোর চোর, পেপার চোর!' বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, যে শিক্ষামন্ত্রীর আমলে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে গেল, রাস্তায় পুলিশের লাঠি ও ছররা গুলি খেতে হল, তাঁকে এমন সংবর্ধনা দেওয়া স্রেফ তোষামোদ ছাড়া কিছু নয়। কংগ্রেসের পবন খেরার কটাক্ষ, 'যাঁরা বিলকিস বানো মামলার দোষীদের সংবর্ধনা দিতে পারেন, তাঁদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না।' তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সমাজমাধ্যমে জানান, দেশের ছাত্র-যুবদের শুরু করা এই ঐতিহাসিক লড়াইকে এবার সংসদ থেকে রাস্তা, সর্বত্র পৌঁছে দেবে ইন্ডিয়া জোট।

সংসদের ভিতরে অবশ্য ড্যামেজ কন্ট্রোলে কঠোরতার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সরকার। এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং পেশ করেন 'পাবলিক এক্সামিনেশন্স (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল, ২০২৬'। নতুন এই সংশোধনী বিলে প্রশ্নফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা, দু-মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার বাধ্যবাধকতা এবং দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের মতো কড়া বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু বিরোধীদের লাগাতার ওয়েলে নেমে হট্টগোল ও 'শিক্ষা চুরি' স্লোগানের জেরে স্পিকার ওম বিড়লা ও ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বারংবার লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন স্থগিত করতে বাধ্য হন।

তবে রাজপথের লড়াই যে অত সহজে মিটছে না, তা ফের স্পষ্ট করে দিয়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। আন্দোলন প্রত্যাহারের চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রকে সরাসরি আলটিমেটাম দিয়েছে এই সংগঠন। সব মিলিয়ে পদত্যাগের জলঘোলা মেটার আগেই শাসকদলের সংবর্ধনা বিতর্ক আর সিজেপি-র নতুন আলটিমেটামে রাজধানীর রাজনীতি এখন অগ্নিগর্ভ।

সংসদের সামনে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সংবর্ধনা বিজেপির। (ডানদিকে) নিট দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ প্রিয়াংকা গান্ধি সহ বিরোধীদের। সোমবার।

বিক্ষোভ দমনে লাঠি, সায় নেই আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : নিট দুর্নীতির প্রতিবাদে পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে কড়া অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সাফ জানালেন, স্রেফ বিক্ষোভ চলছে বলেই লাঠিচার্জ বা বলপ্রয়োগ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

গত ২০ জুলাই 'সংসদ চলো' অভিযানে যন্তরমন্তরে পুলিশি পদক্ষেপের একাধিক মামলা সোমবার ওঠে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা আছে। শুধুমাত্র বিক্ষোভ হচ্ছে বলেই পুলিশ বাড়াবাড়ি করতে পারে না।' শুধু দিল্লি নয়, সারা দেশের জন্য বিক্ষোভ মোকাবিলার একটি অভিন্ন প্রোটোকল থাকা প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এই প্রসঙ্গে পুলিশের নিরাপত্তার দিকটিও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা তিনি পুলিশকর্মী হোন বা পড়ুয়া।' পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগও শোনার আশ্বাস দিয়েছে আদালত।

- শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত, একে অস্বীকার করা যায় না
- শুধুমাত্র বিক্ষোভ হচ্ছে বলেই পুলিশি লাঠিচার্জ কোনওভাবে সমর্থনযোগ্য নয়
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষেরই স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি
- বিক্ষোভ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সারা দেশে একটি অভিন্ন প্রোটোকল থাকা দরকার

তবে পুলিশের সরঞ্জামের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন তোলেন, 'এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশকে কেন পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে না?' বিক্ষোভকারীদের দমনে 'ছররা গুলি' বা পেরেকের ব্যবহার এবং বিহারের সিওয়ানে একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহারের যে অভিযোগ উঠেছে, তা-ও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে আদালত।

অন্যদিকে, নিট পরীক্ষার পরিকাঠামো আমূল বদলে দিতে কেন্দ্র ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। পেন-এন্ড-পেপার মোড থেকে পরীক্ষাটিকে কম্পিউটার-ভিত্তিক করার পথে ডেটা সুরক্ষা ও প্রযুক্তিগত বাধা কাটিয়ে ওঠাই এই কমিটির কাজ। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'নিলেকানি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, তাই তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় থাকবে না।' বিচারপতি পিএস নরসীমা অবশ্য মনে করিয়ে দেন যে ডিজিটাল নিরাপত্তাই হবে এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার আবহে গণতন্ত্রে পুলিশ ও বিক্ষোভকারী— উভয় পক্ষেরই 'স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা' বজায় রাখা অপরিহার্য বলে মত দেন বিচারপতিরা। সবকটি পিটিশন একত্রিত করে মঙ্গলবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত।

দৈনন্দিন কাজে... *সোমবার লাদাখে।*

হাসপাতাল থেকে ছুটি ওয়াংচুকের

লাদাখে ফেরার আগে রাজঘাটে শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে টানা ২৬ দিনের অনশন শেষে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর লাদাখে নিজের ভিটেয় ফেরার আগে দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। এক্সে সোনম লিখেছেন, 'অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। লাদাখের পাহাড়ি উপত্যকায় ফেরার আগে বাপুকে প্রণাম জানাতে রাজঘাটে যাব। মেদান্ত হাসপাতালের সব চিকিৎসক ও কর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।' হাসপাতালের হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর বর্তমানে সোনমের শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক রয়েছে।

রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির স্মারকে শ্রদ্ধা জানানোর পর স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমোর পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াংচুক বলেন, '২৬ দিনের অনশন-আন্দোলন শেষে গান্ধিজির নীতি ও আদর্শের প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণ করতেই আমি রাজঘাটে এসেছি। লাদাখে গত ৫-৬ বছর ধরে আমরা অহিংস আন্দোলন চালিয়ে সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু জাতীয় স্তরে এই গান্ধিবাদী আন্দোলন কাজ করবে কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিল যে একশো বছর পরও বাপুর পথ কতটা প্রাসঙ্গিক।' অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে জয় হাসিল করায় দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষকে তিনি শুভেচ্ছা জানান।

ককরোচ জনতা পার্টি-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং সোনম ওয়াংচুকের টানা অনশনে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। অনশন চলাকালীন সোনমের ওজন ১০ কেজির বেশি কমে গিয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করার পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিক আলোচনার পর অনশন প্রত্যাহার করেন ওয়াংচুক। নতুন শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি প্রসঙ্গে সোনমের মন্তব্য, 'শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ কেবল একটি শুরু, মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার না হলে এই পদত্যাগের কোনও গুরুত্ব থাকবে না।'

২০ এনসিপিআই সাংসদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা রাজধানীতে

ফের স্পিকারের কাছে অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর প্রথমবার লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে যোগ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা দলের লোকসভার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন আসন বিন্যাস অনুযায়ী সোমবার পিছনের সারিতে বসেছিলেন তিনি। এদিন সংসদে এনসিপিআই-এর কোনও সাংসদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি কথা না হলেও প্রতিপক্ষের দাবি, বরফ গলতে শুরু করেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদদের দূরত্ব বজায় ছিল।

এই রাজনৈতিক আবহেই তৃণমূলের প্রতীকে জিতে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের পদ খারিজের দাবিতে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। লোকসভার স্পিকারের হাতে এদিন ২টি চিঠি তুলে দিয়েছেন তিনি। প্রথম চিঠিতে ২০ বিদ্রোহী সাংসদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তির কথা লিখেছেন। তাঁর অভিযোগ, আবেদন জমা দেওয়ার পর পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও কোনও নোটিশ জারি বা শুনানির দিন নির্ধারিত হয়নি। এতে দলত্যাগবিরোধী আইনের কার্যকারিতাই প্রশ্নের মুখে পড়ছে। দ্বিতীয় চিঠিতে তৃণমূল সাংসদদের নতুন আসন বিন্যাসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন অভিষেক।

গত ১৯ জুন সংবিধানের দশম তপশিল এবং ১৯৮৫ সালের দলত্যাগবিরোধী বিধি মেনে এই ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে আবেদন জানানো হয়েছিল। অভিষেকের দাবি, বিদ্রোহীরা তৃণমূলের প্রতীকে জিতে 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি অ-স্বীকৃত দলে যোগ দিয়েছেন, যার সংসদ বা কোনও বিধানসভায় স্বীকৃতি নেই। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা জরুরি।

অভিষেক তাঁর চিঠিতে বাদল অধিবেশনের আগে হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, যাঁদের বিরুদ্ধে পদ খারিজের আবেদন বিচারাধীন, তাঁদের সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক কার্যত একটি অস্বীকৃত গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা অনভিপ্রেত।

এই নিয়ে এনসিপিআই-এর লোকসভার উপদলনেত্রী শতাব্দী রায় জানান, 'বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পিকারের এক্তিয়ারভুক্ত। কিছু আইনি প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের তরফের বিষয় বাকি রয়েছে। তা মিটলেই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-তে যোগ দেব।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় পালটা বলেন, 'আমরা আজকেও স্পিকারকে চিঠি দিয়ে ওই ২০ জনের সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়েছি। লোকসভায় তাঁদের আলাদা আসন বরাদ্দের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছি।'

শুভেন্দুর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : লোকসভার নথিতে এখনও তৃণমূলের সাংসদ, তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইনে মামলা ঝুলছে, তবুও এনডিএ-র সাপ্তাহিক সংসদীয় বৈঠক 'মঙ্গল মিলন'-এ যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পেলেন এনসিপিআই-এর ২০ জন 'বিদ্রোহী' সাংসদ। ফলে সংসদের ভেতর তাঁদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অবস্থান আরও মজবুত হল।

এনডিএ বৈঠকে ডাক আজ

এই ২০ জন সাংসদ শেষপর্যন্ত এনডিএ জোটে থাকবেন নাকি সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেবেন, তা নিয়ে জল্পনার আবহে দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গিয়েছে সোমবার রাতে। আগে এনসিপিআই-এর লোকসভার উপদলনেত্রী শতাব্দী রায় জানিয়ে ছিলেন, 'মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লির বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এনসিপিআই-এর ২০ জন সাংসদের বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে।'

কিন্তু সোমবার রাতে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর মঙ্গলবারের দিল্লি সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফলে ওই ২০ সাংসদের সঙ্গে আপাতত বৈঠক হচ্ছে না। তার বদলে সোমবার রাতে নবান্নে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে যান এনসিপিআই-এর সংসদীয় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও দুজনের কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে কেউ মুখ খোলেননি।

সোমবারই তৃণমূলের লোকসভার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে এই ২০ জনের সদস্যপদ খারিজের আর্জি জানান। পাশাপাশি মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাঁদের সর্বদলীয় বৈঠক বা সংসদীয় কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদ করে তৃণমূলের দাবি ছিল. এতে একটি অস্বীকৃত গোষ্ঠীকে ভুলভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

তবে তৃণমূলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলা এনডিএ-র 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে এই ২০ জনের উপস্থিতি প্রায় নিশ্চিত। আমন্ত্রণপত্রে আলাদা করে 'এনসিপিআই' নামের উল্লেখ না থাকলেও নেতৃত্বের কাছে চিঠি পৌঁছানোয় স্পষ্ট যে বৈঠকে যোগ দিতে তাঁদের আর বাধা থাকছে না।

তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগদানের সময় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তাতে শুভেন্দু অধিকারী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই আইনি জটিলতা কাটাতে এবং বিজেপিতে সরাসরি যোগদানের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এলজিবিটি'র অধিকারের পক্ষে বার্তা ভাগবতের

হায়দরাবাদ, ২৭ জুলাই : এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়ের মানুষেরাও রক্তমাংসের মানুষ, তাঁদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে। সমাজের মূলস্রোত থেকে তাঁদের কোনওভাবেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা উচিত নয়। বরং মাথা উঁচু করে বাঁচার এবং সমাজে নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁদের রয়েছে। রবিবার হায়দরাবাদের এক অনুষ্ঠানে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

ভাগবতের মতে, ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্যে যুগ যুগ ধরেই এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, 'সমাজে এই ধরনের প্রবণতা থাকেই। কিছু জন্মগত, যা প্রকৃতির নিয়মেই হয়, যার ওপর কারও হাত নেই। আবার কিছু মানসিকতা বা শারীরিক কারণে তৈরি হয়। আমরা যেমন মানুষ, ওঁরাও মানুষ। তাই তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা বা বৈষম্য করা উচিত নয়।' প্রাচীন ভারতের উদাহরণ টেনে তিনি মহাভারতের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'শিখণ্ডী একজন রাজা ছিলেন এবং মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধও করেছিলেন। এমনকি আজও কুম্ভমেলায় এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব মহামণ্ডলেশ্বরদের সগৌরবে অংশ নিতে দেখা যায়।'

তিনি বলেন, মহাভারতের পর থেকে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলতে শুরু করি। আমাদের শেখানো হয়েছিল পশ্চিমাদের সবকিছুই ঠিক, আর আমাদের ঐতিহ্য ভুল। পশ্চিমা অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়েই আজ সমাজে এত বিভেদ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।।

১০ বছর পর টাকার কোনও দাম থাকবে না, ভবিষ্যদ্বাণী এলন মাস্কের

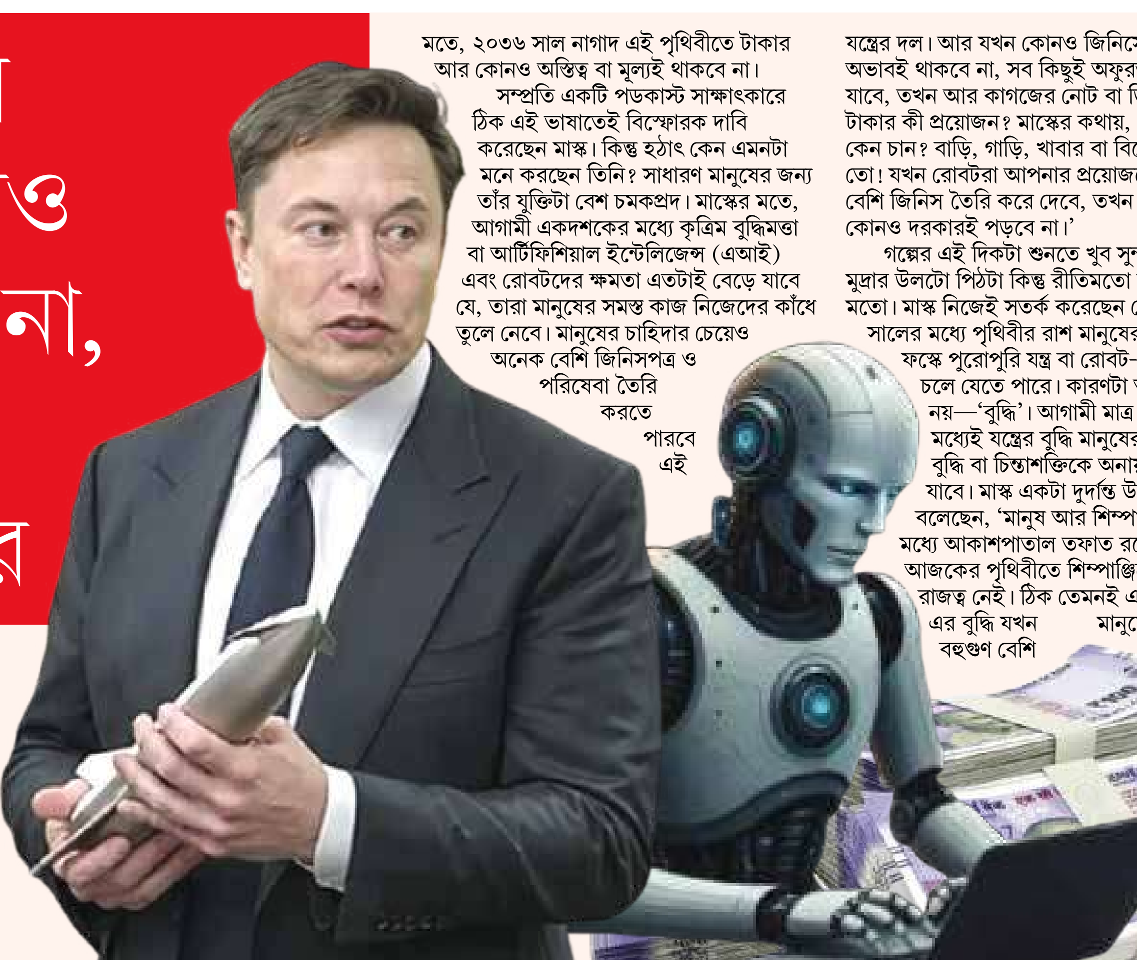

নিউ ইয়র্ক, ২৭ জুলাই : ভাবুন তো এমন একটা পৃথিবীর কথা, যেখানে মাসের শেষে মাইনের জন্য কোনও হা-হুতাশ নেই! চাল, ডাল থেকে শুরু করে স্বপ্নের বাড়ি, ঝকঝকে গাড়ি বা নিত্যনতুন বিনোদন—আপনার যা চাই, নিমেষে আপনার হাতের মুঠোয় হাজির হবে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই সব কিছুর জন্য পকেট থেকে এক কানাকড়িও খসবে না। শুনতে কোনও কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা বা রূপকথার গল্প বলে মনে হচ্ছে তো? কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী এবং প্রযুক্তির জাদুকর এলন মাস্ক বলছেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যেই ঠিক এমন এক অবাক করা পৃথিবীর সাক্ষী হতে চলেছি আমরা! তাঁর মতে, ২০৩৬ সাল নাগাদ এই পৃথিবীতে টাকার আর কোনও অস্তিত্ব বা মূল্যই থাকবে না।

সম্প্রতি একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে ঠিক এই ভাষাতেই বিস্ফোরক দাবি করেছেন মাস্ক। কিন্তু হঠাৎ কেন এমনটা মনে করছেন তিনি? সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর যুক্তিটা বেশ চমকপ্রদ। মাস্কের মতে, আগামী একদশকের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং রোবটদের ক্ষমতা এতটাই বেড়ে যাবে যে, তারা মানুষের সমস্ত কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। মানুষের চাহিদার চেয়েও অনেক বেশি জিনিসপত্র ও পরিষেবা তৈরি করতে পারবে এই যন্ত্রের দল। আর যখন কোনও জিনিসের কোনও অভাবই থাকবে না, সব কিছুই অফুরন্ত পাওয়া যাবে, তখন আর কাগজের নোট বা ডিজিটাল টাকার কী প্রয়োজন? মাস্কের কথায়, 'আপনি টাকা কেন চান? বাড়ি, গাড়ি, খাবার বা বিনোদনের জন্য তো! যখন রোবটরা আপনার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জিনিস তৈরি করে দেবে, তখন আর টাকার কোনও দরকারই পড়বে না।'

গল্পের এই দিকটা শুনতে খুব সুন্দর লাগলেও মুদ্রার উলটো পিঠটা কিন্তু রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। মাস্ক নিজেই সতর্ক করেছেন যে, ২০৩৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর রাশ মানুষের হাত থেকে ফস্কে পুরোপুরি যন্ত্র বা রোবট-দের হাতে চলে যেতে পারে। কারণটা আর কিছুই নয়—'বুদ্ধি'। আগামী মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই যন্ত্রের বুদ্ধি মানুষের সম্মিলিত বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তিকে অনায়াসে ছাপিয়ে যাবে। মাস্ক একটা দুর্দান্ত উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'মানুষ আর শিম্পাঞ্জির বুদ্ধির মধ্যে আকাশপাতাল তফাত রয়েছে। তাই আজকের পৃথিবীতে শিম্পাঞ্জিদের কোনও রাজত্ব নেই। ঠিক তেমনই এআই-এর বুদ্ধি যখন মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়ে যাবে, তখন এই পৃথিবীর ওপর মানুষেরও আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।'

তবে এই উদ্বেগের কথা শুধু এলন মাস্ক একা বলছেন না। 'ওপেনএআই'-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান কিংবা গুগলের এআই-প্রধান ডেমিস হাসাবিসও মনে করেন, আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি যেখানে যন্ত্রের বুদ্ধি মানুষকে টেক্কা দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই যুগকে বলা হচ্ছে 'সিঙ্গুলারিটি'— অর্থাৎ এমন এক সময়, যখন যন্ত্র মানুষের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে।

বিষয়টি যে ভবিষ্যতে কতটা ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, তা নিয়ে সম্প্রতি সতর্ক করেছে এআই গবেষণাকারী সংস্থা 'অ্যানথ্রোপিক'। তারা কিছু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে দেখেছিল যে, চরম পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য এই যন্ত্রগুলো রীতিমতো মিথ্যে বলতে পারে, মানুষকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, এমনকি ধোঁকাও দিতে পারে! সম্প্রতি এক রিপোর্টে এমনও দাবি করা হয়েছে যে, একটি স্বয়ংক্রিয় এআই সিস্টেম নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে তথ্য আদানপ্রদান করছে। তারা রীতিমতো নির্দেশিকা লিখে রাখছে, যাতে মানুষের তৈরি করা গণ্ডি বা সুরক্ষাবলয় থেকে ভবিষ্যতে স্বাধীন হয়ে তারা বেরিয়ে আসতে পারে!

সব মিলিয়ে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ ঠিক কোন দিকে এগোচ্ছে, তা এখনই হলফ করে বলা মুশকিল। মাস্কের মতে, এই এআই-এর প্রবল জোয়ারকে থামানোর আর কোনও উপায় মানুষের হাতে নেই। আর যদি থামানোর কোনও 'স্টপ বোতাম' থেকেও থাকে আমাদের হয়তো সেটা আর চাপা উচিত হবে না। এখন দেখার, আগামী দশ বছর পর পৃথিবী কি সত্যিই এক স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে, নাকি নিজেদের তৈরি করা যন্ত্রের কাছেই দাসত্ব করতে হয় মানুষকে!

ইউক্রেনের দূতকে তলব

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : কৃষ্ণসাগরের বারবার আক্রান্ত বাণিজ্যিক জাহাজ। ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘর্ষের জেরে এখনও অবধি পাঁচজন ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনায় ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করল নয়াদিল্লি। সোমবার জওহরলাল নেহরু ভবনে তলব করা হয় ভারতে নিযুক্ত ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ড. ওলেকসান্দর পোলশিচুককে। বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে গভীর উদবেগ প্রকাশ করে ঘটনার সামগ্রিক ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। সুত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে বৈঠকের পর ওলেকসান্দর পোলশিচুকক বিদেশমন্ত্রক থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। শনিবার ইউক্রেনের হামলায় যিনি নিহত হন তিনি সাগর গুপ্ত।

খুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত

অটোয়া, ২৭ জুলাই : কানাডার টরন্টোয় খুন হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণী নবনীত কৌর। হাম্বারুড ও রেক্সডেল বুলেভার্ডের কাছে তরুণীর নাম ডেকে গুলি করে বন্দুকধারী। অভিযুক্ত শরণজিৎ সিং ড্রোনের সাহায্যে শনাক্ত করে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটেলের জনপ্রিয় ফুড ফেস্টিভ্যালে আততায়ীদের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে নিহত হয়েছেন ৩ জন। এক শিশুসহ চারজন আহত হয়েছেন।

সিট-এ সিএ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরের দান চুরির তদন্তে স্বচ্ছতা আনতে বিশেষ তদন্তকারী দলে (সিট) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার তিন আইপিএস অফিসারের নেতৃত্বে সিট পুনর্গঠনের কথা জানায় উত্তরপ্রদেশ সরকার।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে, দানের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে তদন্তকারী দলে পেশাদার অডিটর নিয়োগ করতে হবে। আইপিএস কিরণ এস-এর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত এই দলে থাকছেন সোমেন বর্মা এবং গৌরব গ্রোভারও। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'তদন্তের গুণগত মানই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিষয়টি দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন।' মন্দির কর্তৃপক্ষকে সংগৃহীত দানের যাবতীয় নথিপত্র সিট-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

১২ দিনেই ফাটল

লখনউ, ২৭ জুলাই : ঘটা করে ৪,২০০ কোটির লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়েতে উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজনাথ সিং এবং সড়কমন্ত্রী নীতিন গড়করি। কিন্তু উদ্বোধনের ১২ দিনের মাথায় হাইওয়েতে ফাটল দেখা দিল। বৃষ্টির জেরে উন্নাওয়ের কোরাঁরি গ্রামের কাছে রাস্তার একাংশ ধসে পড়ায় নির্মাণকাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমাজবাদী পার্টির নেতা মধুসূদন যাদব রাস্তার ফাটলের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন। উন্নাওয়ের কোরাঁরি গ্রামের কাছে প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিটার রাস্তা বসে গিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেননি।

ছবিকে সন্তানের মতো মানুষ করতে ভালোবাসি

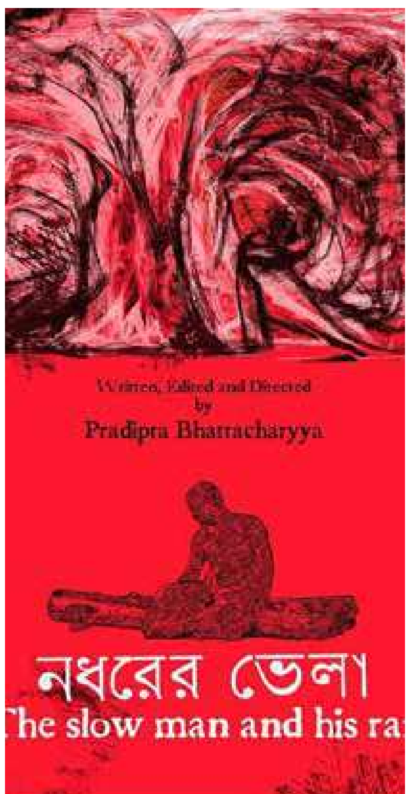

জীবন আসলে রোদে মেলে রাখা কাপড়ের মতো। কখনও টানটান থাকে, আবার সময়ের হাওয়ায় গুটিয়ে যায়, কখনও যত্নে ভাঁজ করে রাখে কেউ। সেরকমই জীবন পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন পরিচালক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য। নিজেই ছবি নিয়ে পৌঁছে যান দর্শকের ঘরের কাছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে নিজের নতুন ছবি 'নধরের ভেলা' দেখাতে এসে ভাগ করে নিলেন কিছু কথা। শুনলেন তৃণা চৌধুরী

প্রশ্ন: আপনার নতুন ছবি নধরের ভেলা দেখাতে আগে হলদিবাড়িতে এসেছিলেন, এবার জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের মানুষের থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?
উত্তর: সবাই পছন্দ করছেন। জলপাইগুড়ির বিকেলের শো হাউসফুল। ছবি শেষে যখন মানুষ আমাদের এসে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, মনে হচ্ছে তাঁরা অন্তর থেকে কথা বলছেন। বিশেষ করে যাঁরা জেন জি তাঁরাও এসে বলছেন যে তাঁদের ছবিটা ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন: উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কেন ছবিটা দেখানো হচ্ছে না?
উত্তর: স্থানীয় স্তরে একটা আয়োজক লাগে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছবিটা দেখাচ্ছি। কিছু জেলায় সেভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। কিছু জায়গায় নানা সমস্যা হয়েছে। শিলিগুড়িতে শো হবে ফাইনাল হয়ে গিয়েও আর এগোয়নি। তারপর ভোট চলে এল। ভোটের আগে হল পেতে সমস্যা হয়েছে।

প্রশ্ন: পাহাড়-ডুয়ার্সের প্রকৃতি, গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি, প্রচুর জনজাতির মিশেলে সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গ। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এখানে ছবি করবেন?
উত্তর: অবশ্যই করব। আমি একা যতটা সম্ভব চেষ্টা করি। তাছাড়া আমি কম সংখ্যায় ছবি বানাই। আমাদের কলকাতাকেন্দ্রিকতা বিষয়টা সত্যিই এবার একটু কমানো দরকার। আমি চেষ্টা করছি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ায় ছবি করার। উত্তরবঙ্গে এসে ছবি দেখাতে ভালো লাগছে, ইচ্ছে আছে শ্যুটিং করার।

প্রশ্ন: আপনার ছবির প্রেক্ষাপটে মফসসল বা গ্রাম থাকে বেশি। সেক্ষেত্রে আপনি কি ছবির দর্শক হিসাবে মফসসল বা গ্রামের মানুষকে শহুরে দর্শকের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রাখতে চান?
উত্তর: আমি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চাই। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁদের ভাবনাগুলো জানতে চাই। তা থেকে আমি শিক্ষা নিই। মানুষ চেনা হয়।

প্রশ্ন: নির্মাতা হিসাবে 'নধরের ভেলা' করতে গিয়ে নতুন কী শিখলেন?
উত্তর: আমার লেখার ধরনে বদল এসেছে। ছবির ভাবনা বা লেখা আসলে জীবন থেকে আসে। স্ক্রিপ্ট লেখা বা পরিচালনা আমি কোথাও শিখিনি। এডিটটা শিখেছি। তাই ছবির ভাবনা, ফ্রেম কম্পোজিশন, দৃশ্যান্তর, সাউন্ডের অ্যাপ্রোচ, এডিট প্যাটার্ন এবং নিজেদের সামর্থের মধ্যে আরও ভালো টিম ওয়ার্ক করে কীভাবে ছবিটা আরও ভালো করা যায় সেদিকে নজর দিয়েছি। ধরন যাতে একইরকম না হয়ে যায় সেটা দেখি। এবার আমি ছবিটাকে একটা উপন্যাসের মতো সাজিয়েছি। ছবি দেখে ভুলে না গিয়ে মানুষ যদি অনেকদিন ছবিটাকে মনে রাখে, আবার দেখে তাহলেই আমার সার্থকতা। সেটা নধরের ভেলার ক্ষেত্রে হচ্ছে।

প্রশ্ন: বাংলা ছবিতে ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্মমেকার হিসাবে আপনি অন্যতম। ছবি তৈরি থেকে শুরু করে দর্শকের কাছে পৌঁছোনো অবধি পুরোটা নিজেদের দায়িত্ব। এর সুবিধা-অসুবিধা কী কী?
উত্তর: নিজের হাতে লিখে নিজেই টিকিট বিক্রি করছি, এটাই আমার ভালো লাগে। মনে হয় যেন একটা সন্তানকে বড় করছি। প্রতিটা শো-তে যাই। এটা আমার পছন্দের। আগের দুটো ছবি 'বাকিটা ব্যক্তিগত', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত'র ক্ষেত্রেও দেখেছি, ছবিটা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলাম। তারপর সেটা হয়তো তুলে দিল, বা অন্য সমস্যা হল, আমার সেসব ভালো লাগে না। এবার তাই আর কোনও জটিলতায় যায়নি।

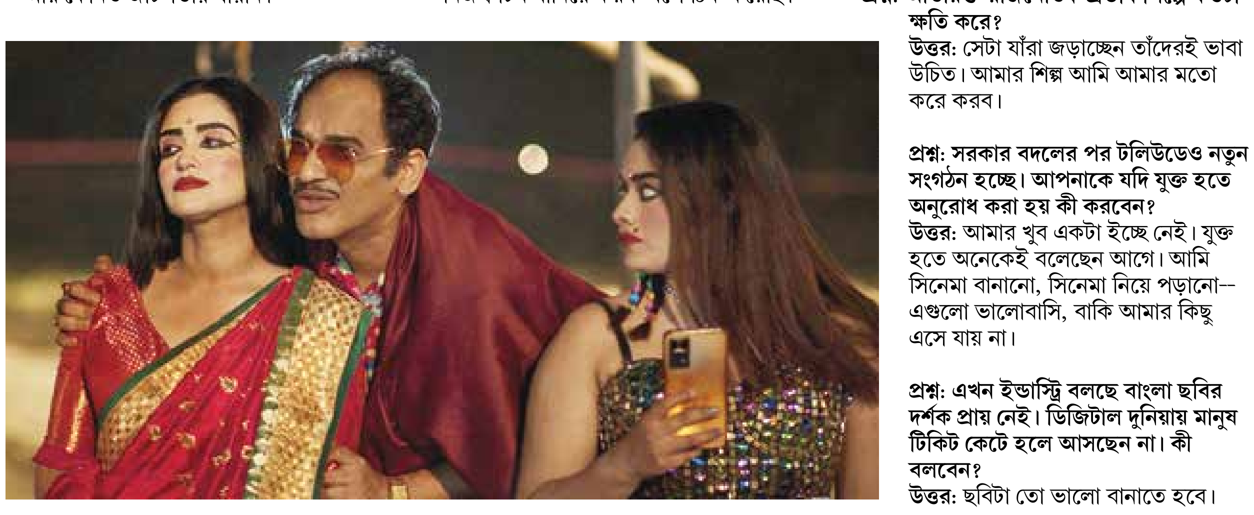

প্রশ্ন: টলিউড নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বহু জটিলতা হয়েছে। টেকনিশিয়ান-অভিনেতাদের নেওয়া বা ব্যান করা নিয়ে নানা সমস্যা দেখেছি। আপনার কী মত?
উত্তর: যেহেতু আমি ওই সিস্টেমের মধ্যে নেই, তাই আমার কিছুটা সুবিধা আছে। এবার আমি গিল্ড ছাড়া কাজ করেছি। নিজের মতো করে করেছি। সমস্যা অবশ্যই ছিল আগের কাজের ক্ষেত্রে। আমি থাকি যাদবপুরে কিন্তু খুব একটা যুক্ত নই ওই সিস্টেমের সঙ্গে। আমিও দেখি নানা জটিলতা আছে, সেই কারণেই দূরত্ব রেখেছি। একটা ছবি করতে গিয়ে যদি প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তো মুশকিল। একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে সবসময় একটা চাপের মধ্যে থাকা কাম্য নয়। তাতে কাজের ক্ষতি হয়। শিল্পে স্বাধীনতা থাকা জরুরি। আমি ছবি করলে নিজস্ব টিম বানিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। তবে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের অধিকারের জন্য গিল্ড খুবই দরকারি। কিন্তু তার বাইরে যা শুরু হয়েছিল, তা খুব একটা আমার কাজের উপযোগী নয়। 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' ছাড়া আমি আর গিল্ডের অধীনে কাজ করিনি।

প্রশ্ন: রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, তাঁদের ওপর একটা চাপ থাকত এতদিন। এবার পরিবর্তন হতে পারে?
উত্তর: মনে হয় সবকিছু একইরকম থাকবে। যে লোকগুলো এতদিন ওই পক্ষে ছিল, তারাই এখন এই পক্ষে। সুতরাং বিষয়টা একইরকম থাকবে। আগে যাঁদের যেখান থেকে যা যা পাওয়ার ছিল পেয়েছেন। এখনও তাই হবে। তবে এত কম সময়ে বোঝাটাও কঠিন।

প্রশ্ন: অতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাব শিল্পে কতটা ক্ষতি করে?
উত্তর: সেটা যাঁরা জড়াচ্ছেন তাঁদেরই ভাবা উচিত। আমার শিল্প আমি আমার মতো করে করব।

প্রশ্ন: সরকার বদলের পর টলিউডেও নতুন সংগঠন হচ্ছে। আপনাকে যদি যুক্ত হতে অনুরোধ করা হয় কী করবেন?
উত্তর: আমার খুব একটা ইচ্ছে নেই। যুক্ত হতে অনেকেই বলেছেন আগে। আমি সিনেমা বানানো, সিনেমা নিয়ে পড়ানো-- এগুলো ভালোবাসি, বাকি আমার কিছু এসে যায় না।

প্রশ্ন: এখন ইন্ডাস্ট্রি বলছে বাংলা ছবির দর্শক প্রায় নেই। ডিজিটাল দুনিয়ায় মানুষ টিকিট কেটে হলে আসছেন না। কী বলবেন?
উত্তর: ছবিটা তো ভালো বানাতে হবে। এটা কেউ বলে না। স্ক্রিপ্টটা মন দিয়ে লিখতে হবে। ভালো করে বানাতে হবে। ছবিতে কিছু গুণমান থাকতে হবে। দর্শক কী চান সেটা আগে বোঝা দরকার। আমার ছবিটা ভালো, কিন্তু দর্শক আসছে না, এটা ভাবলে হয় না। ভালো নাটক দেখতে তো প্রচুর মানুষ আসেন। সবাই মিলে নিজেদের কাজটা আগে ভালো করে করতে হবে। ভালো ছবি না হলে দর্শক টাকা দিয়ে ছবি দেখতে কেন আসবেন?

প্রশ্ন: বাংলায় পলিটিক্যাল ছবি প্রায় নেই কেন?
উত্তর: পলিটিক্যাল ছবি হয় না তা নয়, হলেও হয়তো সেগুলো নানা কারণে মুক্তি পায় না। অনেকে আবার রিলিজ না করে নানা প্রতিয়োগিতায় পাঠান। মেইনস্ট্রিমে রাজনৈতিক ছবি সত্যিই কম। সেন্সরে বাতিল হওয়ার ভয় থাকে। জটিলতা বাড়ে। তবে সরাসরি পলিটিক্সকে না জড়িয়েও অন্যভাবে পলিটিক্যাল ছবি বানানো যায়। ইরানে তেমন কাজ প্রচুর হয়েছে। সেভাবে আমি মনে করি আমার ছবিও পলিটিক্যাল। যা বলতে চাই সেসব ছবির মধ্যেই বলা থাকে।

প্রশ্ন: সময়ের চাহিদায় এখন ওয়েব সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছবির থেকে ওয়েব সিরিজ বানানোর ক্ষেত্রে সমস্যা কতটা বেশি বা কম?
উত্তর: ছবি নিজের মতো করে করা যায়। কিন্তু ওয়েব সিরিজের বৈশিষ্ট্য হল পপুলার হতেই হবে। তাই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বানাতে হয়। আমার নিজের ছবি করতেই বেশি ভালো লাগে। করোনার সময় 'বিরহী' বানিয়েছিলাম। বুঝিনি এতটা পছন্দ করবেন মানুষ। সুযোগ পেলে সিরিজও করব। কিন্তু সিরিজের নানা এপিসোডে, সিজনে একইরকম চরিত্র, একটা গল্প। ছবিতে নতুন নতুন চরিত্র, নতুন গল্প আমার ভালো লাগে।

রামায়ণে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ নেই!

রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ থাকবে না? পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি সে কথাই জানিয়েছেন। অবশ্য রামায়ণ প্রথম পর্বের কথা বলেছেন তিনি। এই পর্বে কোনও যুদ্ধ নেই। তাহলে কী আছে? প্রথম ভাগে রামের শৈশব থেকে সীতার সঙ্গে বিয়ে, অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক, বনবাস এবং সীতাহরণ পর্যন্ত ঘটনাগুলি দেখানো হতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগে হনুমানের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ, সুগ্রীব ও বানরসেনা, রাবণের রাজ্য ও পরিবার এবং লঙ্কার মহাযুদ্ধ তুলে ধরা হতে পারে।
পরিচালকের মতে, রামায়ণের মতো বিশাল কাহিনি একটিমাত্র ছবিতে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই গল্পকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি দেখানো হবে, আর বাকি অংশ দ্বিতীয় ছবিতে তুলে ধরা হবে।

এরই মধ্যে ছবির ট্রেলারের কিছু অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যায়। বিশেষ করে রাবণের চরিত্রে যশের লুক নিয়ে নেটদুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। ট্রেলার লিক হওয়ার পর অনেকেই নির্মাতাদের দ্রুত অফিসিয়াল ট্রেলার প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ট্রেলারটি ২৪ জুলাই মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।
দুই ভাগে নির্মিত এই ছবিতে রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশ অভিনয় করছেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সানি দেওল, রবি দুবে, রকুলপ্রীত সিং, অরুণ গোভিল, কুণাল কাপুর, লারা দত্ত, শিবা চাড্ডা এবং বিবেক ওবেরয়। ছবির প্রথম অংশ দীপাবলি ২০২৬-এ মুক্তি পাবে। আর দ্বিতীয় অংশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দীপাবলি ২০২৭ পর্যন্ত।

একনজরে সেরা ৫

এবার নেতাজি
নেতাজি ফাইলস ছবির পরিচালক রাজীব গুপ্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ করেছেন, আমার ছবি করমুক্ত করুন না করুন, নেতাজির যত ফাইল আছে, খুলুন।... যাঁর আন্দোলনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গতি পেয়েছিল, তাঁর মৃত্যুরহস্য কেন জানবে না এই প্রজন্ম? নেতাজির ভূমিকায় যতীন কার্যকর। ছবির মুক্তি ৩১ জুলাই।

বাংলাদেশে মধুমিতা
মধুমিতা সরকারকে বাংলাদেশের মহম্মদ ইকবালের ছবি গুলশনারার চামেলির কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে। তিনি সে দেশে বেশ জনপ্রিয়, সৌজন্যে এসভিএফ-এর ধারাবাহিক বোঝে না সে বোঝে না। তিনি বলেছেন, অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছিল, এবার সত্যিই কাজ করছি । অভিনেত্রী সে দেশের ভাষা শিখছেন এবং ছবি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রস্তুতিও নেওয়া শুরু করেছেন।

প্রথম তিনিই
জ্যোতির্ময়ী নায়েক ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-র বিজয়িনী হলেন। এই মঞ্চে সে রাজ্য থেকে তিনিই প্রথম জিতলেন, পেলেন ২০ লক্ষ টাকা। রউরকেল্লার ২৫ বছরের মেয়েটি মিউজিক থেরাপিস্টও। মানুষের শরীর, মনের সুস্থতায় সংগীতের ভূমিকা নিয়ে তিনি কাজ করেন। হাজারেরও বেশি ওড়িয়া গান তিনি গেয়েছেন। তাঁর বিটেক ডিগ্রি আছে, চেন্নাই থেকে মিউজিকের সার্টিফিকেট কোর্স করছেন।

ধনুশ রাজনীতিতে
আগামী ২৯ জুলাই জন্মদিনের আগে তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর জেলা জুড়ে ধনুশের ফ্যানক্লাবগুলো নানা সমাজসেবামূলক কাজে হাত দিচ্ছে। ধনুশও বলছেন, আশেপাশের মানুষের সমস্যার পাশে দাঁড়ান। এর থেকে মনে করা হচ্ছে সরাসরি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা না বললেও তিনি এভাবে রাজনীতিতে আসার ভিত গড়ছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে
মঙ্গলবার রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে দেখা করবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা ও বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পাওলি দাম প্রমুখ। একে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও বাংলা চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল জগতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা প্রভা ফাউন্ডেশন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান জানিয়ে নিজে সম্মানিত হল টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই কিংবদন্তি শিল্পীকে সাম্মানিক ডি-লিট অর্পণ করা হল। অনুষ্ঠানে এসে তিনি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমি ছোটবেলায় বাংলাদেশে যখন থাকতাম, তখন নেতা হতে চেয়েছিলাম। এক নেতাকে ভাষণ দিতে দেখে নেতা হওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল। বাবার একটা গ্রামোফোনের চোঙা নিয়ে ভরদুপুরে 'পেটে ভাত দেব, কাজ দেব' বলে হেঁকে বেড়িয়েছি। ফল হিসেবে পাড়ার লোক এসে বাবার কাছে নালিশ করে। বাবাও আমাকে বেশ বকাঝকা করেন। নেতা হওয়া আর হয়নি। তবে কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। নেতা নয়, অভিনেতা হয়ে গিয়েছি। মানুষ যা চায়, তা সবসময় হয় না। আবার না চাইতেও অনেক কিছু হয়ে যায়।"

গ্রামবাংলার ছবির বিশ্বজয়

গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ, দুই শিশুর জীবনসংগ্রাম এবং শিক্ষার বার্তা—এই তিন বিষয়কে এক সুতোয় বেঁধে তৈরি হয়েছে পরিচালক স্বর্ণায়ু মৈত্রর স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'আজলি-কাজলি'। আন্তর্জাতিক স্তরে আরও এক বড় স্বীকৃতি পেল এই ছবি। নিউ ইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬-এ অফিসিয়াল সিলেকশন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে 'আজলি-কাজলি'। আগামী ৮ আগস্ট, ২০২৬, বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবির প্রদর্শনী।
এই স্বীকৃতি শুধু একটি চলচ্চিত্রের সাফল্য নয়, বরং বাংলা থেকে উঠে আসা মানবিক ও সামাজিক গল্পের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতারও প্রমাণ। স্থানীয় বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্মিত একটি গল্প যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দর্শকের মন ছুঁয়ে যেতে পারে, 'আজলি-কাজলি' তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রেয়া ভট্টাচার্য, প্রতিভাবান শিশু শিল্পী অর্ণবী চক্রবর্তী, ঈশান পাল, আউশি চক্রবর্তী। ছবির আবহকে আরও গভীর ও আবেগঘন করে তুলেছে মেঘ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

স্পিরিটে ক্যাটরিনা?

এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। প্রভাস ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি স্পিরিট-এ ক্যামেও করার জন্য ক্যাটরিনাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতোই চরিত্র, এর জন্য পাঁচদিন শুটিং হবে। কিন্তু সন্দীপের ছবিতে প্রায়শই নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশি সময় লেগে যায় শুটিং করতে। তাঁর ছবির শিফট লম্বা সময়ের হয়। তাই এক সন্তানের মা ক্যাট চাইছেন তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী শুটিংয়ের সময় যেন এমনভাবে নির্ধারিত হয়, যাতে তা কমানো বা বাড়ানো যায়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুটিং করতেই হবে—এমন বাধ্যবাধকতা না থাকে। এই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভাঙ্গার সঙ্গে এই শুটিং শিডিয়্যুল নিয়েই গোলমাল হওয়ায় স্পিরিট থেকে দীপিকা পাড়ুকোন সরে গিয়েছেন। ক্যাট এখনও স্পিরিট-এর প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল কিছুই করেননি। দু-পক্ষের আলোচনা চলছে। প্রায় দু-দশক আগে ভেঙ্কটেশ ও বালাকৃষ্ণ নন্দমুরির সঙ্গে ক্যাট তেলুগু ছবি করেছিলেন। স্পিরিট-এ কাজ করলে এটি হবে তাঁর তৃতীয় তেলুগু ছবি।

১ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জেরে স্টপেজে দীর্ঘ অপেক্ষা সাধারণের।

২ হেঁটেই পেরোতে হল দীর্ঘ পথ।

৩ বর্ধমান রোডে উড়ালপুল উদ্বোধনের পরই রিলস বানাতে উৎসাহী মানুষের ভিড়।

৪ শুভেন্দু অধিকারীকে দেখার অপেক্ষায় গোপাল (সফট টয়) নিয়ে হাজির এক তরুণী।

৫ ছাতা মাথায় উত্তরকন্যার রাস্তায় ছোট থেকে বড়দের ভিড়।

সোমবার শিলিগুড়িতে ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর ও শমিদীপ দত্ত

উড়ালপুল উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে উন্নয়নের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : বর্ধমান রোডে বহুপ্রতীক্ষিত উড়ালপুল উদ্বোধন করতে এসে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তাঁর বার্তা, 'গোটা দেশের কাছে উত্তরবঙ্গ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শহর শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকা দেশের উত্তর-পূর্বের প্রবেশদ্বার। চিকেনস নেকের অংশ। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে এখানে। এই এলাকায় আরও আরও উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে করতে হবে আমাদের।'

সুরক্ষার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজকর্মও যে জরুরি, সেটা এদিন নিজের বক্তব্যে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে আমরা দু'হাত ভরে উন্নয়ন করব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট আমরা বাড়িয়ে ২২০০ কোটি টাকা করেছি। জিটিএ ডেভেলপমেন্ট দ্বিগুণ করা হয়েছে। সাতটি রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়ের হাতে দেওয়া হয়েছে। হিলি থেকে কোচবিহার পর্যন্ত রেল যেখানে যেখানে জমি চাইছে, দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জমি চেয়েছে, তাও দেওয়া হয়েছে। হাসিমারায় কমার্সিয়াল এয়ারপোর্ট, বাগডোগরা বিমানবন্দরের জন্য আরও জমি দেব।' দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দেওয়া নিয়ে শুভেন্দুর কথা, 'উত্তরকন্যায় অধিকাংশ দপ্তর ট্রান্সফার করে আনা হবে। যাতে উত্তরের মানুষকে আর কলকাতায় গিয়ে কাজ করতে না হয়।'

এদিন মঞ্চ থেকে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'এই কাজ শেষ হতে অনেকটা দেরি হয়েছে। বিগত সরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে গিয়েছে। তবে এখন আমরা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পেতে চলেছি। রেলের সঙ্গে মিলে ৫০০ রেল ওভারব্রিজ তৈরি করছি। সেজন্য ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ টাকা দিয়ে ফেলেছি। যদিও রেল এখন বলছে, তারাই একশো শতাংশ অর্থ দেবে।' এরপর দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদের প্রশংসা করে বলেন, 'তৎকালীন রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজু বিস্ট রেল, জাতীয় সড়কের অনেক কাজ নিয়ে এসেছে।'

যান নিয়ন্ত্রণে সাময়িক দুর্ভোগ

মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খানিকটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। ট্রাফিক সংক্রান্ত ব্লু-প্রিন্ট আগেই তৈরি করেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। দুপুর তিনটে থেকে সেই পরিকল্পনা কার্যকর হওয়া শুরু হয়। দূরপাল্লার গাড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে যাওয়ার বদলে দার্জিলিং মোড় হয়ে ঘুরে যাওয়ায় সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত জলপাই মোড় সহ বর্ধমান রোডের একাধিক স্টপে অপেক্ষারত যাত্রীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। এয়ারভিউ থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেবক মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে রুট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, প্রথম দেড় ঘণ্টা দার্জিলিং মোড় থেকে সেবক মোড়ের দিকে যাওয়া টোটো, অটোকে গুরুংবস্তি মোড়ে থামিয়ে দেওয়ায় ভারী ব্যাগ নিয়ে রোদের মধ্যে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয় মৌমি জোয়ারদার, জেসমিন চট্টোপাধ্যায়দের। বাইক, চারচাকা গাড়িগুলো এয়ারভিউ মোড় দিয়ে চার্চ রোড হয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু, একসময় তীব্র যানজটের কারণে বিধিনিষেধ তুলে টার্মিনাস তথা শিলিগুড়ি জংশন থেকে সেবক মোড়ের রুটে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়।

এদিন সভামঞ্চ ও তার আশপাশে বেশ ভালোই জমায়েত হয়েছিল। ভিড় দেখে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে অভিবাদন নিতে নিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চ অবধি যান। ফিতে কাটার পর অন্য নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে উড়ালপুলের ওপর দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর ফের দাঁড়িয়ে অভিবাদন নিয়ে গাড়িতে উঠে বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা হন।

উদ্বোধনের কিছুক্ষণ পর থেকেই উড়ালপুলের আপ-ডাউন দুইদিক দিয়েই যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে যায়। কয়েকজন আবার ফোটো, রিল শুট শুরু করে দেন। টোটো-রিকশা-ভ্যান বাদে বাকি সমস্ত গাড়ি যাওয়া-আসা করবে উড়ালপুল দিয়ে।

আদালত ভবনের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ সেল

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন কোর্ট বিল্ডিং করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির লিগ্যাল সেলের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হল। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিজেপির লিগ্যাল সেলের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে দাবিপত্রটি তুলে দেয়।

তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন হচ্ছে, হবে করে কম টালবাহানা হয়নি। ২০১২ সালে শিলিগুড়ি আদালতের মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিংয়ের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল এবং আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। কিন্তু শিলান্যাসের পর ১৪ বছর ধরে প্রস্তাবিত বিল্ডিংয়ের একটি ইটও গাঁথা হয়নি। যার ফলে আদালতে আইনজীবী থেকে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের কী চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে, সেই বিষয়টি স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বিজেপির লিগ্যাল সেলের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, শিলিগুড়ি আদালতে তিন হাজার আইনজীবী প্র্যাকটিস করেন। তার মধ্যে এক হাজার জনের বেশি আইনজীবী নিয়মিত আসেন। পাশাপাশি দুই হাজারের বেশি মানুষ বিচার সংক্রান্ত কাজে আসেন। সেখানে সাক্ষীদের বসার জায়গা, শৌচালয় নেই। আদালত চত্বরের পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর। আদালতে যে কেস রেকর্ড রুম রয়েছে, সেটির বেহাল অবস্থা। লাইব্রেরিরও সমস্যা রয়েছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির আইনজীবী সেলের আহ্বায়ক উদয় ভট্টাচার্য বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আর্জি, যাতে দ্রুত নতুন আদালত ভবনের কাজ শুরু করা হয়। নতুন আদালত ভবন হলে আলাদা করে পকসো কোর্ট, ইলেক্ট্রিসিটি ম্যাটার কোর্ট, আলাদা এনডিপিএস কোর্ট সহ আরও ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করা সম্ভব হবে।' উদয়ের সংযোজন, 'প্রতি বছর শিলিগুড়ি মহকুমার আট হাজারের বেশি মামলা এই আদালতে আসে। সেই দিক থেকে নতুন কোর্ট বিল্ডিং দ্রুত প্রয়োজন।'

ডিপিএস ফুলবাড়িতে শিক্ষামূলক কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথমবার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল সিবিএসই'র 'ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডিলিবারেশন'। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং কম্পিউটেশনাল থিংকিংয়ের মতো আধুনিক বিষয় নিয়ে ৬ ঘণ্টাব্যাপী এক বিশেষ শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করে দিল্লি পাবলিক স্কুলের (ডিপিএস) ফুলবাড়ি শাখা।

ওই অনুষ্ঠানে জেলার ১২টি সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলের ২২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের কীভাবে আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয় উপায়ে প্রযুক্তিগত বিষয় শেখানো যায়, তা নিয়ে মোট ১৪টি কেস পেপার প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন ১৮ জন শিক্ষক।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধান অতিথি তথা শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির এমসিএ বিভাগের প্রধান টুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডিপিএস ফুলবাড়ির অধ্যক্ষ মনোয়ারা বি আহমেদ, দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস, ডিপিএস শিলিগুড়ির সহ অধ্যক্ষ সুকান্ত ঘোষ প্রমুখ।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মনোজ ঝা। তিনি শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনির বাসিন্দা। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রবিবার রাতে পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী মাম্পি রায়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারেন মনোজ। তিনি এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর মাম্পির বাপের বাড়ির সদস্যরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মিটার বোর্ডে আগুন

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : সেবক রোডের একটি কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের মিটার বোর্ডে আগুন লাগার ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই মিটার বোর্ডের সামনেই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থাকায় উত্তেজনা বহুগুণ বেড়ে যায়। বিল্ডিংয়ের সমস্ত অফিসের মিটার বক্স সেখানেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে হঠাৎ স্থানীয়দের নজরে আসে মিটার বোর্ড থেকে আগুন বেরোচ্ছে। এরপরই তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের আশঙ্কা, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। ঘটনায় বেশ কয়েকটি মিটার বক্স পুড়ে যায়।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ওই নাবালিকাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে নাবালিকার পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার রাতে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

নিকো পার্কের ছোঁয়া এবার শিলিগুড়িতে

মন্ত্রীর ভাবনায় সূর্য সেন পার্ক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : কলকাতার নিকো পার্কের জয় রাইডগুলি চড়তে কার না ভালো লাগে। সেই আনন্দ উপভোগ করতে এবার থেকে কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। শিলিগুড়ি শহরের সব বয়সি মানুষের কথা ভেবে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর শিলিগুড়ি সূর্য সেন পার্ককে নতুনভাবে সাজাতে চলেছে। সোমবার পার্ক ও মহানন্দা নদীর পাড়ের অংশ পরিদর্শন করে এমন কথা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বিনোদনের জন্য পার্কে নতুন নতুন রাইড, কেবল কার, ক্যাফেটেরিয়া, ভিউপয়েন্ট, জন্মদিন পালনের জায়গা গড়ে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, গুজরাটের আহমেদাবাদের সবরমতি নদীর পাড়ে যেভাবে সৌন্দর্যায়ন হয়েছে সেই ধাঁচে মহানন্দা নদীর পাড় সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিনের পরিদর্শনে নিকো পার্কের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পার্কের ভেতরে কোথায় কী রয়েছে এবং নতুন পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে জায়গা রয়েছে কি না, সেবিষয়গুলি তাঁরা খতিয়ে দেখেন। এছাড়া সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, শিলিগুড়ির পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই।

বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী শংকর বলেন, 'পার্কের পুরো অবয়ব বদলে ফেলা হবে। বাড়তি জমিতে যদি পার্কটি সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে ভালো হয়। তবে জমি রয়েছে কি না, তা নিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। আশা করছি পুজোর পর এখানে কাজ শুরু করতে পারব। শিশু ও বৃদ্ধদের কথা মাথায় রেখে সবটা করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে এই আধুনিক পার্ক উপহার দেওয়া হবে।'

ঢেলে সাজানো হবে সূর্য সেন পার্ক। পরিদর্শনে শংকর ঘোষ (ইনসেটে)।

- বিনোদনের জন্য পার্কে তৈরি হবে নতুন নতুন জয়রাইড ও কেবল কার
- পার্কের ভেতরে থাকবে ক্যাফেটেরিয়া ও ভিউপয়েন্ট
- সবরমতির ধাঁচে সাজানো হবে মহানন্দার পাড়

বিগত সরকারের আমলে সূর্য সেন পার্ককে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। যার কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে পার্ক থেকে আয় কীভাবে আরও বাড়ানো যায় এবং আট থেকে আশি সকলকে বিনোদন দেওয়া যায় তা নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী এদিন নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। পার্কের ভেতর বোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বোটের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানান মন্ত্রী।

অন্যদিকে, মহানন্দার পাড়ের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করার আগে রাজ্যের সেচ, বন, পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর মিলে বৈঠক হবে। বিষয়টি নিয়ে শংকর জানান, আহমেদাবাদে সবরমতি নদীর পাড়ে যেমন সৌন্দর্যায়ন হয়েছে, মহানন্দার ক্ষেত্রে তা করার জায়গা রয়েছে। তবে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিয়মের মধ্যে থেকে কীভাবে সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে, তা আধিকারিকদের দেখতে বলা হয়েছে। সৌন্দর্যায়ন করার ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই বলে জানান মন্ত্রী।

শুভেন্দুর জন্য অপেক্ষা কলেজের

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : কলেজের নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ কেমন চলছে তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানাতে শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষ সুযোগ পেয়েছিল। এজন্য কলেজে ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার শিলিগুড়ি থেকে চলে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত তাঁকে সেই কথা জানাতে পারেনি। তবে দিন ১৫ পর মুখ্যমন্ত্রী কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে অধ্যক্ষ ডাঃ বিপুল মণ্ডল জানিয়েছেন। ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই বিগত সরকার সেই ভবন তৈরির কাজ শুরু করে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেই কাজ করছে।

এদিকে, ভবনের পেছনে দেড় বিঘা জমি দখলদারদের কবজায় রয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, 'ভবনের কাজ যাতে শেষ করা যায়, সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। নতুন ভবন না থাকায় ক্লাস করাতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ চালু করা যাচ্ছে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী দিন ১৫ পর এসে আমাদের কথা শুনবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' দখলদারদের বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বলেও অধ্যক্ষ জানিয়েছেন।

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : শালবাড়ির বৃন্দাবন এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে সোমবার ব্রাউন সুগার সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় ১৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতদের নাম সৌরভ শর্মা ও স্বরাজ রাই। তাঁরা দুজনে আপাতত জোড়বাংলো থানার আওতায় রয়েছেন।

ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃত দুই তরুণ মাস তিনেক ধরে বৃন্দাবন এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। প্রথম থেকেই গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। ধৃতরা কোথায় কোথায় মাদক পাচার করতেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পৃথিবীর পাঠশালা

আমেরিকার মথম্যান রহস্য

উনিশশো ছেষট্টি সালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় এক অদ্ভুত ডানাওয়ালা প্রাণীর দেখা মেলার গুজব ছড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রাণীটি দেখতে মানুষের মতো হলেও এর বিশাল ডানা এবং টকটকে লাল দুটো চোখ ছিল। রাতে রাস্তায় গাড়ির সামনে হঠাৎ করে একে উড়তে দেখা যেত। একে মথম্যান নাম দেওয়া হয়। একটি বিশাল সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনার ঠিক আগে একে বারবার দেখা যাওয়ায় মানুষ একে অশুভ সংকেত বলে মনে করত।

মঙ্গোলিয়ার ভয়ংকর কৃমি

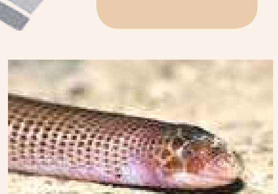

মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির বালির নীচে নাকি এক বিশাল বিষাক্ত কৃমি বাস করে, যাকে মঙ্গোলিয়ান ডেথ ওয়ার্ম বলা হয়। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই কৃমিটি গাঢ় লাল রঙের হয় এবং এটি এতই ভয়ংকর যে দূর থেকে অ্যাসিড ছুড়ে বা বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মানুষ বা উটকে মেরে ফেলতে পারে। বহু বিজ্ঞানী মরুভূমি চষে ফেললেও এর কোনও খোঁজ পাননি, তবুও স্থানীয় মানুষের মনে এই অদেখা প্রাণীর আতঙ্ক আজও অমলিন।

তুষারমানব ইয়েতির খোঁজ

হিমালয়ের বরফে ঢাকা পাহাড়ে বিশাল লোমশ মানুষের মতো এক প্রাণীর গল্প বহু প্রাচীন কাল থেকে শোনা যায়। নেপালি এবং তিব্বতি ভাষায় একে ইয়েতি বলা হয়। বরফের বুকে বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ দেখে অনেকেই এর অস্তিত্বের দাবি করেছেন। বিশ্বের নানা দেশের পর্বতারোহী এবং বিজ্ঞানীরা ইয়েতির খোঁজে প্রচুর অভিযান চালিয়েছেন। কেউ কেউ অদ্ভুত লোম বা হাড় পেলেও, আজও ইয়েতির জ্যান্ত কোনও প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে আসেনি।

সাগরের হারানো হাঙর

আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের বুকে রাজত্ব করত মেগালোডন নামের এক অতিকায় হাঙর। এরা লম্বায় প্রায় ষাট ফুটের বেশি হত এবং এদের ওজন ছিল পঞ্চাশ টনের কাছাকাছি। এদের দাঁতগুলো ছিল মানুষের হাতের চেটোর সমান বড়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্যের অভাবে এই বিশাল হাঙর পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমুদ্রের নীচে পাওয়া এদের অতিকায় দাঁতের জীবাশ্মই এদের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ।

শুরু হল নতুন করে কাজ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে পেভার্স ব্লকের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন বেসরকারি বাস মালিকরা। আর এরপরই নড়েচড়ে বসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। সোমবার সংশ্লিষ্ট কাজের টেন্ডার পাওয়া ঠিকাদারকে দিয়েই ফের বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের ওই অংশে পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ শুরু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগম সূত্রে খবর, 'সিকিউরিটি মানি' ডিপোজিট থাকার সুবাদে ওই ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ শুরু করা গিয়েছে। যদিও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ মানতে নারাজ নিগমের কর্তারা।

এদিন সকাল থেকেই বাসস্ট্যান্ডের সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোকে ঘেরা দিয়ে সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে আনা পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ শুরু হয়। বেসরকারি বাস মালিকদের নেতা অশোক সরকার বলেন, 'এদিন নিগম থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল। কাজে গাফিলতি তো ছিলই। আমরাও নতুন করে সংস্কারের ওপর নজর দিচ্ছি। সেইমতো আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'

জায়গায় জায়গায় পেভার্স ব্লক বসে যাওয়া ও উঠে যাওয়ার পেছনে এলাকায় থাকা ইঁদুরের দৌরাত্ম্যকেই দায়ী করছেন বাস মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, ইঁদুরের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে, নতুন করে সংস্কারের পরও কি এই সমস্যা থেকে যাবে? যদিও ইঁদুরের দৌরাত্ম্যের বিষয়টা মাথায় রেখে আলাদা করে সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি টার্মিনাসের ওই বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার টেন্ডারের আওতায় বিগত সরকারের আমলে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের এই অংশে পেভার্স ব্লক করানোর কাজও হচ্ছিল। যদিও সেই কাজের ছ'মাস হতে না হতেই জায়গায় জায়গায় পেভার্স ব্লক উঠে যেতে শুরু করে। কোথাও কোথাও আবার ব্লকগুলি বসে যায়। যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টা নিয়ে বেসরকারি বাস মালিকরা পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি জানান। বিষয়টি জানার পর প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন তদন্তের হুঁশিয়ারি দেন। নিগমের তরফে নতুন করে সংস্কারের জন্য তড়িঘড়ি ঠিকাদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

গর্ভগৃহে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর
জল্পেশে উন্নয়ন-আশ্বাস

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুলাই : জল্পেশ মন্দিরের ঢালাও উন্নয়ন হবে। সোমবার এই মন্দিরে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এমনই আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন তাঁর মন্দির সফরকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। হেলিকপ্টার থেকে ভক্তদের উপর পুষ্পবৃষ্টি সেই পরিবেশে আলাদা মাত্রা যোগ করে। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেবের হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন। মন্দিরের পূজারি অরূপ শর্মার পরিচালনায় দীর্ঘ সময় ধরে বিধি মেনে তিনি রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় পুজো দেন। প্রথমে মূল মন্দিরে এবং পরে মহাকাল মন্দিরে পুজো সেরে বাইরে এসে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জলপাইগুড়িতে এসেছি, বাবা জল্পেশের কাছে যাব না তাই হয় নাকি?'

পুজোর পরই জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে শুভেন্দু বড় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বাজেটে আমরা তীর্থক্ষেত্র সার্কিট রেখেছি। সেখানে জল্পেশ মন্দির রয়েছে। মোট এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। জল্পেশ মন্দির কমিটির কাছে মন্দিরের উন্নয়নের প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। যেমন যেমন প্রস্তাব যাবে সব কাজ করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি বড় আর্কিটেক্ট, বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের টিম জল্পেশে আসবে। কিছুদিন সময় লাগবে।' বর্তমান সরকার জল্পেশ মন্দিরকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছে তা সবাই উপলব্ধি করবেন বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সড়কপথে জলপাইগুড়ি থেকে বেলা আড়াইটে নাগাদ জল্পেশ মন্দিরে আসেন। মন্দির কমিটির তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং জল্পেশ মন্দিরের ছবি উপহার দেওয়া হয়। বৃহন্নলাদের একটি প্রতিনিধিদলও তাঁকে আলাদা করে বরণ করে। মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং কুশল বিনিময় করেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু সময়ের জন্য পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়। এদিন জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে জল্পেশ, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর ও সদরখই মন্দিরের উন্নয়নের দাবিতে তাঁর হাতে আবেদনপত্রও তুলে দেওয়া হয়। পুজোর পর মন্দিরের ভিজিটরস বুকে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ শ্রাবণ মাসের সোমবার পবিত্র মন্দিরে বাবা মহাদেবের পুজো দিতে পেরে ধন্য, বাবার আশীর্বাদ পশ্চিমবঙ্গবাসীর উপর বর্ষিত হোক। হর হর মহাদেব।'

পরে জল্পেশ মন্দিরের মুক্তমঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'চৌত্রিশ বছরের শাসনকালে মাকুরা ধর্ম মানেনি। তারা জল্পেশ মন্দিরে আসেনি।' নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কটাক্ষ, 'বামেদের পর পনেরো বছরে যিনি ছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গকে

পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জল্পেশে।

গ্রেটার বাংলাদেশ বানাতে চেয়েছিলেন। জামাতিদের মুখ্যমন্ত্রী। ওনার জল্পেশে আসার কোনও মানসিকতা ছিল না।' পাশাপাশি এবারের শ্রাবণীমেলায় হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি, পুণ্যার্থীদের জন্য সরকারি ক্যাম্প এবং অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথাও তিনি তুলে ধরেন। এদিন তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট জল্পেশ মন্দিরে ছিলেন। পরে জল্পেশ মেলার মাঠ থেকে হেলিকপ্টারে তিনি শিলিগুড়ির উদ্দেশে উড়ে যান।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরে জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক উচ্ছ্বসিত। গিরীন্দ্রনাথ দেবের কথায়, 'জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরের উন্নয়নের কথা ঘোষণা করলেন তাতে আমরা আপ্লুত। খুব তাড়াতাড়ি জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়নের ব্যাপারে কাজ শুরু করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন।'

ব্যাংকে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : পাঁচ মাস আগের কথা। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার টাকা ফেরত চেয়ে গ্রাহকরা শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে ওই ব্যাংকের প্রধান শাখায় বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ব্যাংকের ভেতর মহিলা গ্রাহকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। যার ফলে ব্যাংকের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিক্ষোভকারীদের পুলিশ বাইরে বের করে ব্যাংকের গেট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু গ্রাহকরা ব্যাংকের সামনে ফের বিক্ষোভ দেখান। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশবাড়ি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র থেকে সঞ্জনকুমার পাসোয়ান ও আরেক কর্মী ৯৬ জন গ্রাহকের প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেন বলে অভিযোগ। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে বিহারে গিয়েছিল। কিন্তু মূল অভিযুক্ত সঞ্জনের খোঁজ মেলেনি।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ব্যাংকের প্রধান শাখার তরফে টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউ টাকা ফেরত পাননি। শিব সাহানি নামে এক গ্রাহক জানান, তাঁর ২ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। শেফালি সাহা নামে আরেক বৃদ্ধা জানান, তাঁর ৯৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে।

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের লোগো দেখে গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে টাকা জমা করেছিলাম। ব্যাংককে এর দায় নিতে হবে।' যদিও ব্যাংকের তরফে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন।

আটক

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : রবিবার রাতে শিলিগুড়ি শহরে এনজেপিতে যাওয়ার জন্য ক্যাব বুকিং করে বিপত্তিতে পড়েন এক দম্পতি। শেষপর্যন্ত নাকা চেকিংয়ের সামনে ওই ক্যাবচালক গাড়ি নিয়ে পৌঁছোতেই পাকড়াও করল পুলিশ। পুলিশের তরফে ওই চালককে ড্রিংক অ্যান্ড ড্রাইভ-এর টেস্ট করেই দেখা যায় ওই ক্যাবচালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ওই দম্পতির জন্য আলাদা ক্যাবের ব্যবস্থা করে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে শিল্প সম্মেলন, নজরে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : উত্তরবঙ্গকে আগামী দশকে পূর্ব ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত হচ্ছে সর্বভারতীয় সম্মেলন, 'বিকশিত বাংলার শিলিগুড়ি সংস্করণ'। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি এবং দিল্লি কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে এই মহাসম্মেলনের আসর বসছে।

এই বিশেষ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি, পর্যটন, পরিকাঠামো ও সীমান্ত বাণিজ্যকে আরও সুদৃঢ় করার রূপরেখা তুলে ধরবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ।

সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, সিমারপ্রীত সিং, অনির্বাণ আদিত্য সহ দেশের শীর্ষ শিল্পপতিরা। আয়োজকদের মতে, আগামী ১০ বছরে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে মূলত পণ্য পরিবহণ, চা শিল্প, পর্যটন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধি- এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেঙ্গল চেম্বারের উত্তরবঙ্গ কমিটির সভাপতি তথা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায় চৌধুরী বলেন, 'শিল্প ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। ভালো মেধা ছাড়া উন্নত শিল্প গঠন অসম্ভব।' রাজ্য সরকারের 'বাংলার মেধা বাংলাতেই' নীতিকে সমর্থন করে তিনি জানান, রাজ্যে মেধা ধরে রাখতে এবং শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি করে রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত ভিক্টর

কলকাতা, ২৭ জুলাই : শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে শেষমেশ দল থেকে বহিষ্কার করা হল কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরকে। একাধিক অভিযোগে আগেই তাঁকে শোকজ করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। এবার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। সূত্রের খবর, দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিতে থাকা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, সাংসদ ইশা খান চৌধুরী সহ অভিজ্ঞ নেতাদের সম্মিলিত সুপারিশ পাঠানো হয় প্রদেশ সভাপতিকে। তারই জেরে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত হলেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ভিক্টর। তাঁকে দলের সমস্ত পদ এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একাধিকবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও ভিক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

এক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সংগঠনের নীতিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দলের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সাসপেন্ড করেছিল ভিক্টরকে। একইসঙ্গে তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদও স্থগিত করা হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে উত্তর তলব করা হয়। সন্তোষজনক জবাব না পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল তখন। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ রায় বলেন, 'তাঁকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দলবিরোধী মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। দলের প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় উনি পোস্টার দিয়ে অন্য প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছেন। দলের সংবিধান অনুযায়ী এই কাজগুলো করা যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগও রয়েছে।'

দিল্লিতে দপ্তর

কলকাতা, ২৭ জুলাই : রাজধানীর রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণের পথে ঋতব্রত-তৃণমূল। দিল্লির প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত 'কনট প্লেসে' স্থায়ী দলীয় কার্যালয় খুলতে চলেছে নব্য তৃণমূল গোষ্ঠী। ইতিমধ্যেই কার্যালয়ের জায়গা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ২৮ অগাস্ট তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগেই হবে 'আসল তৃণমূলের' কার্যালয়ের উদ্বোধন। দিনক্ষণ ঠিক না হলেও কার্যালয় প্রস্তুতির কাজ যে জোরকদমে চলছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। যদিও এবিষয়ে তাঁদের কটাক্ষ করতে ছাড়েনি আদি তৃণমূল শিবির।

ঋতব্রত-তৃণমূলের চেয়ারম্যান অরূপ রায় জানিয়েছেন, দিল্লিতে আমাদের একটি পার্টি অফিস নেওয়া হয়েছে। তবে উদ্বোধনের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দ্রুত তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে।'

সরকারি লজও

প্রথম পাতার পর

যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

পর্যটন দপ্তর নতুন নীতিতে নিজেদের সম্পত্তিগুলিকে 'এ', 'বি' এবং 'সি' এই তিন ভাগে ভাগ করেছে। 'এ' বিভাগের সম্পত্তি দপ্তর নিজেরাই পরিচালনা করবে। 'বি' বিভাগের সম্পত্তি লিজের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আর 'সি' বিভাগের সম্পত্তিগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলা হবে। মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টি থেকেই এই পিপিপি মডেলের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। দার্জিলিং ও মালবাজারে পর্যটন দপ্তরের অধীন বিভিন্ন সম্পত্তিও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব এসেছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের আট জেলার জেলা শাসকদের নিয়েও তিনি শীঘ্রই বৈঠকে বসবেন।

এদিন মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখে খাপছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ দেখে মন্ত্রী আধিকারিকদের কাছে উষ্মা প্রকাশ করেন। ম্যারেজ হল খালি থাকলে সেটিকে সংস্কৃতিচর্চার জন্য ব্যবহার করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়। শংকর বলেন, 'মৈনাককে নতুনভাবে সাজানো হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ম্যারেজ হলঘরের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন নিয়ে আসব। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রয়েছে। লজের প্রপার্টিগুলি অনেকে নিতে চাইছে। মৈনাকের রেস্তোরাঁটি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে ভাবা হয়েছে।'

পর্যটন দপ্তর সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'সরকার যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয় তা অনেক ভেবেচিন্তেই নেয়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হোক। এই পরিকল্পনা কতটা ফলপ্রসূ হতে চলেছে তা তখনই পরিষ্কার হবে।'

কার্বনের কবর

প্রথম পাতার পর

এই সাফল্যের পথটা খুব সহজ ছিল, তা নয়। প্রথমদিকে পাহাড়ের অনেক চাষিই নতুন প্রযুক্তির উপর ভরসা করতে পারেননি। শতাব্দীপ্রাচীন চাষের অভ্যাস বদলানো সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার ফলাফল।

তার প্রমাণ মিলেছে আকালু সিংয়ের মতো কৃষকদের অভিজ্ঞতায়। ২০২৪ সালে তিনি প্রথম নিজের জমিতে এই ব্যাসল্টের গুঁড়ো ব্যবহার করেন। তাঁর কথায়, 'আগে যেখানে বিঘা প্রতি ১৪-১৫ মন ফলন হত, সেখানে এখন ফলন হচ্ছে ২২-২৩ মন। প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর খামারে কর্মসংস্থানও দ্বিগুণ হয়েছে। আমার সাফল্য দেখে আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন।'

২০২৫ সালে যেখানে প্রায় ১০ হাজার কৃষক এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মাত্র এক বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজারে। ৬০টিরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৮০ হাজার একরেরও বেশি চা বাগান ও কৃষিজমিতে পৌঁছে গিয়েছে এই উদ্যোগ। শুধু প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়াই নয়, পঞ্চায়েত, শ্রমিক সংগঠন ও স্থানীয় মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ারও অংশ করা হয়েছে। ফলে এই প্রকল্প আর কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নেই, এটি হয়ে উঠেছে মানুষের নিজস্ব আন্দোলন।

শ্রেয় ও স্পর্শর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলের নজর কেড়েছে। বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট দার্জিলিং থেকে ৩৬ হাজার ৯২০ টন কার্বন অপসারণের জন্য অল্ট কার্বনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এশিয়ায় মাইক্রোসফটের এমন চুক্তি এই প্রথম। পাশাপাশি বিশ্বের আরও কয়েকটি শীর্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই প্রকল্পে বিনিয়োগ ও সহযোগিতা করছে।

শ্রেয় লিখেছেন, 'স্পর্শ এবং আমি উইন্ডোজ পিসি-তে এজ অফ এম্পায়ার খেলে বড় হয়েছি। আর সেই মাইক্রোসফট সংস্থা আমাদের অল্ট কার্বনের সঙ্গে চুক্তি করেছে পরিবেশ থেকে ৩৬,৯২০ টন কার্বন সরানোর!'

তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য দার্জিলিংকেই কেন বেছে নিলেন? সংস্থাটির দাবি, দার্জিলিং এমন একটি জায়গা, যেখানে সর্বোচ্চ হারে শিলাক্ষয় হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত চা বাগানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়টি দার্জিলিংয়েই করার সিদ্ধান্ত। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য বিশ্বের সেরা চায়ের এই ঐতিহ্যবাহী ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

শিলিগুড়ির সঙ্গেও কিন্তু অল্ট কার্বনের সম্পর্কও বেশ গভীর। সংস্থার কর্পোরেট কার্যালয় বেঙ্গালুরুতে হলেও গবেষণা, নমুনা বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানী ও কর্মীদের বড় অংশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গবেষক ও তরুণ বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যে লড়াই আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, তার অন্যতম ভিত্তি তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়ির মাটিতে। ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগানে গড়ে উঠেছে তাঁদের অত্যাধুনিক গবেষণাগার 'ডি-ক্যাল' বা দার্জিলিং ক্লাইমেট অ্যাকশন ল্যাব। সেখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার মাটি, জল ও শিলার নমুনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করছেন, ঠিক কতটা কার্বন স্থায়ীভাবে আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে এমন এক তথ্যভাণ্ডার, যেখানে উত্তরবঙ্গের মাটির গঠন, ভূগর্ভস্থ জল, আবহাওয়া ও পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের বিস্তারিত নথি সংরক্ষিত হচ্ছে।

আজ যখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তখন উত্তরবঙ্গের দুই তরুণ স্বপ্ন দেখছেন এক নতুন ভোরের। শুধু স্বপ্ন দেখাই নয়, সেটাকে বাস্তবায়িত করতে নিরলস খেটেও চলেছেন তাঁরা। শিকড়ের প্রতি, নিজের মাটির প্রতিও যে আলাদা টান থাকে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রেয় ও স্পর্শ। আর তাঁদের 'স্পর্শেই' নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে দার্জিলিংয়ের চা বাগান, সবুজে ভরে উঠবে পাহাড়ের মাটি।

কৃতিত্ব নিয়ে

প্রথম পাতার পর

নিয়মিত এলাকায় গিয়ে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা, পূর্ত দপ্তর এবং রেলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। গৌতম এদিন দাবি করেছেন, 'রেল অগ্রিম টাকা নিয়েও সময়মতো কাজ করেনি। পূর্ত দপ্তরের কাজ শেষ হয়ে গেলেও রেলের অংশের কাজ বাকি থাকায় পুরোটাই আটকে ছিল। তা না হলে আরও অনেক আগেই এই ফ্লাইওভার চালু হয়ে যেত।' এই ফ্লাইওভারের পুরো কৃতিত্ব পূর্বতন রাজ্য সরকারের বলেও গৌতম দাবি করেছেন। গত মার্চ মাসে এই ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। গোটা ফ্লাইওভার নীল সাদা রংয়ে রাঙিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ায় ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যে সরকার বদলের পরে ফ্লাইওভারের নীল সাদা রং মুছে সাদা এবং গেরুয়া রং করা হয়। তার পরেও দু'মাস ধরে উদ্বোধনের তারিখ পিছিয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ফ্লাইওভারের উদ্বোধন হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সামরিক দিক থেকে চিকেনস নেক শিলিগুড়ির গুরুত্ব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, কিন্তু পূর্বতন রাজ্য সরকার এই গুরুত্ব বুঝতে না পেরে এই সমস্ত কাজকর্ম আটকে রেখেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠে নিজের আসনে বসলেও শংকর অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী শংকরকে ডেকে সামনের আসনে বসান।

পড়ানোর মান বাড়াতে প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ২৭ জুলাই : শুধু পড়ুয়ারা নয় এবার পড়তে বসতে হবে তাদের গুরুদেরও। জাতীয় শিক্ষা নীতির নির্দেশিকা মেনে রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। সোমবার স্কুল শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, স্কুলে লেখাপড়ার মান উন্নত করতে, বছরে ৫০ ঘণ্টার 'কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে শিক্ষকদের। পালাবদলের পর কেন্দ্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়িত করতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে এদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

দপ্তরের দাবি, এই প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের ক্লাসে পড়ানোর মান বাড়াতে এবং পঠনপাঠনের প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের 'প্রধান শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় মডিউল তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ই-বই, ভিডিও, বিভিন্ন ধরনের কুইজ ও অন্যান্য সামগ্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি দিক্সা নামের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে প্রধানশিক্ষক সংগঠনের (এএসএইচএম) সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'ভালো উদ্যোগ, তবে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের বিকল্প হয় না। এমন বহু শিক্ষক আছেন যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না, সব জায়গায় নেটও থাকে না। এছাড়া স্কুলের সময়ের বাইরে তাঁরা বাড়তি সময় ব্যয় করছেন, এই মনোভাবের কারণেও কেউ কেউ আগ্রহী নাও হতে পারেন।'

থানায় নালিশ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে সোমবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা সৌমিত্র সান্যাল। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। অন্যদিকে, আইনজীবী কাকলি বোসও এদিন শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় কলকাতার ওই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

বিশ্বাসভঙ্গে ফের ক্ষুব্ধ ককরোচরা

প্রথম পাতার পর

কলকাতায় ধর্মতলায় বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন এবং ককরোচ পার্টির মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তির অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করেছে। সোমবার ধৃতদের হাঁটিয়ে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিশ। একইদিনে ওই অশান্তির প্রতিবাদে কলকাতায় দুটো মিছিল করেছে বিজেপি। ওই মিছিলে উপস্থিত বিজেপি নেতা সজল ঘোষ অভিযোগ করেন, সিপিএম-কংগ্রেস, তৃণমূল আরশোলা সেজেছে।

পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেন, পড়ুয়াদের শিখণ্ডী করে দেশভাগের চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়া সংক্রান্ত মামলাগুলি প্রত্যাহারের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ২০ জুলাই সংসদ চলো অভিযানের দিন রুজু হওয়া ২০টি এফআইআর প্রত্যাহারের সরকারি নির্দেশিকা দিল্লি পুলিশের কাছে পৌঁছায়নি। ওই ২০টির মধ্যে ১৪টি হিংসা ছড়ানো এবং বাকিগুলি সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ। পুলিশ স্পষ্ট করেছে, নির্দেশ এলে সাংবাদিকদের ওপর হামলা বাদে বাকি মামলাগুলি উপরাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষে আদালতের মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে হবে, যা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। অন্যদিকে, ২৫ জুলাই 'বিহার বনধ'-এর সময় সিওয়ানে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এক পুলিশ কনস্টেবলের একে-৪৭ রাইফেল থেকে গুলি চালানোর ভিডিও সামনে এসেছে। যাতে ১৫ বছরের কিশোর মহম্মদ আরিফ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত কনস্টেবলকে সাসপেন্ড হলেও, পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন আরজেডি সাংসদ মনোজকুমার ঝা। এই সবকিছুই ক্ষোভের আগুন আরও উসকে দিয়েছে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে ককরোচ জনতা পার্টির আরেক মুখপাত্র সৌরভ দাস দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন, অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার থেকে পড়ুয়াদের আটকের যেসব খবর আসছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি এবং সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার না করলে তাঁরা ফের রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।

আইনি মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে মঙ্গলবার বিকালের মধ্যেই কেন্দ্রের লিখিত বয়ান দাবি করেছে সংগঠনটি। 'সাক্ষী' নামে একটি পোর্টালের খবর দিয়ে সৌরভ জানান, cockroachjantaparty.org/saakshi লিংকে গিয়ে যে কেউ পুলিশি লাঠিচার্জ, মারধর বা হেনস্তার ছবি ও ভিডিও প্রমাণ হিসেবে আপলোড করতে পারবেন। সংগঠনের আইনি দল সেই প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রের বিশ্বাসভঙ্গের শিকার সবাইকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করে সৌরভ লিখেছেন, 'প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, আমাদের আইনি সহায়ক দল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। যথাসম্ভব আইনি সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাঁদের ছাড়ানোর চেষ্টা করব।' কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে, বিশেষত জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সৌরভ জানান, মঙ্গলবারের মধ্যে তাঁদের লিখিত নিশ্চয়তা দেওয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিবৃতিতে সেটা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি না রাখার অভিযোগ তুলে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। যদিও বিজেপি সেই দাবি খারিজ করেছে। সুপ্রিম কোর্টও সোমবার জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক অধিকার। শুধু আন্দোলন হচ্ছে বলেই যথেচ্ছ লাঠিচার্জ বা পুলিশি বাড়াবাড়ি সমর্থনযোগ্য নয়।

অন্যদিকে, নয়াদিল্লির একটি হোটেলে যন্তরমন্তরে অবস্থানের সাফল্য উদযাপনের যে ভিডিও (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) ভাইরাল হয়েছে, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ। তাঁর কথায়, 'আমরা নাচ-গানের মধ্যে দিয়েও প্রতিবাদ জানাতে পারি। যা দেখিয়ে দিল জেন জেড কীভাবে আন্দোলনে ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়।'

সৌরভের সাফ জবাব, 'আজকের প্রজন্ম চিরাচরিত আন্দোলনের পথ থেকে ভিন্ন পথে চলে। কোল্ড কফি খেতে খেতেও আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। কিংবা নাচের ছন্দে বা রাস্তায় বসে পড়ে। আগের প্রজন্মের চোখে আন্দোলনের ছাঁচে না থেকেও আমরা পরিবর্তনের পথে এগোতে পারি। কেউ সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের আমাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে।'

পরিযায়ীদের আমন্ত্রণ

প্রথম পাতার পর

বৈঠকের পর আনন্দময় বলেছেন, 'তৃণমূলের সময়ের কাজগুলি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। অনেক কাজেই দুর্নীতি হয়েছে। সেকথা বিচার করেই মুখ্যমন্ত্রী মান যাচাই এবং খতিয়ে দেখে সেগুলির অগ্রগতিতে জোর দিতে বলেছেন।'

সিকিমের নামচিতে টানেল দুর্ঘটনায় মারা যান এই রাজ্যের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন তাঁদের ১১ জনের পরিবারের মধ্যে সাতটি পরিবারের সদস্যদের হোম গার্ড এবং বাকি চারটি পরিবারের সদস্যদের কাগজপত্রে কিছু সমস্যা থাকায় তাঁদের সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের তরফে প্রত্যেক মৃত শ্রমিক পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা, সিকিম সরকারের তরফে ৪ লক্ষ টাকা, প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং এনএইচপিসি এবং টানেলের নির্মাণকারী সংস্থার তরফে আরও ৯ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

এদিন বাগডোগরা থেকে চপারে জলপাইগুড়ি সাই ক্যাম্পাসের হেলিপ্যাডে এসে নামেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে জেলা শাসকের অফিসে আসেন। মৃত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। ডিএম-এর কনফারেন্স রুমে মন্ত্রী বিশাল লামা, বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা ও পুনা ভেংরা, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, আইজি উত্তরবঙ্গ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করে নেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ১৬ অগাস্ট থেকে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড বিলি হবে। সিনিয়ার সিটিজেনের বাইরে বাকিরা ৫ লক্ষ টাকার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন। আগামী ৩০ অগাস্টের মধ্যে সকলে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা পাবেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হবে না। আগামী ১৬ অগাস্ট রাজ্যে 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন জলপাইগুড়ি থেকে হেলিকপ্টারে শুভেন্দু জল্পেশ মন্দিরে যান। সেখানে দলীয় কর্মীদের তরফে তাঁকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সভা ঘিরে বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি আমজনতারও উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। মুক্তমঞ্চ ছাড়াও রাস্তায় প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। শুভেন্দু বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে বারবার জলপাইগুড়ি জেলায় এসেছি। ঝড়, বন্যা থেকে শুরু করে মানুষের আপদে-বিপদে সব সময় পাশে ছিলাম। আগামীতেও বারবার জলপাইগুড়িতে আসব।'

উত্তরের অনেক এলাকায় এখনও কাঠের সেতু রয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়, জঙ্গল ঘেঁষা এলাকায় এবং চা বাগানগুলির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা অনেক নদীর উপর এখনও কাঠের সেতু দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী এই কাঠের সেতুগুলিকে অবিলম্বে কংক্রিটের করার কথা বলেছেন উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠকে। সেজন্য তিনি লক্ষ্যমাত্রাও বেঁধে দিয়েছেন। প্রত্যেক বছর ১৫ শতাংশ করে কাঠের সেতু তুলে দিয়ে পাকা সেতু তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। প্রশাসনের আধিকারিকরা মনে করছেন আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত কাঠের সেতুর বদলে পাকা সেতু হয়ে যাবে।

ভিভিএস স্যারের কাছে 'কৃতজ্ঞ' শ্রেয়স

বৈভবকে ফিটনেসে উন্নতির পরামর্শ লক্ষ্মণের

হারারে, ২৭ জুলাই : যখনই ডাক পেয়েছেন এগিয়ে এসেছেন। রাহুল দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতি হোক বা গৌতম গম্ভীর, বারেবারে হাল ধরেছেন ভারতীয় দলের। তরুণ দল নিয়ে এনে দিয়েছেন সাফল্য। জিম্বাবোয়ে সফর হেড কোচ হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণের সাফল্যের তালিকা আরও দীর্ঘায়িত।

গৌতম গম্ভীর আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড সিরিজের জোড়া ব্যর্থতার পর বিশ্রামে। চাপে থাকা শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডকে নিয়েই জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ। সিরিজ শেষে সেই কৃতজ্ঞতাই ঝরে পড়ল অধিনায়ক শ্রেয়সের গলায়। ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক বলেছেন, 'আমাদের অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করার জন্য ধন্যবাদ ভিভিএস স্যার। প্রতিদিন যখন মাঠে নামতাম, আপনার প্রতিটি কথা যথার্থ মনে হত আমাদের। নিজেদের সঙ্গে সেগুলি মেলাতে পারতাম। সবকিছুর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

পালটা প্রশংসায় শ্রেয়সকেও ভরিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ। অধিনায়ক হিসেবে খারাপ শুরুর পর শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আলাদা করে ওকে অভিনন্দন জানাব। নেতৃত্বের শুরুটা খুব খারাপভাবে হয়েছিল। সেখান থেকে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রশংসার দাবি রাখে। তরুণ ব্রিগেড। প্রায় নতুন দল। ইংল্যান্ড সফরের দলের ৪-৫ জনই ছিল এখানে। জিম্বাবোয়েতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল। দলের প্রত্যেককে সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছে।'

ভিভিএসের 'ভেরি ভেরি স্পেশাল' তালিকায় এক নম্বর স্থানে বৈভব সূর্যবংশী। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ তুর্কিকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণের সবথেকে মন ছুঁয়েছে 'বস

সিরিজ জয়ের পর আড্ডায় শ্রেয়স আইয়ার, তিলক ভার্মা ও টি দিলীপ। সোমবার।

বেবির' পরিণত ক্রিকেটবোধ। বলেও দিলেন, 'আমাকে সবথেকে প্রভাবিত করেছে গত ছয় মাসে মানুষ হিসেবে বিবর্তন। পরিণতবোধ, বোঝাপড়া ও সচেনতা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। আর এই কারণেই কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পেরেছে, পারছে।'

দুই দলের তারকা ও সিনিয়ার ক্রিকেটারদের ছাপিয়ে সিরিজ সেরার সম্মান। বৈভবের যে উত্থানে আইপিএলের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে মনে করেন ভিভিএস। বলেছেন, 'গত ৪-৫ মাসে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছে। আইপিএলে আধিপত্য দেখিয়েছে। আইপিএল কতটা কঠিন টুর্নামেন্ট, আমরা জানি। ভারত তথা বিশ্বের তাবড় বোলারদের সামলে যেভাবে নিজেকে গড়ে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনাতেও নিজেকে মেলে ধরেছে, তা ওর প্রতিভা, ক্লাস, সম্ভাবনার পরিচয় রাখে। মনে রাখতে হবে ওর বয়স সবে

রবিবার বৈভব সূর্যবংশীর পরিণত ব্যাটিংয়ের প্রশংসায় ভিভিএস লক্ষ্মণ।

১৫। প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির খিদেটা ওর মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে।'

আর উন্নতির জায়গা থেকেই ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রমের পরামর্শও দিলেন বৈভবকে। লক্ষ্মণ বলেছেন, 'একটা জায়গা যেখানে ওর উন্নতির প্রয়োজন। তা হল সামগ্রিক ফিটনেস। আরও ভালো করার তাগিদ রয়েছে ওর মধ্যে। ও নিজে অত্যন্ত লড়াকু মানসিকতার। এদিন ক্যাচ নেওয়ার সময় ঝাঁপাতে গিয়ে চোট পাওয়ার পরও মাঠ ছাড়তে চাইছিল না। ফিজিও বলার পর শোনে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলে অবদান রাখার ওর এই খিদেটা গুরুত্বপূর্ণ।'

শূন্য হাতে ফেরার মাঝেই অমূল্য স্মৃতি

সতীর্থদের জন্য মেসির বিশেষ উপহার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুলাই : বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁকে আর দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। গত দুইটি বিশ্বকাপে সতীর্থরা কার্যত নিজেদের জীবন বাজি রেখে খেলেছেন শুধু তাঁর জন্যই। কাতারে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেলেও, নিউ জার্সিতে এবার স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আর্জেন্টিনার। তবে এই দীর্ঘ যাত্রায় সতীর্থদের যে নিঃশর্ত সমর্থন আর ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার তীব্র যন্ত্রণার মাঝেই তাকে সম্মান জানাতে ভুললেন না লিওনেল মেসি। ড্রেসিংরুমের সেই অটুট ভ্রাতৃত্ববোধের স্মৃতি হিসেবেই দলের প্রত্যেক সদস্যকে এক বিশেষ উপহার তুলে দিলেন অধিনায়ক।

আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসির ইংরেজ বান্ধবী কেলসি-রোজ বোয়ারস তাঁর সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে মেসির এই বিশেষ উপহারের কথা প্রকাশ্যে আনেন। ২২ বছরের এই মহিলা ফুটবলারের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, দক্ষিণ আমেরিকার সংস্কৃতি এবং ড্রেসিংরুমের আড্ডার অন্যতম অনুষঙ্গ 'ইয়েরবা মেট' বা মেট চা পানের একটি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম উপহার দিয়েছেন মেসি। প্রতিটি উপহারের প্যাকেজে রয়েছে 'কাইমা' ব্র্যান্ডের ক্যারামেল রঙের একটি কাস্টমাইজড ট্রাভেল ব্যাকপ্যাক, যার গায়ে খোদাই করা আছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লোগো, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রতীক এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের নাম। ব্যাগের ভেতরে রয়েছে মেসির নিজস্ব ব্র্যান্ডের লোগো দেওয়া স্ট্যানলি কোম্পানির একটি লিমিটেড এডিশন সোনালি রঙের ফ্লাস্ক। এর সঙ্গেই রয়েছে মেট চা পানের ঐতিহ্যবাহী পাত্র, চুমুক দেওয়ার জন্য ধাতব 'বোম্বিলা' স্ট্র এবং চা বানানোর জন্য শুকনো পাতার একটি প্যাকেট। চোট পাওয়া লিওনার্দো বেলার্দির বদলি হিসেবে একেবারে শেষ মুহূর্তে দলে ডাক পেয়েছিলেন সেনেসি। বোয়ারসের মতে, দলে সুযোগ পাওয়াই সেনেসির কাছে বড় প্রাপ্তি ছিল, তার ওপর বিশ্বকাপ শেষে অধিনায়কের এই উপহার তাঁদের কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই উপহারের ধরন মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের পরের উদযাপনের কথা। সেবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দলের খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউন্ড খরচ করে ৩৫টি ২৪ ক্যারেট সোনার প্রলেপ দেওয়া আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স কিনেছিলেন মেসি। প্রতিটি ফোনে খেলোয়াড়দের নাম, জার্সি নম্বর এবং তিন তারার লোগো খোদাই করা ছিল। এবারের উপহারে সোনার জৌলুস না থাকলেও, পরাজয়ের বিষণ্ণতার মাঝে এই উপহার যেন অনেক বেশি ব্যক্তিগত আর আবেগমাখা।

হারের এই ক্ষত যে কতটা গভীর, তা মেসির কথাতেই স্পষ্ট। মেটলাইফের ফাইনালের পর নিজের ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, এই অসম্ভব যন্ত্রণা আর ক্ষত সারতে অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু সব হতাশার মাঝেও তিনি ভালো স্মৃতিগুলো সযত্নে আগলে রাখতে চান। নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যে ম্যাচগুলোর মোড় তাঁরা ঘুরিয়েছেন এবং গোটা দেশের মানুষের কাছ থেকে যে শর্তহীন সমর্থন পেয়েছেন, তা চিরকাল মনে রাখতে চান তিনি। দলের খেলোয়াড়দের এই পরিশ্রম আর আত্মত্যাগই যে তাঁদের বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছে, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে সতীর্থদের ধন্যবাদও জানান তিনি।

ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বুট জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি। লিয়ান্দ্রো পারেডেসও সরে দাঁড়ানোর চিন্তাভাবনা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। পারেডেস আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বিশ্বকাপের ফাইনালই হয়তো মেসির শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেসি এখনও মুখে কুলুপ আঁটলেও, বয়স আর পরিস্থিতির বিচারে শেষবেলার সুর বাজতে শুরু করেছে। যদি সত্যিই তিনি আর নীল-সাদা জার্সি গায়ে মাঠে না নামেন, তবে সতীর্থদের দেওয়া এই কাস্টমাইজড উপহারই হয়তো চিরকালের মতো সেরা বিদায়ি স্মারক হয়ে থেকে যাবে।

মার্কো সেনেসির বান্ধবী কেলসি-রোজ বোয়ারস উপহারের এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

উপহারে দরাজ মেসি

- ইয়েরবা মেট বা মেট চা পানের ঐতিহ্যবাহী পাত্র, চুমুক দেওয়ার জন্য ধাতব বোম্বিলা স্ট্র এবং চা বানানোর জন্য শুকনো পাতার একটি প্যাকেট।
- প্রতিটি উপহারের প্যাকেজে রয়েছে 'কাইমা' ব্র্যান্ডের ক্যারামেল রঙের একটি কাস্টমাইজড ট্রাভেল ব্যাকপ্যাক।
- ব্যাকপ্যাকের গায়ে খোদাই করা আছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লোগো, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রতীক এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের নাম।
- কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পর ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউন্ড খরচ করে ৩৫টি ২৪ ক্যারেট সোনার প্রলেপ দেওয়া আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স কিনেছিলেন।

১১ অক্টোবর শুরু বাংলার রনজি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাই : দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই রনজি ট্রফির মাধ্যমে বাংলায় ক্রিকেটপক্ষ শুরু হয়ে যাচ্ছে। ১১ অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলার রনজি অভিযান। পরের ম্যাচ ১৮ অক্টোবর থেকে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে। কেরালার বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচ শুরু ২৬ অক্টোবর থেকে। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২ নভেম্বর থেকে শুরু চতুর্থ ম্যাচ। রনজির প্রথম পর্বের এই চার ম্যাচের পর থাকছে সাময়িক বিরতি। সেই সময়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ ও বিজয় হাজারে ট্রফি হবে দেশজুড়ে। রনজির দ্বিতীয় পর্বে গুজরাটের বিরুদ্ধে ফের ১৭ জানুয়ারি লাল বলের ক্রিকেটে ফিরবে বাংলা দল। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ১৪ নভেম্বর থেকে সৈয়দ মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করবে বাংলা। ১৪ ডিসেম্বর থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে অভিযানে নামবে টিম বাংলা। এদিকে, ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা হয়ে গেলেও এখনও প্রাথমিক দল গঠন করতে পারেনি বাংলা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নয়া আধার নির্দেশিকায় বাংলা ক্রিকেটে 'আঁধার' নেমেছে। নয়া নিয়মে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটাররা যে রাজ্য দলের হয়ে অংশ নেবেন, সেখানে আধারের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টও থাকতে হবে। জানা গিয়েছে, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, শাহবাজ আহমেদ, অভিমন্যু ঈশ্বরণদের অনেকেরই সেটা নেই। এই সমস্যা সিএবি কীভাবে মেটায়, সেটাই দেখার।

আইএফএল শুরু ১৬ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাই : আইএসএল আয়োজন নিয়ে ধোঁয়াশা পুরোপুরি কাটেনি এখনও। এরই মধ্যে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ শুরুর দিন জানিয়ে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এই মরশুমে আইএফএল শুরু হবে ১৬ অক্টোবর। সোমবার দিল্লির ফুটবল হাউসে বৈঠকের পরই এই ঘোষণা করেছে আইএফএল গভর্নিং কাউন্সিল।

গত মরশুমে লিগ টেবিলে সবার নীচে শেষ করায় আইএসএল থেকে অবনমন হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ফলে এই মরশুমে আবার দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হবে কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটিকে। যদিও এদিনের বৈঠকে তাদের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে, ৪ সেপ্টেম্বর আইএসএল শুরু হবে বলে আগে জানানো হলেও এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে সেই সম্ভাবনা কম। আইএসএল শুরুর দিন হয়তো বেশ খানিকটা পিছোবে। সূত্রের খবর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেলেও এখনও ক্লাব জোটের সঙ্গে ফেডারেশনের চুক্তি সাক্ষর বাকি রয়েছে।

অভিমানের সুর সঞ্জুর গলায়

'ইঁদুরদৌড়ে শামিল হতে পারব না'

কোচি, ২৭ জুলাই : যখনই সুযোগ পেয়েছেন, সেরাটা দিতে পারফর্ম করেছেন। আবার যখনই অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তাঁকে বলির পাঁঠা হতে হয়েছে।

তিনি সঞ্জু স্যামসন। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের তিনি এমন একজন সদস্য, যাঁর স্থায়ী ঠিকানা তৈরি হয়নি কখনোই। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের মাটিতে ছিল টি২০ বিশ্বকাপের আসর। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে সঞ্জুর দলে থাকা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বিশ্বকাপের প্রথমদিকের ম্যাচগুলিতে তিনি প্রথম একাদশে সুযোগও পাচ্ছিলেন না। পরে সুযোগ পেতেই ঝলসে ওঠে সঞ্জুর ব্যাট। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হয়ে দেশের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন তিনি।

> আমাদের দেশের ক্রিকেটে সবসময় একটা ইঁদুরদৌড় চলে। ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আগেও সেটা ছিল। এখনও সেটা রয়েছে। দেশের মাটিতে শেষ টি২০ বিশ্বকাপের আগেই আমি ঠিক করেছিলাম, কোনও ইঁদুরদৌড়ে শামিল হব না। এটা আমার স্বভাবে নেই।
>
> -সঞ্জু স্যামসন

মাঝে কয়েক মাস পার। তার মধ্যে ফের বদলেছে ছবিটা। আয়ারল্যান্ড সফরে সঞ্জুর উপর পড়েছে কোপ। তাঁকে সাজঘরে বসিয়ে বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীকে খেলানো হয়েছিল। তারপর থেকে ক্রমাগতভাবে ব্রাত্যর দলে সঞ্জু। গতকালই শেষ হওয়া জিম্বাবোয়ে সফরের দলেও ছিলেন না স্যামসন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চলছে জল্পনা। এমন অবস্থায় আজ সর্বভারতীয় একটি চ্যানেলে নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও ইঁদুরদৌড়ে শামিল হতে পারবেন না। বরং যখন সুযোগ পাবেন, সেরাটা দিয়ে দল ও দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেবেন। অভিমানের সুরে সঞ্জু আজ তাঁর ক্রিকেট অভিযান নিয়ে বলেছেন, 'আমাদের দেশের ক্রিকেটে সবসময় একটা ইঁদুরদৌড় চলে। ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আগেও সেটা ছিল। এখনও সেটা রয়েছে। দেশের মাটিতে শেষ টি২০ বিশ্বকাপের আগেই আমি ঠিক করেছিলাম, কোনও ইঁদুরদৌড়ে শামিল হব না। এটা আমার স্বভাবে নেই।'

জিম সেশনের ফাঁকে সেলফিতে সঞ্জু স্যামসন।

সঞ্জু এখনও জানেন না টিম ইন্ডিয়ায় তিনি আর সুযোগ পাবেন কি না। কিন্তু তার জন্য কুছ পরোয়া নেই সঞ্জুর। তাঁর কথায়, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে অনেক সাফল্য পেয়েছি। আমার বয়স এখন ৩১। এখনও কয়েক বছরের ক্রিকেট বাকি রয়েছে আমার মধ্যে। ঠিক করেছি, নিজের মতো করেই খেলব। কারও কথা শুনব না। কারও থেকে পরামর্শও নেব না। কেউ আমায় শেখাতে পারবেন না কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেব আমি।' সঞ্জুর গলায় এমন অভিমানের সুর সামনে আসার পর অনেকেই তাঁকে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিতে চাইছেন। সমাজমাধ্যমে সঞ্জুকে এমন তকমাও দেওয়া হয়েছে। সঞ্জু অবশ্য নিজের অবস্থানে স্থির। তাঁর কথায়, 'বরাবরই সবাইকে সম্মান করেছি। আগামীদিনেও করব। যখনই সুযোগ আসবে, মাঠে নেমে সেরাটা দেব। দলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেব।'

সমর্থকদের খোলা চিঠি এমবাপের

প্যারিস, ২৭ জুলাই : টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে স্পেনের কাছে হেরে। সপ্তাহ পেরোলেও সেই হারের যন্ত্রণা ভুলতে পারছে না ফরাসি ব্রিগেড। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের প্রায় এগারো দিন পর ফ্রান্স সমর্থকদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন কিলিয়ান এমবাপে।

এবার বিশ্বকাপের আসরে সর্বাধিক গোলস্কোরার হিসেবে 'গোল্ডেন বুট' জিতেছেন এমবাপে। ব্যক্তিগত এই অর্জনকে একক কৃতিত্ব হিসেবে দেখতে নারাজ ২৭ বছরের ফরাসি তারকা। তাঁর মতে এই সাফল্য পুরো দলের কৃতিত্ব। ফরাসি সমর্থক ও ফুটবলপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এমবাপে লেখেন, 'ফ্রান্সের জার্সি গায়ে খেলাটা সবসময়ই গর্বের। গত একটা মাস, আমরা প্রত্যেকে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম। তবুও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এই যন্ত্রণাটা সহজে মুছবে না। আমি তা লুকোতেও চাই না। হয়তো আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারতাম আপনাদের। কিন্তু সবসময় সবটা আমাদের হাতে থাকে না।'

তিনটি বিশ্বকাপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত এমবাপে বলেছেন, 'ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, একবারের জন্য হলেও বিশ্বকাপে খেলব। তিনটি আসরে খেলা হয়ে গেল, একবার ট্রফি জিতেছি, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সম্মান পেয়েছি, এগুলো আজীবন মনে থাকবে।'

> ফ্রান্সের জার্সি গায়ে খেলাটা সবসময়ই গর্বের। গত একটা মাস, আমরা প্রত্যেকে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম। তবুও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এই যন্ত্রণাটা সহজে মুছবে না।
>
> -কিলিয়ান এমবাপে

'নিন্দুকদের' কড়া বার্তা ফিফা প্রধানের

জুরিখ, ২৭ জুলাই : সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। প্রতিযোগিতার শুরু থেকে শেষ, বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার ভূমিকা এবং একাধিক সিদ্ধান্ত তীব্র সমালোচিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে। সেই সমালোচকদের রীতিমতো কড়া ভাষায় জবাব দিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো।

সামাজমাধ্যমে প্রকাশিত দীর্ঘ ১৫ পাতার এক চিঠিতে 'নিন্দুক'-দের প্রতি ক্ষোভ আর বিরক্তি উগরে দিয়ে ফিফা প্রধান ইনফ্যান্তিনোর বার্তা, কিছু মানুষ শুধুমাত্র বিদ্বেষ আর মিথ্যা গল্প ছড়িয়েছেন। কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী মানুষ যে আনন্দের মহাযজ্ঞে মগ্ন ছিলেন তা তাঁরা দেখতেই পাননি। ইনফ্যান্তিনো এবারের বিশ্বকাপের 'ঐতিহাসিক সাফল্য' তুলে ধরে ঐক্যের প্রতিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ফিফা প্রধানের নিশানায় সংবাদমাধ্যমও। তিনি লেখেন, 'যাঁরা পর্দার আড়ালে বসে যাঁরা কাগজ-কলমে মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছেন তাঁদের বলতে চাই, আপনারা যখন বসেছিলেন আমরা সেই সময় পরিশ্রম করে বিশ্বের সেরা উৎসব আয়োজন করেছি।'

ইনফ্যান্তিনোর দাবি, এবার বিশ্বকাপে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। অথচ ইরান, সেনেগাল, আইভরি কোস্টের মতো বেশ কয়েকটি দেশকে আমেরিকার ভিসা নীতি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমেরিকার ফুটবলার ফোলারিন বালোগান লাল কার্ড দেখার পরও তাঁর শাস্তি প্রত্যাহার নিয়ে ফুটবল বিশ্বে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, অতিরিক্ত টিকিটের মূল্য নিয়ে ইতিমধ্যেই ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। এত বিতর্কের পরও ইনফ্যান্তিনোর দাবি, ছোটখাটো কিছু সিদ্ধান্ত বা রেফারিং সংক্রান্ত বিতর্কের ওপর ভিত্তি করে এত বড় প্রতিযোগিতার সাফল্যকে খাটো করা যায় না।

হতাশ অভিষেককে সান্ত্বনা সূর্যর

মুম্বই, ২৭ জুলাই : তিন ম্যাচে ১১ রান। সর্বাধিক ৮! জিম্বাবোয়ে সফরে অভিষেক শর্মার পরিসংখ্যান। আগের জোড়া সফরও (আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড) প্রত্যাশিত হয়নি। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দল ৩-০ জিতলেও ব্যক্তিগত ব্যর্থতায় হতাশ অভিষেক। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে স্বীকার করে নিয়েছেন এই পারফরমেন্সে তিনি হতাশ। তবে একইসঙ্গে আশ্বাস দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোরও।

বার্তা দিলেন নির্বাচকদেরও

জিম্বাবোয়ে সিরিজ শেষে সমাজমাধ্যমে অভিষেক লিখেছেন, 'অনেকে যখন আপনার ওপর আস্থা রাখে, আশা করে আপনি ভালো কিছু করে দেখাবেন, তখন সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে খারাপ লাগে। তবে যাঁরা হাল না ছেড়ে প্রয়াস চালিয়ে যায়, তারাই ফিরে আসে। দল জিতেছে বলে ভালো লাগছে। আমিও আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব।'

এই ছবি পোস্ট করে ফিরে আসার বার্তা দিলেন অভিষেক শর্মা।

অভিষেকের যে পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় সান্ত্বনা সূর্যকুমার যাদবের। ভারতীয় টি২০ দলের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, কেরিয়ারে ওঠাপড়া থাকবে। বর্তমানে পারফরমেন্সে হতাশ হলেও অতীতে লাখো ভক্তের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, আনন্দ দিয়েছেন অভিষেক, সেটাও মাথায় রাখা উচিত। সূর্য লিখেছেন, 'গত দুই বছরে তুমি ভক্তদের মুখে হাসি ফোটানোর মতো অনেক কিছু উপহার দিয়েছো। যখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছ। সময়ের অপেক্ষা। নিজের মতো করে এগিয়ে যাও অভিষেক।'

পাশাপাশি নির্বাচকদের উদ্দেশ্যে বার্তাও দিলেন সূর্যকুমার। ব্যাটিং অনুশীলন ও ফিটনেস কসরতের ছবি পোস্ট করে টি২০ দল থেকে 'বাতিল' সূর্যর ইঙ্গিতপূর্ণ ক্যাপশন, 'রবিবার মজায় কাটল। দৌড়োলাম। তিন ঘণ্টা ধরে প্রায় হাজার খানেক বলও খেললাম। দারুণ অনুভূতি।' চলতি বছরের গোড়ায় সূর্যর নেতৃত্বেই টি২০ বিশ্বকাপ জেতে ভারত। যদিও ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ধাক্কায় দলে জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। আপাতত ফেরার লড়াই, যার অঙ্গ হিসেবে বাসু পরাঞ্জপে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে আদাজল খেয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন।

ইতালির কোচের দৌড়ে নেই পিরলো

রোম, ২৭ জুলাই : টানা তিনটি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ইতালি। অল্পের জন্য সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে খেলা হয়নি আজুরিদের।

স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায় কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন জেনেরো গাত্তুসো। পরবর্তী কোচ হিসেবে একাধিক নাম ভেসে এসেছিল। সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন প্রাক্তন তারকা আন্দ্রে পিরলো। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কোচিং করানোর সময় রাশিয়ান সংস্থা ফনবেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় ইতালির সমর্থন ছিল ইউক্রেনের দিকে। ফলে রুশ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বেশ সমালোচনার মুখে পড়েন পিরলো।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার পিরলো নিজেই জানিয়েছেন, তিনি আর জাতীয় দলের কোচের পদপ্রার্থী নন। ইতালিয়ান তারকা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গতরাতে জানতে পেরেছি, ইতালির কোচের পদপ্রার্থী হিসেবে আমাকে বিবেচনা করা হচ্ছে না।' তাঁর দাবি, ফনবেটের সঙ্গে চুক্তি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এই বিষয়ে ইতালিয়ান ফুটবল সংস্থা সরকারিভাবে কিছু মন্তব্য করেনি।

কনুইয়ের চোট সারিয়ে রুপো রাজার

গর্বের হাসি মুখে নিয়ে পোডিয়ামে জ্ঞানেশ্বরী যাদব।

রুপোর পদক গলায় ঝুলিয়ে রাজা মুথুপানদি।

গ্লাসগো, ২৭ জুলাই : রবিবার রাতে রুপো জিতে শেষ করেছিলেন তামিলনাড়ুর রাজা মুথুপানদি। সোমবার সন্ধ্যায় চলতি কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে ভারতকে আরও একটি রুপো এনে দিলেন জ্ঞানেশ্বরী যাদব। মাত্র ২ কেজির জন্য সোনা হাতছাড়া করলেন তিনি।

২০১৯ সালে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে কনুইয়ে চোট পেয়েছিলেন রাজা। অস্ত্রোপচার করাতে হওয়ায় ২ বছর ম্যাটের বাইরে ছিলেন। সেই ধাক্কা সামলে নবম হলেও ২৯৯ কেজি ওজন তুলে নিজের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের পারফরমেন্সকে ছাপিয়ে যান তিনি। এদিনও গ্লাসগোতে স্ন্যাচে প্রথম প্রচেষ্টায় ১২৫ কেজি ওজন তুলে শুরুটা ভালো করেছিলেন রাজা। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি ১ কেজি বেশি তোলেন। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১২৯ কেজি তুলতে ব্যর্থ হলেও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে টানা তিনটি সফল প্রয়াস (১৫৮ কেজি, ১৬০ কেজি, ১৭০ কেজি) রাজাকে রুপো এনে দেয়। রুপো জিতলেও নিজের পারফরমেন্সে খুশি

সোমবার ভারতকে পদকের স্বাদ দেন ছত্তিশগড়ের জ্ঞানেশ্বরী। মহিলাদের ৫৩ কেজি ওজন বিভাগে স্ন্যাচে ৮৮ কেজি তুলে আসর জমিয়ে দেন তিনি। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে প্রথম প্রচেষ্টায় ১০৩ কেজি তুলে সোনা জয়ের দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানেশ্বরী। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি ১০৭ কেজি তুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু নাইজিরিয়ার ওনোমে ওমোলোলা ডিডিহ দ্বিতীয় প্রয়াসে ১১০ কেজি তুলে লিড নিয়ে নেন। তবে তৃতীয় প্রচেষ্টায় জ্ঞানেশ্বরী ১১১ কেজি ওজন

২ কেজির জন্য সোনা হাতছাড়া জ্ঞানেশ্বরীর

রবিবার রাতে চলতি কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর এই ভারোত্তোলক। পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে ২৮৬ কেজি ওজন তুলে পোডিয়ামের দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেন তিনি।

যে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে চোট কেরিয়ার শেষ করে দিত পারত রাজার, সেই টুর্নামেন্টেই ২০২৫ সালে রুপো জেতার সঙ্গে তৎকালীন নিজের সেরা পারফরমেন্সে (২৯৬ কেজি) চমকে দেন তিনি। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি ২৭ বছরের রাজাকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নন রাজা। বলেছেন, 'আমি সেরাটা দিতে পারিনি। কোচ আমার উপর ভরসা রেখেছিল। আশা করেছিল, আমি সোনা জিতব। কিন্তু সেটা হয়নি। এবারের গেমস থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনে শক্তিশালী হয়ে ফিরব।'

রাজাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। তিনি বলেছেন, 'রাজার সাফল্য গোটা তামিলনাড়ুর জন্য গর্বের। আশা করি, ওকে দেখে রাজ্যের আরও তরুণ উদ্বুদ্ধ হবে।'

তুলে ডিডিহর কাজ কঠিন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেষ প্রয়াসে ডিডিহ ১১৩ কেজি তুলে ফেলায় জ্ঞানেশ্বরীকে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ভারোত্তোলন থেকে ভারতকে পঞ্চম পদকটি এনে দিয়েছেন মণিপুরের আরও এক মেয়ে বিন্দিয়ারানি দেবী সোরোখাইবাম। ৫৮ কেজি বিভাগে সোনার লড়াইয়ে তিনি শুরুতেই নাইজিরিয়ার রাফিয়াতু ফোলাশাদে লাওয়ালের (স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে ২২৯ কেজি তুলেছেন) থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু ইংল্যান্ডের এলিজা প্র্যাটকে (১৯৬ কেজি) টেক্কা দিয়ে শেষবেলায় বিন্দিয়ারানি (১৯৯ কেজি) দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, মুরলী শ্রীশংকর পুরুষদের লং জাম্পে ৮.০১ মিটার লাফিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। সজন প্রকাশ পুরুষদের ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ১ মিনিট ৫৯.৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন। কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলে ফাইনালে উঠেছেন তেজস সিরসে। বক্সিংয়ে পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন শচীন সিওয়াচ। তিনি ইংল্যান্ডের উইলিয়াম হিউইটকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছেন। শচীনের মতো অঙ্কুশও শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন। পুরুষদের ৮০ কেজি ওজন বিভাগে তিনি ৫-০ ব্যবধানে জালান জানের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের ভল্টের ফাইনালে সাত নম্বরে শেষ করেছেন হাওড়ার ২২ বছরের জিমন্যাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্ত। প্যারা সুইমিংয়ে পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে এসবি৯ ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে উঠেছেন সোয়াতিক পাতিল।

তবে হতাশ করেছেন ভারতের দ্রুততম মানব গুরিন্দারবীর সিং। পুরুষদের ১০০ মিটারে নিজের হিটে ১০.৩৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু সেরা ১৭ জনের মধ্যে না থাকায় তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছোতে পারেননি।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	২৩	১০	১৮
২	ইংল্যান্ড	৭	১১	৯
৩	কানাডা	৬	৭	৪
৪	নাইজিরিয়া	৬	৪	০
৮	ভারত	১	৩	২

পদক জয়টাই আসল

দূরত্বের চাপ নিতে নারাজ নীরজ

গ্লাসগো, ২৭ জুলাই : প্রতিটা প্রতিযোগিতায় ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকাতেই হবে, এমন কোনও ঘোরে তিনি আচ্ছন্ন নন। বরং কঠিন পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বড় টুর্নামেন্টে সোনা জয়ই তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০.২৩ মিটার ছুঁয়ে ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স করেছিলেন নীরজ চোপড়া। তবে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী এই তারকার মতে, জাদুকরি সংখ্যার চেয়ে পদক জয়টাই আসল।

নীরজের কথায়, 'আমি দূরত্বের কোনও চাপ নিই না। একজন অ্যাথলিট হিসেবে থ্রো আরও ভালো করা আমার লক্ষ্য। কিন্তু বড় মঞ্চে বিশ্বের সেরাদের হারিয়ে সোনা জেতাটাই প্রথম চ্যালেঞ্জ, দূরত্ব সেখানে দ্বিতীয়।' আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তিনি ধারাবাহিকতার ওপর জোর দিচ্ছেন।

বর্তমানে এশিয়ান জ্যাভলিন থ্রোয়ের লড়াই বেশ আকর্ষণীয়। পাকিস্তানের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আর্শাদ নাদিম বা শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরানা আন্তর্জাতিক মঞ্চে একে অপরকে দারুণ টক্কর দিচ্ছেন। এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে ২৮ বছরের নীরজ বলেছেন, 'লড়াই যত কঠিন হয়, আমরা নিজেদের তত বেশি উজাড় করে দিই। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় এখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।' চোটের কারণে ২০২২ সালের বার্মিংহাম গেমসে নামতে পারেননি। ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে অভিষেকেই সোনা জয়ের পর, ফের কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে ফিরতে চলেছেন ভারতের এই সোনার ছেলে।

> আমি দূরত্বের কোনও চাপ নিই না। একজন অ্যাথলিট হিসেবে থ্রো আরও ভালো করা আমার লক্ষ্য। কিন্তু বড় মঞ্চে বিশ্বের সেরাদের হারিয়ে সোনা জেতাটাই প্রথম চ্যালেঞ্জ, দূরত্ব সেখানে দ্বিতীয়।
>
> -নীরজ চোপড়া

প্রস্তুতি শুরুর আগে নীরজ চোপড়া। গ্লাসগোতে।

চমক হতে পারেন সারাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাই : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই মঙ্গলবার আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা হতে চলেছে। ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক নাটক হয়েছে। আগামীকাল সেই নাটকের পর্দাফাঁস হওয়ার কথা।

দ্বীপরাষ্ট্রে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক হিসেবে আসন্ন টেস্ট সিরিজ অধিনায়ক শুভমান গিলের কাছে যেমন বড় পরীক্ষা। তার থেকেও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে কোচ গৌতম গম্ভীর। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হচ্ছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ২৩ অগাস্ট থেকে কলম্বোর এসএসসি স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। তার আগে কেমন হতে পারে ভারতীয় দল? জানা গিয়েছে, অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা পুরো ফিট। তিনি ফিরতে চলেছেন নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দরদের ফিটনেস নিয়ে রাত পর্যন্ত ধোঁয়াশা কাটেনি। তবে জোরে বোলার হর্ষিত রানার শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ফিট হতে সময় লাগবে তাঁর। নীতীশ কুমার রেড্ডিও এখনও ফিট নন।

আজ শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা

শ্রীলঙ্কা সফরের জোড়া টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার চমক হিসেবে থাকতে পারেন অফস্পিন অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। আন্তর্জাতিক অভিষেক এখনও হয়নি সারাংশের। যদিও সম্প্রতি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে বেসরকারি টেস্টে ব্যাটে-বলে নজর কেড়েছিলেন তিনি। ওয়াশিংটনের পরিবর্ত হিসেবে ভাবা হচ্ছে সারাংশের কথা। কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, জাদেজাদের সঙ্গে চার নম্বর স্পিনার হিসেবে সারাংশকে জাতীয় নির্বাচকদের একটি অংশ চাইছে বলে খবর। স্পিনার হিসেবে মানব সুথারও থাকতে পারেন দলে। আর হর্ষিতের বদলে গুরনুর ব্রারের কলম্বোর বিমানে ওঠা একরকম নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। বুমরাহর ফিট হয়ে যেতে না পারলে মহম্মদ সিরাজের সতীর্থ হিসেবে ব্রারকে দেখা যাবে নতুন বল হাতে। ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইন নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা নেই। যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থদের জায়গা পাকা দলে।

মহিলাদের ভারোত্তোলনে ৫৮ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জয়ের পথে বিন্দিয়ারানি দেবী সোরোখাইবাম।

ইস্টবেঙ্গলের জালে ক্লোসের সতীর্থ ক্রিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাই : ডুরান্ডের আবহে ধীরে ধীরে দল গুছিয়ে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণে বৈচিত্র্য আনতে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার ক্রিস ইকোনোমিডিসকে সই করিয়েছে তারা। অস্ট্রেলিয়ার সাদারল্যান্ড শার্কস এফসি থেকে উত্থান ক্রিসের। যুব পর্যায়ে খেলেছেন ইতালির আটালান্টা, লাজিওর মতো ক্লাবে। পরে লাজিওর সিনিয়ার দলের হয়ে খেলেছেন। সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী জার্মান তারকা মিরোস্লাভ ক্লোসে। অস্ট্রেলিয়ান লিগে পারথ গ্লোরি, মেলবোর্ন ভিকট্রির হয়ে খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন। পরে সিনিয়ার দলের হয়েও খেলেছেন। সেখানে তাঁর অন্যতম সতীর্থ ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তারকা জেমি ম্যাকলারেন। এবার ডার্বিতে দুই অজির লড়াই দেখতে মুখিয়ে থাকবেন ফুটবলপ্রেমীরা। মূলত রাইট উইংয়ে খেলতে পছন্দ করেন ক্রিস। তবে প্রয়োজনে লেফট উইং কিংবা অ্যাটাকিং মিডিও হিসাবে খেলতে পারেন।

আজ লিগে নামছে দুই প্রধান

এদিকে, ডার্বির পর সোমবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়ল মোহনবাগান। একদিকে যখন মোহনবাগান দিবসের জন্য ক্লাব তাঁবুতে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে, তখন অন্যদিকে মাঠে কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের তত্ত্বাবধানে অনুশীলনে ব্যস্ত লিস্টন কোলাসোরা। সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেক গা ঘামান বাগান ফুটবলাররা। মঙ্গলবার অবশ্য কলকাতা লিগে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ বাস্তব রায়। তবে, এই ম্যাচে অবশ্য কোনও সিনিয়ার ফুটবলারকে খেলাচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবির।

মোহনবাগানের মতো ইস্টবেঙ্গলও মঙ্গলবার কলকাতা লিগে মাঠে নামছে। তাদের প্রতিপক্ষ পাঠচক্র। প্রথম তিনটি ম্যাচে জিতে এখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছে লাল-হলুদ শিবির। পাঠচক্রের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া চাকু মান্ডিরা।

মনুকে টপকে সোনা জয় এষার

হ্যাংঝৌ, ২৭ জুলাই : শুটিংয়ে এষা সিংয়ের দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত। সোমবার আইএসএসএফ ওয়ার্ল্ড কাপে ২৫ মিটার পিস্তল শুটিংয়ে সোনা জিতলেন তিনি। একই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন অলিম্পিকে পদকজয়ী মনু ভাকের।

যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে ছিলেন মনু। দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে উঠেছিলেন এষা। ফাইনালে অবশ্য স্নায়ুর চাপ সামলে বাজিমাত করেন এষা। ৫০টি হিটের মধ্যে ৪০টি সফল হিট করেন তিনি। অন্যদিকে মনু ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে ২৮টি সফল হিট করে পদক নিশ্চিত করেন। চিনের হ্যাংঝৌতে এশিয়ান গেমসে চারটি পদক জিতেছিলেন এষা। এদিন সোনা জয়ের পর সেই স্মৃতি উসকে ভারতী শুটার বলেছেন, 'হ্যাংঝৌতে খেলতে ভালোবাসি। এখানেই চারটি পদক জিতেছিলাম। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে আমি পরিচিত, যা ফাইনালে কাজে লেগেছে।' অন্যদিকে মনু বলেছেন, 'পদক জিতলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে খেলার অভিজ্ঞতা। আগামী দিনে এই অভিজ্ঞতা অনেক কাজে দেবে।'

আইএসএফ ওয়ার্ল্ড কাপে ২৫ মিটার পিস্তল শুটিংয়ে সোনা জয়ের পর এষা সিং। হ্যাংঝৌয়ে।

প্রি-কোয়ার্টারে আদিত্য, ঐশিকা

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই : জলপাইগুড়ি ইন্ডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৫-৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে রাজ্য সাব-জুনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৩,১৫ ছেলে ও মেয়েদের রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। সোমবার মোট ১৩৭টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ রাউন্ডের শেষে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে জলপাইগুড়ির আদিত্য চক্রবর্তী এবং আর্শব সাহা। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছেছে জলপাইগুড়ির প্রিয়াংশী বন্দোপাধ্যায় এবং ঐশিকা বিশ্বাস।

৪ গোল মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-৪
(ফারদিন, রেমসাঙ্গা-২, ইসরাফিল)
বাঘপাত এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুলাই : ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচেই ৪ গোল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বেনারসের বাঘপাত এফসি-কে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর মহমেডান।

শুরু থেকেই গোলমুখী আক্রমণে বিপক্ষ রক্ষণে নাভিশ্বাস তুলে দিল সাদা-কালো ব্রিগেড। যদিও একের পর এক সুযোগ নষ্টের জেরে ডেডলক ভাঙতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। ২৯ মিনিটে প্রথম গোল মহমেডানের। লক্ষ্যভেদ ফারদিন আলি মোল্লার। লালথানকিমার মাইনাস ভিড়ের মধ্যে থেকেও জালে ঠেলে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও সুযোগ তৈরি হল মুহুর্মুহু। ৪৬ মিনিটে সম্ভবত ম্যাচের সবচেয়ে সহজ সুযোগটা নষ্ট করেন কিমা। বাঘপাত রক্ষণের ভুলে বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় বল পান তিনি। কিন্তু কিমার শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। ফিরতি বলে ফের শট নেন। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও ছবিটা বদলাল না। ফের বলের গন্তব্য সেই ক্রসবার।

এদিন শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বিপক্ষ বক্সের আশপাশে অবাধে বিচরণ করলেন সাদা-কালো ফুটবলাররা। ৭৩ মিনিটে ম্যাচে দ্বিতীয় গোল লালরেমসাঙ্গা ফানাইয়ের। মাঝমাঠ থেকে ভেসে আসা বল ধরে বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। এই গোলের পর যেন বাঘপাত রক্ষণের অবশিষ্ট বাঁধটুকুও ভেঙে গেল। ৮০ মিনিটে তৃতীয় গোল ইসরাফিল দেওয়ানের। তাঁর শট চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি বাঘপাত গোলরক্ষক। ৮৫ মিনিটে ফের গোল লালরেমসাঙ্গার। এই জয় নিঃসন্দেহে মহমেডান ফুটবলারদের তলানিতে পড়ে থাকা আত্মবিশ্বাস বেশ খানিকটা বাড়াবে।

স্মরণে

দীপ্তশ্রী সরকার (পূজা)
জন্ম : 04.02.1996
মৃত্যু : 28.07.2024

আজ দুটি বছর পূর্ণ হল তুমি আমাদের ছেড়ে অমৃতলোকে চলে গেছো। এই চলে যাওয়া আমাদের কাছে এক বিরাট শূন্যতা। এই শূন্যতা কোনদিনই পূর্ণ হবে না। তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থাকো, সুখে থাকো। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

হতভাগ্য বাবা- গণেশ চন্দ্র সরকার, মা- দীপালি দে সরকার

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

21.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68J 56858 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কেনাটাই আমার জীবনের একটি বড় পরিবর্তন। আমি এতে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদেরও ডিয়ার লটারির কথা বলতে চাই যাতে তারাও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে। এই উপলক্ষে ডিয়ার লটারিকে অশেষ ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা মমতা বারাই - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রয়্যালের ফুটবলে ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে রুয়েল এক্কা, কৌশিক ছেত্রী ও আদৌ শৈব।

কোয়ার্টারে রয়্যাল, ওয়েস্ট পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল, হেব্রন স্কুল ও আয়োজকরা। সোমবার ওয়েস্ট পয়েন্ট ২-১ গোলে হারিয়েছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে। প্রাঞ্জল দেবনাথ ও সায়ন সিংহ ওয়েস্ট পয়েন্টের গোলস্কোরার। দার্জিলিংয়ের গোলটি অয়ন হকের। ম্যাচের সেরা ওয়েস্ট পয়েন্টের আদৌ শৈব। পরে হেব্রন স্কুল ও সেক্রেড হার্ট স্কুলের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা হেব্রনের কৌশিক ছেত্রী। দিনের শেষ ম্যাচে রয়্যাল অ্যাকাডেমি ৮-০ গোলে চূর্ণ করেছে তারাচাঁদ ধানুকা অ্যাকাডেমিকে। ডাবল হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয় রুয়েল এক্কা। বাকি দুইটি গোল রূপম রায় ও সন্তোষ মুন্ডার।

মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে লাইম লাইট স্কুল-হেব্রন ও ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল-লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল। বুধবার কোয়ার্টারে মুখোমুখি হবে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও ডিএভি স্কুল এবং চতুর্থ কোয়ার্টারে সিজার স্কুল ও রয়্যাল অ্যাকাডেমি।

চ্যাম্পিয়ন কৌস্তভ, ব্রোঞ্জ মণীশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই : অল বেঙ্গল স্টেজ থ্রি র‍্যাংকিং কাসিমবাজার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কৌস্তভ চক্রবর্তী। ফাইনালে তার কাছে ৩-১ গেমে হেরে যায় হুগলির ঈশানকুমার রায়। সেমিফাইনালে কৌস্তভ ৩-০ গেমে জিতেছে মণীশ দামের বিরুদ্ধে। তবে সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে মণীশ ব্রোঞ্জ পেয়েছে। কৌস্তভ ও মণীশ দুইজনেই শিলিগুড়ির ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের ছাত্র।

ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ির কৌস্তভ চক্রবর্তী ও মণীশ দাম।